লাশ গেছে

গ্রেজিয়া দেলেদ্দা

আবদুল হাফিজ অনূদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে
গ্রেজিয়া দেলেদ্দার নাম অতি পরিচিত।
ইতালির এই বিখ্যাত লেখিকা
১৯২৬ সালে মূলত এই *La-Madre (The Mother)* বইটির উৎকর্ষের
বিচারে নোবেল পুরস্কার পান।
লা মাদ্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে
এক যাজক ও তার মাকে নিয়ে।
অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে মা তার ছেলে পলকে
বড় করেছেন।
বড় হয়ে পল যাজকত্ব গ্রহণ করে।
এ অতি কঠিন দায়িত্ব।
মায়ের মনে সদাই ভয়
পল তার কর্তব্যের সীমা পেরিয়ে পাপের পথে যেন পা না বাড়ায়।
কিন্তু সুন্দরী এজনিসের সঙ্গে দেখা হয় পলের।
একদিকে কর্তব্য
অন্যদিকে প্রেমের আকুতির মধ্য দিয়ে
গল্প বেড়ে ওঠে।
এবং শেষ হয় একটি করুণ মৃত্যুতে।
সে মৃত্যু পলের মায়ের।
গ্রেজিয়া দেলেদ্দা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অসাধারণ।
গোটা কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে মা।
অন্যান্য চরিত্রগুলিকে
সমান সহানুভূতির সঙ্গে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন।
জীবনের দ্বিধা-সংশয় ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে
চমৎকারভাবে ধরতে পেরেছেন বলেই
এ-বই এতখানি আদৃত।

৩৫.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লা গ্রান্দে

গ্রোজিয়া দেলেদ্দা

আবদুল হাফিজ অনূদিত

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৯৩
ডিসেম্বর ১৯৮৬

গ্রন্থস্বত্ব
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদপট
মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন

প্রকাশক
মহিউদ্দিন আহমেদ
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেডক্রস বিল্ডিং
১১৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ২

মুদ্রণ
জে আই প্রিন্টার্স
৭৮ আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আজ পর্যন্ত বিশ্বের যে তিনজন মহিলা কথা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেছেন, ইতালীর গ্রেজিয়া দেলেদ্দা তাদের অন্যতম, বাকী দুজন হলেন নরওয়ের সালমা ল্যাগাবলফ আর আমেরিকার পার্ল এস বাক।

গ্রেজিয়া দেলেদ্দা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইতালীর অন্তর্গত সার্দিনিয়া দ্বীপের নিওরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই অসাধারণ প্রতিভাময়ী মহিলা স্বগৃহে বই-পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর জন্মগত এবং সৃজনশীলতা তাঁর সহজাত।

মাত্র পনর বছর বয়েসে সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গ্রেজিয়া দেলেদ্দার লেখিকা জীবনের সূচনা হয় এবং একুশ বছর বয়েস পূর্তির পূর্বেই স্থানীয় সহজ সরল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেষ-পালক, কিষান, অরণ্যাঞ্চলবাসীদের অকৃত্রিম জীবনধারা নিয়ে তার তিন-খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। মূলত তাদের চরিত্র ও জীবন ধারাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য কর্মের উপজীব্য।

পনর বছর বয়েসেই একজন বেসামরিক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বিবাহোত্তর জীবন রোম নগরীতে সপরিবারে অতিবাহিত হয়। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন সুগৃহিণী ও সুমাতা এবং ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বিনম্র ও নিরহংকার। পারিবারিক জীবনের সব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পর যে অবসরটুকু পেতেন, সেই অবসরটুকু তিনি সাহিত্য চর্চায় ব্যয় করতেন। তার আজীবন সাহিত্য সাধনার ফল সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বহু গল্প নিবন্ধ এবং তিনখানা সাফল্যমণ্ডিত নাটকসহ বিশখানা উপন্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

La-Madre (The Mother—মা) উপন্যাসখানা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানা প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি একজন আঞ্চলিক সাহিত্য-সেবিকা রূপে পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের উচ্চাভিলাস তার কোন দিন ছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু La-Madre (মা)-এর চিন্তাধারার বলিষ্ঠতা, অকৃত্রিম ও অসাধারণ মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ, সাধারণ মানুষের এবং বিশেষ করে মায়ের চরিত্র চিত্রনের উৎকর্ষ তাঁর জীবনে অপ্রত্যাশিত বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দেয়, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মূলত এই গ্রন্থখানার উৎকর্ষের বিচারে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।

গ্রেজিয়া দেলেদ্দার আজীবন সাহিত্য সাধনার ফল গল্প গ্রন্থ, নাটকসহ, প্রায় বিশখানা প্রকাশিত উপন্যাস। মা সহ তার অনেকগুলো উপন্যাস অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রোম নগরীতে এই মহিলা পরলোক গমন করেন।

আবদুল হাফিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

পল বুঝি আজ রাতে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

পাশের ঘর থেকে তার মা তার গোপন পদচারণার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। পল হয়ত তার মায়ের প্রদীপ নিবিয়ে শুয়ে পড়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করছে। মা শুয়ে পড়লেই সে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়বে।

মা তার ঘরের প্রদীপ নিবিয়ে দেয়, কিন্তু শুতে যায় না। পাশের ঘরের দরজা ঘেঁষে বসে গৃহপরিচারিকার জীর্ণ শীর্ণ হাত দুটো একত্রে জড়ো করে দু'হাঁটুর বুড়ো আঙুল দুটো শক্তি-সাহস সঞ্চয়ের আশায় পরস্পরের উপর চেপে ধরে। তবু প্রতি মুহূর্তে তার মানসিক অস্বস্তি বাড়তে থাকে। তার ছেলে পুরানো দিনের মতন এবার শান্ত নির্বিকার চিত্তে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে বা শুয়ে পড়বে, তার মানসিক অস্বস্তি তার এই অদম্য আশাকে দমিয়ে দেয়। কয়েক মিনিট সত্যিই তরুণ পুরোহিতের পদচারণার শব্দ শোনা যায় না। মা নিসঙ্গবোধ করে। বাইরে প্রবহমান বাতাসের ধ্বনি আর যাজকভবনের পিছনে শৈল-শিরায় প্রবাহিত বৃক্ষ সারির শনশন ধ্বনি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বাতাসের ভয়ংকর প্রচণ্ডতা নেই তবু মনে হয় এই একঘেয়ে অবিরাম ধ্বনি বুঝি ক্যাঁচক্যাঁচ মচমচ করে সারা বাড়ীটাকে গ্রাস করে দুমড়ে মুচড়ে উপড়ে ফেলবে।

মা ইতিমধ্যে গৃহের সদর দরজাটায় আড়াআড়ি করে আগল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগিয়ে আটকে দিয়েছে, যাতে এই ঝড়ো রাতে প্রেতাত্মারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে। প্রেতাত্মারা নাকি এমনি ঝড়ো রাতে আত্মার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, যদিও এসব ব্যাপারে তার বড় একটা বিশ্বাস নেই। তবু মানসিক তিক্ততা আর ঘৃণা-বোধের ফলে তার মনে অস্পষ্ট ধারণা জন্মে যে প্রেতাত্মার হয়ত ইতিমধ্যেই পলের ঘরে প্রবেশ করে পলের পেয়ালা থেকে পানীয় পান করে জানালার পাশের দেয়ালে পলের টাঙ্গানো আয়নাটার সামনে ঘোরাফেরা করছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষাভ্যন্তরে পলের পদচারণার শব্দ শুনতে পায়। সম্ভবত সে সত্যি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলো, যদিও পুরোহিতের পক্ষে এমনটি করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষিদ্ধ কর্মটি কি পল অনেকক্ষণ অবধি করেনি?

মায়ের এবার মনে পড়ে, সম্প্রতি সে পলকে কয়েকবার মেয়েদের মতন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে নখ পরিষ্কার করতে বা কেশ বিন্যাস করতে দেখেছে। সে তার মাথার চুল লম্বা রেখে তা মাথার পিছনের দিকে উল্টে দিয়েছে। তাতে করে সে যেন পুরোহিতের পবিত্র চিহ্ন মস্তকের মুণ্ডিত অংশ লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তা ছাড়া সে সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করছে, সুগন্ধি মাজন দিয়ে দাত মাজছে। এমন কি, চোখের ভ্রু-যুগলে পর্যন্ত চিরুনি ব্যবহার করছে।

এবার মা যেন তার ছেলেকে স্পষ্ট দেখতে পায়। দুই কক্ষের মধ্যকার পাঁচিলটার অস্তিত্ব যেন লুপ্ত হয়ে যায়। ছেলের কক্ষের আলোকোজ্জ্বল পটভূমিকায় একটা কালো মানব-মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। একটা কৃশকায় অতি দীর্ঘ মানব-মূর্তি যেন বালসুলভ অসতর্ক পদক্ষেপে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বার বার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার মাথাটা ক্ষীণ গ্রীবা-দেশের তুলনায় একটু বড়, মুখাবয়ব ম্লান, উঁচু ললাট-দেশের ছায়ায় ঢাকা ভ্রু-যুগলে যেন ভ্রূকুটির অভিব্যক্তি। ভ্রু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগলের ভারে আয়ত নয়ন যুগল আনত। শক্ত চোয়াল, ভরাট বিস্তৃত মুখাবয়ব আর দৃঢ় চিবুক-দেশ যেন নিদারুণ ঘৃণায় এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, কিন্তু এই নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

এবার সে আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখের পাতা সম্পূর্ণ ফুলে যায়, তার বাদামী চোখের তারা হীরক খণ্ডের মতন জ্বলজ্বল করে।

সত্যি বলতে কি, ছেলের সুন্দর মুখ আর সুঠাম সবল দেহ মাতৃহৃদয়ে গভীর আনন্দের সঞ্চার করে, কিন্তু পরক্ষণেই ছেলের গোপন পদচারণার শব্দে আবার তার মনে তীব্র দুশ্চিন্তা জাগে।

পল যে বাইরে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে তার আর কোন সন্দেহ নেই। সে তার ঘরের দরজা খুলে আবার স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। সেও হয়ত বাইরের ঝড়ো বাতাসের শব্দ শুনছে, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বাতাসের আঘাতের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

"ঈশ্বরের সন্তান, বাছা পল আমার, বাড়ীতে থাক।" এই কথাটুকু বলার উদ্দেশ্যে মা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির চেয়ে প্রবলতর এক অজানা শক্তি তাকে বসিয়ে দেয়। সেই নারকীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য তার জানুদ্বয় কাঁপতে থাকে; তার জানুদ্বয় কাঁপে, কিন্তু তার পা দুটো অবশ অনড়। দুটো অদৃশ্য হাত যেন জোর করে তাকে তার আসনে চেপে ধরে বসিয়ে রাখে।

এমনি করে পল নিশব্দ চরণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে ঝড়ো হাওয়া যেন তাকে গ্রাস করে এক লহমায় উঠিয়ে নিয়ে যায়।

পলের অন্তর্ধানের পরেই কেবল তার মা উঠে ঘরের আলোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বালাতে সক্ষম হয়। এ কাজটা করতেও তার বেশ কষ্ট হয় ; কারণ দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে কাঠি দেশলাইয়ের গায়ে না লেগে বার বার দেয়ালের গায়ে লেগে অনেকগুলো দীর্ঘ বেগুনী দাগ কাটে। অবশেষে পিতলের ক্ষুদ্র প্রদীপের ম্লান আলোর গৃহপরিচারিকার বাসোপযোগী আসবাব-পত্রহীন জীর্ণ ঘরখানা আলোকিত হয়। মা দরজাটা খুলে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকে। দেহ তার তখনো কাঁপছে; তবু সে জড়বৎ অনমনীয় দেহে নড়াচড়া করে। জীর্ণ পোশাকে আবৃত তার বৃহদাকার মস্তকবিশিষ্ট খর্বাকার দেহটা দেখে মনে হয় তাকে যেন একটা ওক বৃক্ষের কাণ্ড থেকে টুকরো করে কাটা হয়েছে।

দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে মা চুনকাম করা দু'পাশের দেয়ালের মাঝখানকার নিম্নমুখী খাড়া সিঁড়িটার পানে তাকায়। সিঁড়ির নীচের দরজাটা বাতাসের ঝাপটায় নড়ছে। তার চোখে পড়ে, পল বেরিয়ে যাওয়ার বেলায় দরজায় আড়াআড়ি লাগানো ডাণ্ডা দুটো খুলে পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে গেছে। তা দেখে প্রচণ্ড ক্রোধে মায়ের গায়ে জ্বালা ধরে।

আর নয়, শয়তানটাকে এবার যে ভাবেই হোক শায়েস্তা করতেই হবে। প্রদীপটা সিঁড়ির মাথায় স্থাপন করে সে নিজেও এবার সিঁড়ি বেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

ঝড়ো হাওয়া তার উপর আছড়ে পড়ে, তার পরিহিত স্কার্ট আর মাথায় জড়ানো রুমালটা উড়িয়ে নিতে চায় ; যেন জবরদস্তি করে তাকে গৃহাভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মা চিবুকের নীচে রুমালটা শক্ত করে বেঁধে মাথা নুইয়ে চলার পথের সব বাধা সরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সে সবজী বাগানের পাঁচিলের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গির্জার সামনে থমকে দাঁড়ায়। এখান থেকেই পল তার গতিপথ বদলিয়েছে। এখানে পেঁছেই পল একটা কালো পাখির ঝাপটানীর মতন তার পরিহিত আলখাল্লাটা জড়িয়ে দ্রুত পদে প্রান্তরটা পেরিয়ে গেছে। প্রান্তরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈল-শিরায় অবস্থিত একটা প্রাচীন বাড়ীর সামনে এসে শেষ হয়েছে। এখানে প্রান্তর সীমাটা গাঁয়ের পিছনের দিক-চক্রবালের সঙ্গে মিশে গেছে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড ভাসমান মেঘ, প্রান্তরের বুকে আলো-আঁধারের লুকোচুরি। অনিশ্চিত চন্দ্রালোক প্রান্তরের আর গির্জা চত্বরের উদ্যানভূমির তৃণ-রাশির উপর একবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে আবার অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। আঁকাবাঁকা পথের দু'পাশে কুটিরগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে ; ঢালু পথ উপত্যকার বৃক্ষরাজির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। উপত্যকার বুক চিরে আঁকাবাঁকা ধূসর পথের মতন একটা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়ে অন্যান্য স্রোতাস্বিনীর সঙ্গে মিশে গেছে, স্বল্পালোক প্রাকৃতিক দৃশ্যের বুক বেয়ে বাত্যাতাড়িত মেঘের আনাগোনায় চন্দ্রালোকের আলো-আধারে আঁকাবাঁকা পথ উপত্যকার প্রান্তরসীমায় অবস্থিত দিগবলয়ে মিশে গেছে।

পল্লীতে কোন আলো নেই, এমন কি কোন ধোঁয়াও চোখে পড়ে না। পল্লী-কুটিরের দারিদ্র্যজর্জরিত অধিবাসীরা নিদ্রামগ্ন ; দু'সারি মেষপালের মতন দু'সারি কুটির তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়ী দিকটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আছে আর সরু চূড়া বিশিষ্ট গির্জাটা, পিছনে শৈল-শিরায় হেলান দিয়ে লাঠিতে হেলান দেয়া মেষ-পালকের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

গির্জার সম্মুখস্থ উদ্যানের নীচু পাঁচিলের পার্শ্বস্থ প্রাচীন বৃক্ষরাজি বাতাসের ঝাপটায় অন্ধকারে কালো কুৎসিত দৈত্যের মতন প্রচণ্ডভাবে দুলছে আর এর প্রত্যুত্তরে উপত্যকা ভূমির ঝাউ বন আর নল-খাগড়ার ঝোপ-ঝাড় থেকে করুণ কাতরানি ভেসে আসছে। রাত্রির এই মর্মযন্ত্রণার মাঝখানে বাতাসের আর্তনাদ আর ক্রুদ্ধ মেঘের চন্দ্রগ্রাস আপন হারানো সন্তানের সন্ধানী সন্তান বৎসলা মায়ের শোকার্ত হাহাকারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

তখন পর্যন্ত মা এই আশায় আত্মপ্রবঞ্চনা করেছিলো যে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ত গিয়ে দেখবে যে তার ছেলে কোন অসুস্থ পল্লীবাসীর সেবা-শুশ্রূষা করতে যাচ্ছে, কিন্তু তার বদলে সে দেখতে পায় তার ছেলে পল যেন প্রেত তাড়িত হয়ে শৈল-শিরের সানুদেশে অবস্থিত বাড়ীটার পানে ছুটে যাচ্ছে। এই বাড়ীর একমাত্র অধিবাসিনী একজন নারী আর সেই নারী একজন সুন্দরী যুবতী, স্বাস্থ্যবতী এবং নিসঙ্গিনী.....

সাধারণ একজন আগন্তুকের মতন বাড়ীর সদর দরজায় না গিয়ে পল বাগানে খিড়কি দরজার দিকে এগিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে খিড়কি দরজাটা খুলে যেতেই পল বাড়ীটাতে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে যায়। একটা কালো মুখ-গহ্বর যেন তাকে পলকে গ্রাস করে ফেলে।

ছেলে যে-পথ ধরে গেছে মাও সেই পথ অনুসরণ করে প্রান্তরের উপর দিয়ে ছোটে। সোজা সেই খিড়কি দরজার সামনে গিয়ে মা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারে ; দরজা খোলে না বরং দরজাটা তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে। তার চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়। সে দেয়ালে হাত দিয়ে দেয়ালের দৃঢ়তা পরখ করে। অবশেষে নিরাশ হয়ে মাথা নুইয়ে গভীর মনোযোগে দেয়ালের গায়ে কান পাতে, কিন্তু বৃক্ষরাজির ক্যাঁচক্যাঁচ মচমচ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। এই বৃক্ষরাজি এদের কর্ত্রীরই পাপকর্মের বন্ধু ও সহযোগী। এরা নিজেদের ক্যাঁচক্যাঁচ সব ধ্বনি দিয়ে গৃহাভ্যন্তরের সব ধ্বনি ও কথাবার্তা চাপা দিতে চেষ্টা করছে। মা কিন্তু কিছুতেই হার মানতে প্রস্তুত নয়। তাকে গৃহাভ্যন্তরের সব কথাবার্তা আর কানাঘুষি শুনতে হবে। তার মনের গভীরে আসল সত্যটা তার জানা আছে, তবু সে এই আত্মপ্রবঞ্চনার সমর্থনে একটা অজুহাত চায়।

অন্যের চোখে যে সে পড়তে পারে, সে সম্বন্ধে কোন পরোয়া না করে মা সারাটা বাগান ঘুরে বেড়ায় ; বাড়ীর সামনের দিকটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়চারী করে ; এমন কি বাড়ীর সদর ফটক পর্যন্ত আনাগোনা করে। চলতে চলতে সে দেয়ালের ইট হাতড়ে দেখে তা খোলা যায় কি না, যাতে সে খোলা ইটের ছিদ্র-পথে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সব কিছু শক্ত দুর্ভেদ্য—সদর ফটক, ঘরের দরজা-জানালা দুর্গের প্রবেশ-পথের মত দুর্ভেদ্য কঠিন।

ঠিক এই মুহূর্তে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি দিয়ে চারদিক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত করে দেয় ; বাড়ীর সামনেটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। লতা-পাতায় ঢাকা বাড়ীর সামনেটা এতক্ষণ ছাদের কার্নিশের ছায়ায় আচ্ছন্ন ছিলো। জানালার ঝিলিমিলিগুলো ভিতর থেকে বন্ধ, জানালার কাঁচের শার্সিগুলো সবুজ আয়নার মতন চিকচিক করছে ; শার্সিগুলোর উপর টুকরো টুকরো ভাসমান মেঘখণ্ড, টুকরো টুকরো নীল আকাশ আর শৈল-শিরায় অবস্থিত বৃক্ষরাজির আন্দোলিত শাখা-প্রশাখা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

মা এবার স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্যাবর্তনের পথে ঘোড়া বাঁধার জন্য প্রাচীরের গায়ে বিদ্ধ লৌহ-বলয়ের সাথে তার মাথা ঠোকর খায়। আবার সে সদর ফটকের সামনে থমকে দড়াঁয়। তিন ধাপ বিশিষ্ট গথিক স্থাপত্যে নির্মিত বারান্দা আর লৌহ-ফটকের সামনে তার মনে সহসা অপমান আর পরাভববোধ জাগে। সে উপলব্ধি করে যে এখানে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতা তার নেই। ছোট-বেলায় সে যখন পল্লীর অন্যান্য দীন-দরিদ্র ছোট্ট মেয়েদের সঙ্গে বড় লোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ীর ধনাঢ্য মালিকদের অবজ্ঞায় ছুঁড়ে-দেয়া দু'একটা খুচরো পেয়সা ভিক্ষে পাওয়ার আশায় ঘুরে বেড়াতো, তার এখানে আসাটা তার চেয়েও নিকৃষ্ট আর অবমাননাকর।

অতীতের সে সব দিনে এমনটিও হয়েছে যে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরের দামী আসবাবপত্রে সাজানো হল-কামরা, তাদের চোখে পড়ছে আর ভিক্ষার্থী শিশুর দল তা দেখে চেঁচিয়ে হল কামরার দোর-গোড়ায় এগিয়ে গেছে। তাদের চেঁচামেচির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ ঘরময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাড়ীর চাকর-দারোয়ানরা তখন তাদের তাড়িয়ে দিবার জন্য ছুটে এসে বলেছে,

"এ কেমন কথা! মেরিয়া ম্যাডালেনা, তুমিও এসেছ! তোমার মতন এত বড় মেয়ের এদের সাথে আসতে লজ্জা করে না?"

সে তখন লজ্জায় সঙ্কোচে সরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ঘরের রহস্যময় অভ্যন্তরের পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতো। আজ তেমনি করে সে সঙ্কোচ আর দুঃখ-নৈরাশ্যে হাত কচলিয়ে যে-দরজা তার পলকে গ্রাস করে ফাঁদে পুরেছে, সেদরজার পানে তাকিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু গৃহাভিমুখে চলতে চলতে তার মনে অনুশোচনা জাগে। কেন সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করেনি বা সে বাড়ীর অধিবাসীদের দরজা খুলতে বাধ্য করেনি। তা হলে, সে হয়ত তার ছেলেকে মুক্ত করতে পারতো। হৃদয় দুর্বলতায় অনুতপ্ত হয়ে অস্থির সঙ্কল্পে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সে এবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে আর সারাটা পথ কর্তব্যবিমূঢ় উদ্বিগ্ন চিত্তে নানা কথা চিন্তা করে। শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণা স্বীয় চিন্তাধারার সংহতি বিধান এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য স্বীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তায় আহত পশু যেমন খোয়াড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমন করে সেই প্রয়োজনীয়তা তাকেও বাড়ীর পথে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

ঘরে প্রবেশ করেই মা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে বসে পড়ে।

সিঁড়ির মাথায় প্রদীপের ম্লান শিখা কাঁপছে। এবার ছোট বাড়ীটার প্রতিটি বস্তু—যা এতক্ষণ পাহাড়ের ফাটলে অবস্থিত পাখীর বাসার মতন স্থির শান্ত ছিলো—এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ভিত নড়ে ওঠে আর পাখীর বাসাটাও বুঝি ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির বাইরে বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে আরো জোরে বিলাপ করছে। শয়তান বুঝি গীর্জা তথা খ্রীষ্টান জগতের বিনাশ সাধন করছে।

"হে প্রভু! প্রভু গো!" বলে মা আর্তনাদ করে। তার কণ্ঠস্বর যেন অন্য কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের মতন শোনায়। "এবার মা সিঁড়ির দেয়ালে পতিত তার নিজের ছায়ার পানে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। তার সত্যি মনে হয়, সে নিসঙ্গ নয়। সে যেন সেখানে উপস্থিত অন্য একজন লোকের সাথে কথা বলতে থাকে। তার সঙ্গী তার কথা শুনছে, তার কথার জওয়াব দিচ্ছে।

"তাকে রক্ষা করার জন্য আমি কি করতে পারি?"

"তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা কর। সময় থাকতে তুমি স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বল, মেরিয়া ম্যাডালেনা।"

"কিন্তু সে তো রাগ করবে। সব কিছু অস্বীকার করবে। আমি বরং বিশপের কাছে গিয়ে আমাদের এই সর্বনাশা স্থান থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে সবাতর অনুরোধ করব। বিশপ ধর্মপ্রাণ মানুষ, সংসার সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ। আমি তার পায়ের তলে নতজানু হয়ে ভিক্ষে চাইব। আমি তাকে দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। তিনি শুভ্র বসন পরিহিত হয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে উপবিষ্ট রয়েছেন; তার দুটো অঙ্গুলি আশীর্বাদী ভঙ্গিতে উত্তোলিত। তাকে স্বয়ং প্রভু যীশুর মতন দেখাচ্ছে। আমি তাকে নিবেদন করব 'প্রভু'! আপনি তো জানেন এই রাজ্যে আ-আর যাজক-পল্লী দরিদ্রতম তো বটেই, অভিশপ্তও বটে। প্রায় এক শতাব্দী কাল এই পল্লীতে কোন পুরোহিত ছিলোনা; এখানকার অধিবাসীরা স্রষ্টাকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলো। শেষ পর্যন্ত এখানে একজন পুরোহিত এলো বটে, কিন্তু প্রভু তো ভাল করেই জানেন, সেই পুরোহিতের স্বভাব ও আচার আচরণ কেমন ছিলো। পঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত সেই পুরোহিত সৎ ও পবিত্র ছিলো। সে বিচার সভা ও গীর্জা পুনঃপ্রবর্তন ও পুনরুদ্ধার করলে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের টাকায় নদীর উপর একটা সেতু নির্মাণ করিয়ে দিলো। সে শিকারে যেতো আর মেষ পালক ও শিকারীদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতো। তারপর সহসা তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিলো ; শয়তানসুলভ দুষ্ট স্বভাব ও আচার-আচরণ তাকে পেয়ে বসলো। সে মদ্যপান আর যাদুবিদ্যার অনুশীলন শুরু করলো ; সেচ্ছাচারী আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে উঠলো। সে ধুমপানে অভ্যস্ত হলো, কাথায় কথায় দিব্যি করতো আর স্থানীয় বদমায়েশদের সঙ্গে মাটিতে বসে তাস খেলতো। তারা সেই পুরোহিতিকে খুব পছন্দ করতো, বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করতো। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য পল্লীবাসীরা তাকে নিয়ে মাথা ঘামাতো না। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে সে তার নির্দিষ্ট গৃহে নিসঙ্গ জীবন কাটাতো ; এমনকি তার সঙ্গে একজন পরিচারকও থাকত না। সে কখনো ধর্মীয় সমাবেশ ও অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন কারণে ঘরের বার হতোনা। তাও সে সূর্যোদয়ের পূর্বেই সম্পন্ন করতো, সুতরাং এই অনুষ্ঠানে অন্য কেউ যোগদান করতো না। লোকে বলে, সে মত্তাবস্থায় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতো। যাজক-পল্লীর বাসিন্দারা তার বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করতেও ভয় পেত, কারণ স্বয়ং শয়তান নাকি তার রক্ষক ও সহায়ক ছিলো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে কোন স্ত্রীলোক তার সেবা শুশ্রূষা করতে যায়নি, কিন্তু রাত্রি বেলায় তার বাস-ভবনের প্রতিটি জানালায় প্রদীপ জ্বলতো। লোকেরা বলাবলি করতো, রাত্রি বেলায় স্বয়ং শয়তান তার বাসভবন থেকে নদী পথ পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ কেটে দিয়েছিলো যাতে তার মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ এই পথে বয়ে নেয়া যায়। পুরোহিতের মৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মা ফিরে এসে গীর্জার আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়াতো, যাতে অন্য কোন পুরোহিত সেখানে অবস্থান করতে না পারে। অন্য এক পল্লী থেকে একবার অন্য একজন পুরোহিত প্রার্থনা-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে আসতো কিন্তু এক রাত্রে প্রাক্তন পুরোহিতের প্রেতাত্মা সেতুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংস করে দিয়ে নতুন পুরোহিতে চলাচল পথ বন্ধ করে দেয়। তারপর সুদীর্ঘ দশ বছর আমার পলের আগমন পর্যন্ত এই পল্লীতে কোন পুরোহিত ছিলো না। আমিও পলের সঙ্গে এখানে এলাম। লক্ষ্য করলাম এই পল্লীর অধিবাসীরা ধর্মজ্ঞানহীন অসভ্য হয়ে গেছে। আমার পলের আগমনের পর সব কিছু আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে, বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে ধরনী যেমন পুনরুজ্জীবিত হয়। অতি-প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা ঠিকই বলেছিলো যে নতুন পুরোহিতের উপর দুর্বিপাক নেমে আসবে ; কারণ প্রাক্তন পুরোহিতের প্রেতাত্মা এখনো গীর্জা মহলে অধিকার বিস্তার করে আছে। কেউ কেউ আবার এমন কথাও বলে যে প্রাক্তন পুরোহিত আদৌ মরেনি। সে সুড়ঙ্গ পথে বাস করছে। আমি নিজে অবশ্য এসব কাহিনী বিশ্বাস করিনি, আর এমন কোন আলামতও আমার গোচরীভূত হয়নি। দীর্ঘ সাত বছর আমরা এখানে কনভেন্টে বাস করার মত সুখে শান্তিতে বাস করছি—আমি এবং পল। কিছুকাল আগ পর্যন্ত পল নিষ্পাপ শিশুর জীবন যাপন করেছে, পড়াশোনা আর উপাসনায় সময় কাটিয়েছে; পল্লীবাসীদের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু করেনি। সময় সময় অবশ্য সে বাঁশী বাজাত। বাইবেলে বর্ণিত মানুষের মতন আমরা সাত সাতটি বছর শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছি। আমার পল মদ্যপান করেনি, শিকারে বেরোয়নি, ধূমপান বা কোন নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকায়নি। যে টাকা পয়সা সে বাঁচাতে পারতো গাঁয়ের পুরানো সেতুটা নির্মাণের জন্য সে তা জমিয়ে রাখতো। আমার পলের বয়েস এখন আটাশ বছর। এই বয়েসে তার মাথায় অভিশাপ নেমেছে। একজন স্ত্রীলোক তাকে ফাঁদে ফেলেছে। ওগো প্রভু বিশপ! আমাদের এখান থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিন, আমার পলকে রক্ষা করুন নতুবা সে তার আত্মাকে কলুষিত করবে। আর স্ত্রীলোকটাকেও বাঁচাতে হবে। আসলে তার জীবনও নিসঙ্গ। সে তার নির্জন গৃহে আত্মীয়স্বজনহীন একাকিনী বাস করে। এই নিরানন্দ পল্লীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে সঙ্গ দেবার মতন জনপ্রাণী নেই। প্রভু বিশপ! আপনিও তাকে চেনেন। একবার যাজকীয় পরিদর্শনকালে আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে তার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তার বাড়ীতে বাড়তি জায়গা আর লোকজনের অভাব নেই। মেয়েটা ধনবতী আর স্বাধীন কিন্তু নিসঙ্গিনী। তার ভাই বোন আছে। তারা বিদেশ বিভূঁয়ে বিবাহিত জীবন যাপন করছে। সে সংসার আর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য এখানে রয়ে গেছে। সে বাড়ীর বাইরে বড় একটা যায় না। কিছুকাল আগেও পল তাকে চিনতো না। মেয়েটার বাপ ছিলো এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। অর্ধেক ভদ্রলোক অর্ধেক চাষাড়ে; একজন শিকারী আর প্রচলিত ধর্মমতে অবিশ্বাসী। সে ছিলো প্রাক্তন পুরোহিতের বন্ধু। তার সম্বন্ধে এর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। সে কোনদিন গীর্জায় আসতো না; কিন্তু তার অন্তিম রোগশয্যায় সে পলকে ডেকে পাঠায় আর পল তার মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত তার পাশে থাকে। পল তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া এমনি সুচারুভাবে সম্পন্ন করে যে এই অঞ্চলে এমনটি আর কখনো দেখা যায়নি। প্রতিটি পল্লীবাসী এই অনুষ্ঠানে যোগাদান করে। মেয়েরা পর্যন্ত তাদের শিশু সন্তানদের কোলে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আসে। তারপর থেকেই আমার পল এই বাড়ীর অধিবাসিনী এই নিসঙ্গ মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে যেতো। এই পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটি দুষ্ট প্রকৃতি চাকরানীদের মাঝখানে যে বাড়ীতে থাকে, কে সেখানে তাকে পরিচালনা করবে? কে তাকে সদোপদেশ দেবে? আমরা সাহায্য না করলে কে তাকে সাহায্য করবে?

এবার প্রাচীর-গাত্র থেকে মায়ের ছায়া সঙ্গিনী মাকে প্রশ্ন করে, "মেরিয়া ম্যাডালেনা, তুমি কি এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়? তুমি কি সুনিশ্চিত যে তুমি যা বলছ তা সত্যি নির্ভুল? তুমি কি বিশপের সামনে গিয়ে তোমার ছেলে আর সেই মেয়েটা সম্পর্কে যা বলছ, তা বলতে পারবে? তা প্রমাণ করতে পারবে? ধর, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি না হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হায় প্রভু, হায় প্রভু!" বলে মা দুহাতে মুখ ঢাকে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরানো বাড়ীটার নীচ তলার একটি কক্ষে তার পল ও সেই মেয়েটার যুগল মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাড়ীটার ফল-বাগান সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড কক্ষ ; কক্ষের মেজেটায় সিমেন্টের সাথে সমুদ্র-শঙ্খ আর উপলখণ্ড চূর্ণ করে প্রলেপ দেয়া হয়েছে। কক্ষের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড অগ্নি-কুণ্ড। অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা আরাম কেদারা আর একটা পুরানো কালো রঙের সোফা। কক্ষের চুনকাম করা দেয়ালে সাজানো রয়েছে নানাবিধ হাতিয়ার, হরিনের মস্তক, শিং আর চিত্রকর্ম। চিত্রকর্মের কালচে ক্যানভাস জীর্ণ ছিন্ন ; চিত্রকর্মের বিষয়-বস্তু বোঝা যায়না। এখানে সেখানে একটা অস্পষ্ট হাত, মুখাবয়বের অংশ বিশেষ, কেশগুচ্ছের অস্পষ্ট রেখা বা ফলের থোকার অস্পষ্ট আভাস।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে পল আর সেই মেয়েটা হাত ধরাধরি করে বসে আছে।

"হায় প্রভু!" বলে মা আর্ত চিৎকার করে ওঠে।

আর এই নারকীয় দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলার জন্য মা আর একটা দৃশ্য তার মনের পর্দায় জাগিয়ে তার স্মৃতি মন্থন করে। একই কক্ষের দৃশ্য, তবে এবার এই কক্ষটা প্রান্তরের দিকে রুদ্ধ-গবাক্ষ-পথ দিয়ে আগত সবুজাভ আলোয় উদ্ভাসিত। আর কক্ষের যে দরজাটা ফল-বাগানের দিকে উন্মুক্ত সেই দরজা দিয়ে হেমন্তের শিশির সিক্ত ঝলমলে বৃক্ষরাজি আর তৃন-লতা তার চোখে পড়ে। কয়েকটা ঝরা পাতা বাতাসে উড়ে এসে কক্ষের মেঝেতে ইতস্ততঃ পড়ছে আর বাতাসের ঝাপটায় পিতলের পুরানো প্রদীপের সাথে সংযুক্ত শিকলটা এদিক ওদিক দুলছে, আর অন্য দিকে কক্ষের আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে অন্য কক্ষগুলোও তার চোখে পড়ে, তবে সেই কক্ষগুলো আবছা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

মা সেই বাড়ীর কর্ত্রীর জন্য পলের পাঠানো ফলোপহার হাতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। গৃহকর্ত্রী দ্রুত পদে লজ্জা বিতড়িত মুখে একটা অন্ধকার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। আলো ঝলমল কক্ষে সে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার পরিধানে কালো পোশাক, মুখমণ্ডল ম্লান, মাথার চুল বিনুনি করা। প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত হাতগুলোর মতন তার হাত দুটো ফ্যাকাসে। সে মায়ের দিকে হাত বাড়ীয়ে দেয়। মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেও তার ক্ষীনাঙ্গে সন্দেহ আর পলায়নেচ্ছার অভিব্যক্তি। তার কালো আয়ত চোখের দৃষ্টি টেবিলের উপর রক্ষিত ফলের ঝুড়ির উপর পড়ে। সে প্রতীক্ষারত দণ্ডায়মান মায়ের পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকায়। তার আনন্দ-অবজ্ঞা মিশ্রিত হাসির রেখা তার করুণ রতি কাতর ওষ্ঠপুটে ফুটে ওঠে।

AMARBOI.COM

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত কারণে মায়ের হৃদয়ে প্রথম সন্দেহের দোলা লাগে।

মা এই সন্দেহের কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারেনা, তবে তাকে এই মেয়েটা যে কি গভীর আগ্রহভাবে স্বাগতম জানিয়ে পাশে বসিয়ে পলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেছিলো, তা তার এখনো মনে পড়ে। মেয়েটা পলকে ভাই বলে সম্বোধন করেছিল। সুতরাং সে তাদের দুজনেরই মা। কিন্তু সে যে তাদের দুজনেরই মা মেয়েটার আচরণে তা প্রকাশ পায়নি; বরং সে মাকে তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করেছে— যে প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে তোয়াজ করতে হবে, প্রতারণা করতে হবে। সে মায়ের জন্য কফি করার হুকুম দেয়, আরব-দেশী মেয়েদের মত মাথায় পট্টি বাঁধা একটি পরিচারিকা একটা রুপোর ট্রেতে করে সেই কফি মায়ের সামনে পরিবেশন করে। গৃহকর্ত্রী মাকে তার ভাইদের গল্প শোনায়। তার দুই ভাইই প্রবাসী আর প্রভাবশালী। এসব কথা শুনিয়ে সে গর্বানন্দ উপ-ভোগ করে এবং এমনি ভাব দেখায় যে তার দুই ভাই তার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিসঙ্গ জীবনের সমস্ত দায়-দায়ীত্ব বহন করছে। অবশেষে এই মেয়ে তার ফলের বাগান দেখানোর উদ্দেশ্যে মাকে বাইরে নিয়ে যায়।

উজ্জ্বল রূপালী খোসায় ঢাকা বড় বড় বেগুনী রঙের ডুমুর ফল আর নাশপাতির সমারোহ উজ্জ্বল সবুজ ফলের গাছ আর দ্রাক্ষালতায় সোনালী আঙুরের গুচ্ছ। যার ফলের বাগানে এত ফলের সমারোহ তার কাছে ফলের সওগাত পাঠানো কেন?

কম্পিত প্রদীপের ম্লান আলোতে সিঁড়ির ধাপে বসে মায়ের স্মৃতি ভেসে উঠে বিদায় বেলায় সেই মেয়েটার বিদ্রূপ আর করুণা মিশ্রিত আনত দৃষ্টি। এই আনত দৃষ্টি ছাড়া মেয়েটার মনের অভিব্যক্তি লুকোবার আর কোন উপায় ছিলোনা। এই আনত দৃষ্টির মাধ্যমে মনের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত গোপন সত্য আর স্বকীয়তার মধ্যে আত্মগোপন পলের মতনই বৈশিষ্টপূর্ণ। পরবর্তী কয়দিন পলের আচার-আচরণ ও গাম্ভীর্য মায়ের মনের সন্দেহ বাড়িয়ে তার মনে ভীতের সঞ্চার করে। তবে মেয়েটার প্রতি মায়ের মনে ঘৃনার উদ্রেক হয় না, যদিও এই মেয়েটা পলকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মা কেবল ভাবে, কেমন করে মেয়েটাকেও পাপের পথ থেকে রক্ষা করবে। মেয়েটাকে রক্ষা করা যেন তার নিজের মেয়েকে পাপ পথ থেকে রক্ষা করার মতন একটা ব্যাপার।

দুই

কাল পরিক্রমায় হেমন্ত ও শীত ঋতু কেটে যায়। ইতিমধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যাতে মায়ের সন্দেহ সমর্থিত হয়; কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে মার্চ মাসের বায়ু প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার কাজে আবার আত্মনিয়োগ করে।

এক রাতে পল বেরিয়ে সেই পুরানো বাড়ীটাতে যায়।

"আমি কি করব? কেমন করে তাকে রক্ষা করব।"

মায়ের কথার প্রত্যুত্তরে বাতাস পলের দরজায় ঝাপটা মেরে দরজা কাঁপিয়ে তাকে ব্যঙ্গ করে মাত্র। এই পল্লীর পুরোহিত নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এই পল্লীতে তাদের আগমনের স্মৃতি মায়ের মনে পড়ে। জীবনের সুদীর্ঘ বিশটি বছর মা সমস্ত প্রলোভন, সমস্ত উত্তেজনা এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করে গৃহ-পরিচারিকার বৃত্তিতে কাটিয়েছে। ছেলের জীবন সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য, ছেলের সামনে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিজকে সুখ-সম্ভোগ এবং স্বাভাবিক পানাহার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। তারপর সে ছেলে সঙ্গে নিয়ে এই পল্লীতে এলো; আসার পথে তারা প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়লো। তখন বসন্ত কাল, কিন্তু গ্রহবৈগুনো সেদিন সারা উপত্যাকা ভূমিতে শীত ঋতুর প্রচণ্ড শৈত্য নেমে এলো। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের পাতা উড়ছে, শাখা প্রশাখা ভাঙছে, গাছগুলো একটা আর একটার উপর আছড়ে পড়ছে। কালো মেঘ দিক-চক্রবাল থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশের বুকে ছুটে বেড়াচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে শিলা-পিণ্ডের ফলে গাছের ডাল-পালা দুমড়ে মুচড়ে থ্যাৎলে যাচ্ছে।

উপত্যকার সংলগ্ন পথটা যেখানে বাঁক নিয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে, সেখানে পৌঁছার পর বাতাসের তীব্রতা এমনি বেড়ে যায় যে তাদের বাহন ঘোড়াগুলো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে হেষাধ্বনি করতে থাকে। ডাকাতদল যেমন করে পথচারীদের জানমাল লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝাঁকুনি দেয় ঝড়ের ঝাপটাও তেমনি করে ঘোড়াগুলোকে থামাবার উদ্দেশ্যে লাগাম ধরে ঝাঁকুনি দেয়। পল এতক্ষণ এই দুঃসাহসিক অভিযান উপভোগ করলেও এবার কণ্ঠে একটা অস্পষ্ট আত্ম বিশ্বাসের সুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশিয়ে চেঁচিয়ে বলে, "নিশ্চয়ই পুরানো পুরোহিতের প্রেতাত্মা আমাদের এখানে আগমন বন্ধ করার জন্য এই কাণ্ড করছে"।

তার কথাটা বাতাসের তীব্র শোঁ শোঁ শব্দে চাপা পড়ে যায়; বিষন্ন হাসির রেখা তার ওষ্ঠ কোণে ফুটে ওঠে। তাদের গন্তব্য পল্লীটা তখন দৃষ্টিরগোচরে। পল বিষন্ন দৃষ্টিতে সেই পল্লীটার পানে চেয়ে থাকে। উপত্যকার ঢালু দিকটায় উত্তাল নদীর ওপারে সবুজ পাহাড়ী অঞ্চলের বুকে পল্লীটা ছবির মতন দাঁড়িয়ে আছে।

নদী পার হওয়ার পর ঝড়ের তীব্রতা কমে আসে। নতুন পুরোহিতকে অভ্যর্থনা করার উদ্দেশ্যে পল্লীবাসীরা গীর্জার সামনের চত্বরে সমবেত হয়েছে। নতুন পুরোহিত যেন তাদের মোক্ষদাতা প্রভুযীশু। সহসা আবেগাতিশয্যে এক দল তরুণ আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য নদীর তীর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারা পর্বত শৃঙ্গ থেকে এক ঝাঁক ঈগল পাখীর মত ঢালু পথ বেয়ে ছুটে আসে। তাদের সহর্ষ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। তারা তাদের পল্লী যাজকের কাছে পৌঁছে তাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে। তারা বিজয়ানন্দে পাহাড়ী পথ বেয়ে আগন্তুকদের এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বার বার শূন্যে বন্দুক ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। সারা উপত্যকা-ভূমি তাদের হর্ষধ্বনি আর গুলি ছোঁড়ার শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ঝড়ো হাওয়া শান্ত আর আবহাওয়া নির্মল হয়ে যায়।

বিজয়ের আনন্দে এই দুর্যোগের মাঝেও মায়ের বুক বিজয়-গর্বে ফুলে ওঠে। সে যেন স্বপ্নের জগতে বাস করছে; তাদের যেন তরুণের দল মেঘের আবরণ ভেদ করে পাহাড়-চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছে। তার পাশে তার পল পায়ে হেঁটে চলছে। পল এখনো বালক মাত্র, তবু সেখানে সমবেত সবলদেহ মানুষের দল যখন শ্রদ্ধাভরে তার সামনে মাথা নত করছে তখন তার মুখমণ্ডলে ঐশী জ্যোতি ফুটে উঠছে।

২—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা উপরে উঠতে থাকে। শৈল-শিরার শিখরে আতশবাজি উড়ছে। আতশ বাজির স্ফুলিঙ্গ রক্তিম নিশানের মতন কালো মেঘরাশির পটভূমিকায় ছিটকে ছিটকে পড়ছে আর স্ফুলিঙ্গের বর্ণচ্ছটা সবুজ পাহাড়ী অঞ্চল, পথ-পাশের ঝাউ আর অন্যান্য গাছের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

শোভাযাত্রা পাহাড়ী পথ বেয়ে আরো উপরে উঠছে; গীর্জা চত্বরের প্রাচীরের পাশে আরো একটি উদগ্রীব কৌতূহলী মানুষের দল প্রাচীরে হেলান দিয়ে প্রতীক্ষা করছে। পুরুষদের মাথায় টুপী আর মেয়েদের মাথায় রুমাল জড়ানো। এই অবভাস্ত আনন্দ-উত্তেজনায় বাচ্চাদের চোখ-মুখও আনন্দোজ্জ্বল। শৈল-শিরার প্রান্তে আতশবাজি উড্ডয়নরত তরুণদের দূর থেকে কালো কৃশদেহ দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে।

গীর্জার উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে বাতাসে আন্দোলিত পুষ্প-গুচ্ছের মতন মোমবাতির কম্পিত শিখা দেখা যাচ্ছে; জোর শব্দে গীর্জার ঘন্টা বাজছে। আকাশের মেঘমালা যেন গীর্জার চূড়ায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছে।

সহসা সমবেত ভীড়ের মাঝখান থেকে একটা চিৎকার ভেসে ওঠে, "এইত তিনি এসেছেন! এইত এসেছেন! তাকে সাধু-সন্তের মতন দেখাচ্ছে।"

ধীর শান্ত সমাহিত ভাব গাম্ভীর্য ছাড়া পলের মধ্যে সাধু-সন্তের কোন লক্ষণ নেই। সে নীরব; সমাগত লোকদের অভিবাদনের প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করছে না; এই জনপ্রিয় সমাবেশ তার মনে কোন দাগ কাটছে বলেও মনে হয় না। সে জোরে ঠোঁট চেপে মাটির দিকে আনত মস্তকে ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকে, যেন ভ্রূর ভারে ক্লান্ত। চত্বরে প্রবেশের পর স্বাগতিক জনসমাবেশ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হলে মা সহসা লক্ষ্য করে যে পলের পা টলছে; সে বুঝি এখনই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। সমবেতদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাকে মুহূর্তের জন্য ধরে ফেলে; আর সঙ্গে সঙ্গেই সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দেহের ভারসাম্য ফিরে পায়। এবার সে দ্রুতপদে গীর্জায় প্রবেশ করে নতজানু হয়ে সান্ধ্য প্রার্থনা পরিচালনা করে।

আর সমবেত ক্রন্দনরত স্ত্রীলোকেরা তার প্রার্থনায় সাড়া দেয়।

o o o o

বেচারী স্ত্রীলোকেরা কাঁদে; তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে। তাদের এই অশ্রু প্রেম আর আশা-আকাঙ্খার অশ্রু, কল্যাণ প্রার্থীর আনন্দের অশ্রু নয়, পারত্রিক মঙ্গল কামনার অশ্রু। মা তার এই দুঃখের মুহূর্তেও এই অশ্রুর আনন্দদায়ক প্রলেপ তার হৃদয়ে অনুভব করে। তার পল! তার আশাভালবাসা আর তার অপার্থিব আনন্দ কামনার মূর্ত প্রতীক। এখন কিনা শয়তান তার পলকে তার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে আর সে নিজে সিঁড়ির নিচের ধাপে যেন একটা কূপের তলদেশে বসে আছে; তার পলকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করছে না।

মায়ের মনে হয়, তার দম বন্ধ হয়ে আসছেন, বুকটা পাষাণের মত ভারি হয়ে আছে। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য সে উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সময় সে প্রদীপটা উঁচু করে ধরে আসবাব-পত্রহীন তার ঘরটার দিকে তাকায়। সে ঘরে একটা তক্তপোষ আর একটা পোকাকাটা জীর্ণ আলনা পাশা-পাশি রয়েছে। সারাটা ঘরে আসবাব-পত্র বলতে এই আছে। একজন পরিচারিকার বাসোপযোগী ঘর বটে। সে এর চেয়ে ভালো ঘর কোন দিন কামনা করেনি। সে পলের মা, এইটিই তার একমাত্র ঐশ্বর্য আর তা নিয়েই সে তৃপ্ত।

মা এবার ছেলের ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে একজন অবিবাহিত পুরুষের উপযুক্ত একটা সংকীর্ণ শয্যা পাতা রয়েছে। ঘরের দেয়ালগুলো চুনকাম করা সাদা। এই ঘরটা এক কালে একজন তরুনীর বাসোপযোগী আড়ম্বড়হীন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। আগে পল শান্ত, কোলাহলশূন্য ও সাজানো-গুছানো জীবন ভালোবাসতো। জানালার পাশে রক্ষিত তার পড়ার টেবিলে সব সময় ফুল থাকতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পরবর্তী কালে এ সবের প্রতি তার কোন খেয়াল রইলো না। সে তার দেরাজ আর আলমারি খোলা ফেলে রাখে; তার বই-পুস্তক চেয়ারের উপর, এমন কি বিছানায় ইতস্ততঃ পড়ে থাকে।

বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে যে-পানিতে পল হাত-মুখ ধুয়েছে সে-পানি থেকে গোলাপের তীব্র গন্ধ আসছে। মেঝেতে অযত্নে নিক্ষিপ্ত তার কোটটা তার ছায়ার মতন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই দৃশ্যে আর গোলাপের গন্ধে মায়ের মনের আচ্ছন্নতা কেটে যায়। কোটটা মেঝে থেকে তুলতে গিয়ে মা অবজ্ঞা ভরে ভাবে যে এমনি করে তার ছেলেকে টেনে তোলার শক্তিও তাকে অর্জন করতে হবে। সে তার পায়ের গোঁয়ো জুতোর ঠকঠকানী শব্দ বন্ধ না করে ঘরময় ঘুরে ঘরটা পরিস্কার করে। যে চামড়া-ঢাকা চেয়ারটায় বসে তার ছেলে পড়া-শোনা করে, সে সেই চেয়ারটা টেবিলের পাশে ধপ করে মেঝেতে রেখে দেয়; যেন চেয়ারটাকে তার মনিবের প্রত্যাগমন পর্যন্ত এখানে চুপ করে অবস্থান করার হুকুম দেয়। এবার মা জানালার পাশে ঝুলন্ত আয়নাটার প্রতি মনোযোগ দেয়.....

পুরোহিতের বাড়ীতে আয়না রাখা নিষিদ্ধ। সে যে একজন দেহধারী সে কথা তাকে ভুলে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে অন্ততঃ পুরানো পুরোহিত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতো। রাস্তা থেকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে শ্মশ্রুমুণ্ডন করতে দেখা যেতো; জানালার শার্সির পিছনে সে কালো কাপড়ের টুকরো ঝুলিয়ে দিতো যাতে শার্সিতে তার মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পলের বেলায় ঠিক তার উল্টো। আয়নাটা পলকে আকর্ষণ করে। আয়নাটা যেন একটি কুয়ো। গভীর কুয়োর তলদেশে একটা স্নিতমুখ তার দিকে তাকিয়ে তাকে সর্বনাশের পথে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু আয়নার বুকে মায়ের মুখের একটা ঘৃণা ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হতেই মা এক টান মেরে দেয়ালের পেরেক থেকে আয়নাটা উপড়ে ফেলে জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দেয়; যাতে বাইরের বাতাস ঘরটাকে কলুষমুক্ত করে দেয়। এবার বাইরের বাতাস ঘরের অভ্যন্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবেশ করে ; ঘরের বই আর কাগজপত্র যেন প্রাণ পায়। বাতাস ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়; শয্যা ঢাকনীর প্রান্তটা বাতাসে দুলতে থাকে ; প্রদীপ-শিখাটা বাতাসের ঝাপটায় নিবো-নিবো হয়ে কাঁপতে থাকে।

মা বই আর কাগজপত্রগুলো তুলে টেবিলের উপর রেখে দেয়। খোলা বাইবেলখানা তার চোখে পড়ে। বাইবেলের রঙিন মলাটটা তার বড় ভালো লাগে। সে মাথা নুইয়ে মনোনিবেশ সহকারে মলাটের ছবিটা দেখে। ছবিটাতে মেষ-পালক প্রভু যীশু অরণ্যের এক ঝর্ণার জলে মেষগুলোর দেহ প্রক্ষালন করছেন। অরণ্যের গাছের ফাঁকে নীল আকাশের পটভূমিকায় দূরে অস্তমান সূর্যের সোনালী আলোয় স্নাত একটা রক্তিম নগরী চোখে পড়ছে—মোক্ষ-নগরী।

এমন এক কাল ছিলো যখন পল গভীর রাত পর্যন্ত পড়া-শোনা করতো। তার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে শৈল-শিরার মাথার উপরে তারা দেখা যেতো; নাইটেংগেল পাখীরা করুণ সুরে তাকে গান শোনাতো। এখানে আসার প্রথম বছর পল প্রায়ই এই স্থান ত্যাগ করে সংসার জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা বলতো। কিন্তু তারপর থেকে সে যেন আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে শৈল-শিরায় ছায়াতলে আর বৃক্ষলতার মর্মর ধ্বনির মাঝখানে স্থায়ী হয়ে বসে পড়লো। এমনি করে দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেলো। তার মা কিন্তু কোন দিন এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা মুখে আনেনি; কারণ এই ক্ষুদ্র পল্লীতে তারা খুব সুখে ছিলো। মায়ের কাছে এই পল্লীটা বিশ্বজগতে সবচেয়ে সুন্দর মনে হতো, কারণ তার সন্তান পল এই পল্লীর মোক্ষদাতা আর রাজাধিরাজ।

মা জানালাটা বন্ধ করে আয়নাটা সযত্নে রেখে দেয় ; আয়নাতে তার মুখাবয়ব প্রতিফলিত হয়।মুখখানা ফ্যাকাশে আর কুঞ্চিত ;অশ্রুতে দৃষ্টি তার ঝাপসা। আবার সে নিজকে প্রশ্ন করে, হয়ত তার ভুল হয়নি। দেয়ালের গায়ে একটা টুলের উপর স্থাপিত ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূর্তির পানে সে তাকায়। মূর্তিটাকে ভালো করে দেখার জন্য সে প্রদীপটা উঁচু করে তুলে ধরে। ঘরের দেয়ালে পতিত তার ছায়া থেকে মনে হয় ক্রুশ-বিদ্ধ নগ্নদেহ কৃশ যীশু তার প্রার্থনা শোনার জন্যে মাথা নত করছে। এবার মায়ের গণ্ডদেশ বেয়ে রক্তধারার মতন অশ্রুধারা তার পরিহিত বসনে পড়ছে।

"হে প্রভু! আমাদের সবাইকে ত্রাণ কর। তুমি আমাকে ত্রাণ-কর, আমাকেও। তুমি নিরক্ত ম্লান দেহে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ওখানে ঝুলছ; কাঁটার মুকুটে বিদ্ধ তোমার মুখাবয়বে বন্য গোলাপের সুবাস! আমাদের নীচ প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে তোমার অবস্থান। তুমি আমাদের সকলকে ত্রাণ কর!"

এবার মা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে যায়। সে স্বল্প পরিসর রান্না ঘর পার হয়, সে ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন মশা-মাছি প্রদীপের আলোতে ভন ভন করে ঘুরছে আর বাইরে ঝড়ো হাওয়ায় আন্দোলিত বৃক্ষরাজির ডাল-পালা ঘরের জানালায় ঝাপটা মারছে। মা রান্না ঘরে গিয়ে অগ্নি কুণ্ডের পাশে বসে। সেখানে সারা রাত জ্বলার মতন অঙ্গার রক্ষিত আছে। এই রান্না ঘরের প্রতিটি রন্ধ্র-পথেও বাতাস প্রবেশ করে ঘরটাকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র বক্ষে ভাসমান নৌকোর মতন আন্দোলিত করছে। মা ছেলের প্রত্যাগমন পর্যন্ত সেখানে প্রতীক্ষা করে। এ ব্যাপারে পলের সঙ্গে একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলেও মা তার নিজস্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সে এই বলে নিজকে প্রবোধ দিতে চায় যে সে যা বিশ্বাস করছে তা ভুল।

তার ধারণা, তাকে এমন দুঃখ দেয়া ঈশ্বরের অন্যায়। সে তার অতীত জীবনের প্রতিটি দিনের স্মৃতি তন্ন তন্ন বিচার-বিশ্লেষণ করে তার বর্তমান দুঃখের কারণ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার জীবনটা যে তার কম্পিত হস্তের জপমালার মতন নিরস নিষ্কলঙ্ক। সে কোন অন্যায় কাজ করেনি, তবে দৈবাৎ কখনো কোন অন্যায় চিন্তা করে থাকতে পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃমাতৃহারা দরিদ্র বালিকা রূপে দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের সংসারে একই গ্রামে তার নির্যাতিত জীবনের স্মৃতি তার মনে পড়ে। সবাই তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। সে নগ্ন পায়ে দৈহিক পরিশ্রম করেছে, মাথায় ভারি বোঝা বহন করেছে, নদীর ঘাটে কাপড় কেচেছে, ভাঙ্গাবার জন্য আটাকলে গম নিয়ে গেছে। তার এক বয়স্ক আত্মীয় সেই আটাকলে কাজ করতো। সে আটাকলে গেলে আর তখন সেখানে অন্য কেউ না থাকলে, সেই লোকটা তাকে অনুসরণ করতো আর ঝোপ-ঝাড় বা ঝাউবনের নির্জন আড়ালে তাকে জোর করে চুমো খেতো। লোকটার খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি তার মুখে বিঁধতো, লোকটার গায়ের আটা তার দেহে লেগে যেতো। তার মামীকে এ কথা বলে দিলে তার মামী আর তাকে আটাকলে পাঠাতোনা। লোকটা কোনদিন তার মামার বাড়ীতে আসতোনা, কিন্তু একদিন বলা নেই-কওয়া নেই হঠাৎ লোকটা তার মামার বাড়ীতে এসে বললো যে সে তাকে বিয়ে করতে চায়। পরিবারের অন্যান্যরা তার কথা হেসে উড়িয়ে দিলো; তাকে দু' এক ঘা লাগিয়ে তার পরিহিত কোটে মাখা আটা ঝাড়ু মেরে সাফ করে দিলো। কিন্তু লোকটা তাদের হাসি-বিদ্রূপ আর অপমান গায়ে না মেখে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলো। অবশেষে তারা মাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মত হলো। তবে বিয়ের পরও সে তার আত্মীয়ের বাড়ীতেই রয়ে গেলো। সে তার স্বামীকে দেখার জন্য রোজ আটাকলে যেতো আর তার স্বামী কলের মালিকের অজ্ঞাতসারে তাকে সামান্য পরিমান অতিরিক্ত আটা দিতো। এক দিন সে কোঁচড়ে করে আটা নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে সহসা অনুভব করলো যে তার কোঁচড়ের নীচে তলপেটে একটা কিছু যেন নড়া-চড়া করছে। আকস্মিক বিস্ময়ে চমকে সে কোঁচড়টা আলগা করে দিতেই কোঁচড়ের সব আটা মাটিতে পড়ে গেলো আর তার মাথাটা এমনি ঝিম ঝিম করতে লাগলো যে সে মাটিতে বসে পড়লো। তার মনে হলো যে ভূমিকম্প হচ্ছে, তার চোখের সামনে বাড়ীঘর দুলছে, পথটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠা-নামা করছে। সে তখন পথের পাশে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো। কতক্ষণ পর সে মাটি থেকে উঠে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরলো। তবে তার মনে শংকাও জাগলো, কারণ সে বুঝতে পারলো, সে অন্তসত্বা।

o o o o o

পলের মুখে বুলি ফোটার আগেই মা বিধবা হয়। তবে শিশু পলের উজ্জ্বল দৃষ্টি তাকে সব সময় অনুসরণ করে। একজন বৃদ্ধ লোকের মৃত্যুতে যতটুকু দুঃখ পাওয়া স্বাভাবিক, স্বামীর মৃত্যুতে মায়েরও ততটুকু দুঃখ হয়; এর বেশী নয়। অল্প দিনের মধ্যেই মা সান্ত্বনার পথ খুঁজে পায়। তার এক আত্মীয়া প্রস্তাব করে যে তারা দুজন শহরে গিয়ে চাকরি করবে।

"এমনি করে চাকরি করে তুমি তোমার ছেলের ভরণ-পোষণ করতে পারবে। পরে ছেলে বড় হলে, তুমি তাকে শহরের কোন স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারবে।"

একমাত্র ছেলের জন্যই মা বেঁচে রইলো আর কাজ করতে লাগলো।

জীবনোপভোগের সুযোগ ও বাসনা তার ছিলো, কিন্তু পাপ-পথে এই বাসনা পূরণের প্রবৃত্তি তার ছিলোনা। মনিব, চাকর চাষী ও শহুরে ভদ্রলোকেরা তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, যেমন একদিন তার দূরাত্মীয় তাকে ঝাউবনে করেছিলো। পুরুষ মানুষ শিকারী আর স্ত্রীলোক তার শিকার। কিন্তু মা পুরুষদের পাতা সব ফাঁদ এড়িয়ে নিজকে সৎ ও নিষকলুষ রাখতে সক্ষম হয়েছে; কারণ সে ইতিমধ্যেই নিজকে একজন পুরোহিতের মা বলে মনে করছে। ওগো প্রভু! কি কারণে তা হলে তার এই শাস্তি?

সে তার ক্লান্ত মস্তক নত করতেই তার চোখের অশ্রু গণ্ডদেশ বেয়ে তার কোলের জপমালার উপর পড়তে থাকে।

ধীরে ধীরে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আর তার মানসলোকে বিভিন্ন বিভ্রান্ত স্মৃতি ভাসতে থাকে। তার মনে পড়ে, সে দীর্ঘ দশ বছর যে ধর্মীয় শিক্ষায়তনের রন্ধনশালায় পরিচারিকার কাজ করে, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষায়তনে তার পলকে একজন ছাত্র হিসেবে ভর্তি করতে সক্ষম হয়। অচেনা পথচারীরা রন্ধনশালার পাশ দিয়ে এদিকে-ওদিকে আসা-যাওয়া করতো। যখন তাদের ভৎর্সনা করার মতন কেউ থাকতো না তখন তাদের চাপা হাসি আর ঠাট্টা-তামাশার শব্দ শোনা যেতো। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে সে অন্ধকার আঙ্গিনার দিকের জানালাটার পাশে বসে থাকে। তার হাতে একটা ঝাড়ন কিন্তু তখন সে এতই ক্লান্ত যে কাজ করার জন্য তার হাতের আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত তোলার শক্তি নেই। স্বপ্নেও সে পলের প্রতীক্ষা করে কারণ, পল যেন তাকে কিছু না বলে শিক্ষায়তন থেকে কোথায় বেরিয়ে গেছে।

"যদি শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, তবে তাকে তখনি শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কার করে দেবে"। মা এই দুশ্চিন্তায় পলের জন্য বাড়ীটা নিস্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতো যাতে অন্যদের অজ্ঞাতসারে সে পলকে ঘরে ঢুকতে দিতে পারে।

সহসা তার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়, আবিষ্কার করে যে সে যাজক-ভবনের সংকীর্ণ রান্না ঘরে বসে আছে। রান্না ঘরটা ঝড়ো হাওয়ায় সমুদ্র বক্ষে ভাসমান জাহাজের মতন টলছে। কিন্তু স্বপ্নটা তার মনে এমনি প্রভাব বিস্তার করে গেছে যে স্বপ্ন ভাঙ্গার পরও সে স্বপ্নে দেখা ঝাড়নটার জন্য হাতড়ায় আর গলি পথে পথচারীদের হাসাহাসি হুড়াহুড়ি শোনার জন্য কান পেতে থাকে। পর মুহূর্তেই সে বাস্তব জীবনে ফিরে আসে। সে ভাবে, গভীর ঘুমে মগ্ন থাকা কালে পল ফিরে এসে তাঁকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আর সত্যি সত্যি বাতাসের কড় কড় ধ্বনির মাঝখানে সে বাড়ীর অভ্যন্তরে পদধ্বনি শুনতে পায়। কে যেন সিঁড়ির নীচের ঘরগুলো পেরিয়ে রান্না ঘরে ঢুকছে। তার মনে হয় সে বুঝি এখনো স্বপ্ন দেখছে। এমন সময় একজন খর্বকায় সবল দেহ খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা পুরোহিত তার পানে তাকায়। লোকটার যে কয়টা দাঁত এখনো অবশিষ্ট আছে, সে দাঁত গুলো অতিরিক্ত ধূম পানের ফলে কালচে হয়ে গেছে। তার শাদাটে চোখে কপট হিংস্রতা; কিন্তু মা জানে আসলে সে হাসছে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সঙ্গে মা চিনতে পারে যে লোকটা আর কেউ নয়, পুরানো পুরোহিত। তবু মায়ের মনে ভীতির সঞ্চার হয় না।

"এটা স্বপ্ন মাত্র।" মা আপন মনে বলে, কিন্তু সত্যি জানে যে শুধু সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সে এ কথাগুলো বলছে। আসলে এটা অলীক মূর্তি নয়, সত্যিকার মানব মূর্তি।

"বসুন!" বলে সে নিজের টুলটা পাশে সরিয়ে নেয়, যাতে আগন্তুক অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসতে পারে। আগন্তুক বসে তার আলখেল্লাটা সামান্য উপরে টেনে তুলতেই তার পায়ের নীল রঙের রঙ-চটা মোজা জোড়া বেরিয়ে পড়ে।

"মেরিয়া ম্যাডেলেনা, তুমি যখন এখন নিষ্কর্মা বসে আছ, তখন আমার মোজা জোড়াটা মেরামত করে দিতে পার। আমাকে দেখা-শোনা করার মতন কোন মেয়েলোক নেই।" সে সহজ কণ্ঠে এ কথাগুলো বলে। মা তখন আপন মনে ভাবে, "এ কি সেই ভয়ঙ্কর পুরোহিত হতে পারে? তা হলে আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি।"

AMARBOI.COM

এবার মা লোকটার পরিচয় প্রাপ্তির চেষ্টা করে।

"আপনি যদি গতায়ু হয়ে থাকেন, তবে ত আপনার মোজার কোন প্রয়োজন নেই।" মা তাকে শুধায়।

"তুমি কেমন করে জান আমি গতায়ু? আমি অত্যন্ত জীবিত; এই তো এখানে বসে আছি। আর অনতিবিলম্বে আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে আমার এই যাজক পল্লীথেকে তাড়াব। এখানে এসে তোমরা ভালো করনি। তোমার ছেলেকে তার বাপের পেশা করতে দিলেই ভালো করতে। তুমি বড় উচ্চাকাঙ্খিনী, যেখানে এক কালে গৃহপরিচারিকা ছিলে সেখানে তুমি গৃহকর্ত্রী হয়ে আসতে চাইছ। এবার তুমি দেখতেপাবে, এতে তোমার কি লাভ হয়েছে।"

মা সবিনয় বিষন্ন কণ্ঠে বলে, "আমরা এখান থেকে চলে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি ম্যানুষই হোন আর প্রেতই হোন, কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন। আমরা চলে যাব।"

"তোমরা যাবে কোথায়?" বুড়ো পুরোহিত বলে,' "যেখানেই যাও একই দশা হবে, বরং আমার উপদেশ গ্রহণ কর। আমি যা বলছি জেনে শুনেই বলছি। তোমার পলকে তুমি তার ভাগ্যের নির্দেশ মানতে দাও। সেই মেয়েটার সঙ্গে মিশতে দিয়ে মেয়েটাকে ভালো করে জানতে দাও, নতুবা আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। আমার তরুণ বয়েসে মেয়েদের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব ছিলোনা ; বা অন্য কোন আমোদ-স্ফূর্তির ধার ও আমি ধারতাম না। তখন স্বর্গ লাভের ভাবনাই কেবল ভাবতাম। আমি উপলব্ধি করতে পারিনি যে মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ রয়েছে। আমি যখন এই সত্য উপলব্ধি করলাম, তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তখন বৃক্ষ থেকে ফল কুড়াবার মত সামর্থ্য আমার বাহুতে নেই ; ঝর্ণার জলে পিপাশা মিটাবার জন্য জানুদ্বয় নুয়াতে পারছিনা। তখন আমি মদ খেতে শুরু করলাম, ধূমপান করতে আর স্থানীয় বদমায়েশ-দের সঙ্গে তাস খেলতে লাগলাম। তোমরা তাদের বদমায়েশ বল। আমি তাদের সৎ মানুষ বলি। তারা জীবনটাকে যেমন পায় তেমন ভাবে উপভোগ করে। তাদের সংশ্রবে থাকলে কল্যাণ হয়। ছুটির দিনে আনন্দ মুখর বালকদের মতন তাদের সঙ্গ চারদিকে উষ্ণতা আর আনন্দ বিলিয়ে দেয়। একটি মাত্র পার্থক্য, সর্বক্ষণ এদের ছুটি ; তাই এরা বালকদের চেয়ে স্ফূর্তিবাজ আর বেপ-রোয়া। বালকের দল ভুলতে পারে না যে ছুটির শেষে তাদের আবার স্কুলে ফিরে যেতে হবে।"

বুড়ো পুরোহিতের এ সব কথা বলার সময় মা ভাবে, "এসব কথা বলে বুড়ো আমাকে লোভানী দিচ্ছে যাতে আমি পলকে তার ইচ্ছে মতন চলতে দেই; সে জাহান্নামে যাক। তার বন্ধু আর প্রভু শয়তান তাকে এই উদ্দেশ্যে এখানে পাঠিয়েছে। আমাকে সতর্ক থাকতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা পুরোহিতের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে ; তার বক্তব্য প্রায় সমর্থন করে। বিরুদ্ধ-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মা ভাবে, পলও এই 'ছুটি' উপভোগ করতে পারে এবং সহজাতভাবে তার মাতৃহৃদয় তৎক্ষণাৎ পলের হয়ে একটা অজুহাত খোঁজে। মা বিষন্ন বিনম্র কণ্ঠে বলে, "আপনার কথা হয়ত ঠিক।" তবে তার এই কথায় কিছুটা ছলনা আছে। "আমি একজন অজ্ঞ-মূর্খ দরিদ্র মেয়ে মানুষ; অতশত বুঝি না। তবে একটা ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত যে ঈশ্বর আমাদের দুঃখ ভোগের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।"

"ঈশ্বর আমাদের ভোগানন্দের জন্য পাঠিয়েছেন। কেমন করে জীবনোপভোগ করতে হয় তা জানিনা বলেই তিনি দুঃখ দিয়ে আমাদের শাস্তি দেন। আরে বোকা মেয়ে, এটাই সত্যি। ঈশ্বর, পৃথিবীটা সব সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে ; আর মানুষকে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে দিয়েছে। মানুষ যদি তা উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা দুর্ভাগ্য। আমি কেন এ সব কথা তোমাকে ব্যাখ্যা করে কষ্ট করছি ? আমি চাই তোমাদের দুজনকে, —তোমাকে আর তোমার পলকে—এই স্থান থেকে তাড়িয়ে দিতে। যদি তুমি তাতে বাধা দিতে চাও, তবে তোমাদের অমঙ্গলই হবে।"

"কোন ভয় নেই, আমরা চলে যাচ্ছি ; শীগগিরই যাচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কারণ আমারও তাই ইচ্ছা।"

"তুমি এ কথা বলছ, কারণ তুমি আমার ভয়ে ভীত। ভয় করাটা তোমার ভুল। তুমি ভাবছ, আমি তোমাকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি, তোমার দেশলাইর কাঠি জ্বলতে দেইনি। হয়ত আমিই তা করেছিলাম, তবে তার অর্থ এই নয় যে আমি তোমার বা তোমার পলের কোন অনিষ্ট কামনা করি। আমি এই মাত্র চাই যে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু মনে রেখো, তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর, তবে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। যাক, আবার আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে ; তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের কথাবার্তা সম্বন্ধে আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব। যাক, আমার মোজা জোড়া মেরামতের জন্য এই রেখে গেলাম।"

"বেশ, আমি তা মেরামত করে রাখব।"

"তা হলে, এবার চোখ বন্ধ কর। কারণ আমি চাই না আমার নগ্ন পা তুমি দেখতে পাও। হা-হা!" পুরোহিত হেসে এক পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অন্য পায়ের জুতো খুলে মাথা নুইয়ে পা থেকে মোজা জোড়া টেনে বের করে। "কোন মেয়ে লোক কোন দিন আমার অনাবৃত দেহ দেখেনি, তারা আমার সম্বন্ধে যত অপবাদই রটাক। আর আমার অনাবৃত দেহ সর্বপ্রথম দেখার যোগ্যতা তোমার নেই ; কারণ তুমি অত্যন্ত বুড়ী আর কুৎসিৎ। এই একটা মোজা রইলো আর এই আর একটা। শীগগিরই একদিন এসে আমি এগুলো নিয়ে যাব।"

O O O O

মা হঠাৎ করে চোখের পাতা খুলে ফেলে। সে এবার রান্না ঘরে একা। ঘরের চারদিকে বাতাসের তাণ্ডব গর্জন।

"হায় প্রভু! একি স্বপ্ন!" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বিড়বিড় করে। সে মাথা নুইয়ে মোজা জোড়া খোঁজে। তার মনে হয়, সে প্রেতের অস্পষ্ট পদধ্বনি রান্না ঘর থেকে বন্ধ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে শুনছে।

তিন

মেয়েটার বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রান্তরের বুকে পৌঁছে পল বাতাসে একটা জীবন্ত ভৌতিক ও অব্যক্ত রোমাঞ্চ অনুভব করে। তার প্রেমোচ্ছল স্বপ্ন ভঙ্গের পর এই অনুভূতি চারদিক থেকে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহে কষাঘাত করে ; তার দেহ শৈত্য-প্রবাহে কাঁপতে থাকে এই শৈত্য প্রবাহে তার পরিহিত কোটটা দুমড়ে মুচড়ে তার দেহে লেপটে যায়। তার মনে হয় নারী দেহের নিবিড় আলিঙ্গনে তার দেহ শিউরে উঠছে।

গীর্জার মোড়ে পেঁাছে বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা তার গতি মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দেয়। সে মাথাটা নুইয়ে এক হাতে মাথার টুপিটা চেপে ধরে আর অন্য হাতে গায়ের কোটটা ধরে রাখে। তার দম বন্ধ হয়ে আসে, তার মাথা ঝিম ঝিম করে ; সুদূর অতীতে একদিন আটাকল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তার তরুণী মায়ের যেমনটি হয়েছিলো।

অবাঞ্ছিত উত্তেজনায় সে অনুভব করে, সেই মুহূর্তে ভয়ংকর মহান একটা কিছু তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। প্রথম বারের মতন সে স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে উপলব্ধি করে যে এজনিসের প্রতি তার প্রেম পার্থিব। আর এই প্রেমের তার হৃদয়ে গৌরবোধ জাগে।

কয়েক ঘণ্টা আগেও মনে এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে সে নিজকে এবং এজনিসকে প্রবোধ দিতে চেয়েছে যে তার প্রেম সম্পূর্ণ নিষ্কাম আর আত্মিক। কিন্তু তাকে এই সত্য স্বীকার করতে হয়েছে যে এজনিসই তার জীবনে প্রথম নারী যে তার প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে তার পানে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থাকে এবং তাদের সাক্ষাতের প্রথম লগ্ন থেকেই এই নারী তার দৃষ্টির মাধ্যমে তার সাহায্য ও প্রেম যাঞ্চা করে আসছে। তার মোহময় আবেদনে সে ধীরে ধীরে সাড়া দিয়েছে; করুণায় বিগলিত হয়ে তাকে সান্নিধ্য দিয়েছে। নিসঙ্গ পরিবেশ তাদের দুজনকে পরস্পরের কাছে টেনেছে।

তাদের দৃষ্টি বিনিময়ের পর তারা পরস্পরের হাত খুঁজে নেয় ; সে রাতেই তারা পরস্পরকে চুম্বন করে। এবার তার এত বছরের শান্ত নিরাবেগ রক্তধারা তরল অগ্নি ধারার মতন ধমনীতে তীব্র বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। তার দুর্বল দেহ-মাংস নতি স্বীকার করে যুগপৎ বিজিত ও বিজয়ীর বেশে আত্ম-প্রকাশ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজনিস প্রস্তাব করেছিলো যে তারা দুজন গোপনে এই পল্লী ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে গিয়ে একত্র বসবাস করবে বা এক সঙ্গে মরণ বরন করবে। সেই মহূর্তের প্রমত্ততায় পল এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। তাদের এই পরিকল্পনা পাকাপাকি করবে বলে তারা আবার পরবর্তী রাতে মিলিত হবে বলে স্থির করে। কিন্তু এখন বাইরের পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা আর প্রচণ্ড বাতাস—যা তাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেছে—তার আত্ম প্রবঞ্চনার আবরণ ছিন্ন করে দেয়। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সে গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ায়। হিম শীতল দেহে সে অনুভব করে. সে যেন নগ্ন দেহে ক্ষুদ্র পল্লীটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর শ্রান্ত দরিদ্র ঘুমন্ত পল্লীবাসীরা স্বপ্নের ঘোরে তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় পাপ পংকে নিমজ্জিত দেখছে।

এই অবস্থায়ও সে সেখানে দাঁড়িয়ে এজনিসের সঙ্গে তার পলায়নের পরিকল্পনাটা নিখুঁত করার চিন্তা করে। এজনিয়স তাকে জানিয়েছে যে সে অঢেল অর্থের মালিক। সহসা এজনিসের কাছে তখখুনি প্রত্যাবর্তন করে তাকে এই কর্ম থেকে বিরত করার জন্য সে তাড়না অনুভব করে। আর সত্যি সত্যি সে প্রাচীরের পাশের পথটা ধরে কয়েক পা এগিয়ে যায়। এই পথেই কতক্ষণ আগে তার মা গেছে। কিন্তু চলতে চলতে নৈরাশ্যে হতোদ্যম হয়ে সে ফিরে এসে গীর্জার সামনে জানু পেতে বসে দরজার পাল্লাটার মাথা ন্যাস্ত করে অস্ফুট কণ্ঠে কেঁদে ওঠে, "প্রভু, আমাকে রক্ষা কর!" বাতাসের ঝাপটায় তার গায়ের আলখেল্লাটা তার কাঁধের উপর দরজার পেরেকের সাথে বন্দী জীবন্ত শকুনের মতন দরজার গায়ে পাখা ঝাপটাতে থাকে।

পাহাড়-চূড়ায় প্রবহমান বাতাসের প্রচণ্ডতার চেয়েও তীব্রতা নিয়ে তার আত্মা সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রাম রক্ত-মাংসের সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক শক্তির চরম সংগ্রাম।

কয়েক মুহূর্ত পর সে উঠে দাঁড়ায়। এই দুই শক্তির সংগ্রামের কোন শক্তি জয়ী হয়েছে সে সম্বন্ধে সে সুনিশ্চিত নয়, তবে তার মনের আকাশ নির্মল হয়ে গেছে। সে তার সত্যিকার উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সে এখন এই সত্য স্বীকার করছে যে ঈশ্বরের ভীতি আর ঐশ্বরিক প্রেম, উন্নতির বাসনা আর পাপের প্রতি ঘৃণার চেয়েও যা তার উপর সত্যিকার প্রভাব বিস্তার করছে তা হলো লোক লজ্জা আর ভীতি।

এমনি কঠোর চিত্তে যে সে নিজকে বিচার করতে সক্ষম হয়েছে, এই উপলব্ধি এখন তাকে মোক্ষ লাভের আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ করছে ; কিন্তু তার মনের গহনে সে এই সত্যও উপলব্ধি করছে যে এখন থেকে তার জীবনের সাথে এই মেয়েটা একই গ্রন্থিতে বন্দী হয়ে পড়লো ; এই মেয়েটার ছায়ামূর্তি তার সঙ্গে তার গৃহে বিচরণ করবে। সে এই মেয়েটার পাশে দিনের আলোতে অবস্থান করবে আর রাতের অন্ধকারে স্বপ্নের ঘোরে মেয়েটার কালো কেশের জটা-জালে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে থাকবে। এজনিসকে হারাবার গভীর দুঃখ ও মনস্তাপের মাঝখানেও এই রঙিন কল্পনা তার মনের গহনে আনন্দ-কোলাহল ভূগর্ভস্থ অগ্নিশিখার মতন জ্বল জ্বল করে।

গৃহ প্রবেশকালে সে সরাসরি দরজাটা খুলে দেখতে পায় রান্না ঘর থেকে আলোর রেখা খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরের ঘরে পড়ছে। তার চোখে পড়ে তার মা অগ্নিকুণ্ডের নির্বাপিত অঙ্গারের সামনে বসে যেন শব দেহ প্রহরা দিচ্ছে। একটা আকস্মিক যন্ত্রণায় সে তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতির সত্যতা উপলব্ধি করে। এইযন্ত্রণানুভূতি তার বুকে স্থায়ী হয়ে থাকে।

সে আলোর রেখাটা অনুসরণ করে খাবার ঘর পেরিয়ে স্খলিত পদে রান্না ঘরের দরজায় যেন পতন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দুহাত সামনে প্রসারিত করে থমকে দাঁড়ায়। সে নিরস কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে, "এখনো ঘুমোওনি কেন?" তার মা তার পানে তাকায় ; তার স্বপ্নক্লান্ত মুখমণ্ডল তখনো মৃত্যুম্লান কিন্তু শান্ত স্থির, প্রায় রুক্ষ কঠোর। ছেলের পানে তাকাতেই ছেলে তার দৃষ্টি এড়াতে চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পল, আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

পল সহজাত ধারণা থেকেই বুঝতে পারে, তার প্রতিটি মিথ্যে কথা ব্যর্থ প্রহসনে পরিণত হবে ; তবু সে মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয় ।

"আমি একজন অসুস্থ লোকের কাছে ছিলাম।" সে চটপট জওয়াব দেয় ।

মুহূর্তের জন্য তার গম্ভীর কণ্ঠ মায়ের দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে দেয় বলে মনে হয় ; মুহূর্তের জন্য মায়ের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই মায়ের মুখমণ্ডল আর অন্তরে বিষন্নতার ছায়া নেমে আসে।

"পল," মা লজ্জাজড়িত আনত দৃষ্টি মেলে শান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে বলে, "পল, আমার দিকে আরো এগিয়ে এসো ; তোমাকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।"

পল মায়ের দিকে না এগোলেও মা অনুচ্চ কণ্ঠে যেন তার কানে কানে বলতে থাকে ঃ

" আমি জানি, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ; অনেক রাত থেকেই আমি তোমার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনছি। আজ রাত আমি তোমাকে অনুসরণ করে দেখেছি তুমি কোথায় গিয়েছিলে। পল, তুমি কি করছ তা ভেবে দেখ।"

পল কথার জওয়াব দেয়না। সে যে মায়ের কথা শুনেছে এমন ভাবও দেখায় না। মা চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। তার দীর্ঘ ঋজু মৃত্যু বিবর্ণ দেহটা মায়ের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপের আলোতে তার ছায়াটা পিছনের দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ নিথর দেহের মতন দেখাচ্ছে। মা চায় তার ছেলে চিৎকার করে তাকে ভর্ৎসনা করুক; প্রতিবাদ করে তার নির্দোষিতা প্রকাশ করুক।

গীর্জার দরজার সামনে জানু পেতে ঈশ্বরের কাছে তার আত্মার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকুতির কথা পলের মনে পড়ছে। ঈশ্বর তা হলে তার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন; তাকে পাপ-পথ থেকে রক্ষা করার জন্য তার মাকে পাঠিয়েছেন। সে তার মায়ের পদতলে মাথা নত করে এই মিনতি করতে চাইলো যে তার মা যেন কাল বিলম্ব না করে তখ্‌খনি এই পল্লী থেকে তাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যায়। কিন্তু এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহ ক্রোধে-অপমানে কাঁপতে থাকে। তার দুর্বলতা ধরা পড়েছে, এই জন্য তার অপমানবোধ আর তাকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে, এই তার ক্রোধের কারণ। তা সত্ত্বেও, সে যে তার মায়ের মনে ব্যথা দিয়েছে সে জন্য তার দুঃখ হয়। এবার সহসা তার মনে হয়, শুধু তার নিজকেই নয়, তার বাহ্যিক আচরণের স্বাভাবিকতাও তাকে রক্ষা করে চলতে হবে।

সে এগিয়ে গিয়ে মায়ের মাথায় হাত রেখে বলে, "আমি তোমাকে বলছি, আমি একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

"সে বাড়ীতে কোন অসুস্থ মানুষ নেই।"

"সব অসুস্থ মানুষ ত আর রোগ শয্যায় শুয়ে থাকেনা।"

"তা হলে যে মেয়েকে তুমি দেখতে গিয়েছিলে, তার চেয়ে তুমি বেশী অসুস্থ। পল, তুমি নিজের সম্বন্ধে সাবধান হও। আমি একজন অজ্ঞ মূর্খ স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু আমি তোমার মা। আমি বলছি, পাপাচার যে কোন রোগের চেয়ে ভয়ংকর; কারণ এই রোগে আত্মা আক্রান্ত হয়। আর তা ছাড়া" মা ছেলের হাত ধরে ছেলেকে কাছে টেনে আনে, যাতে ছেলে তার কথা-গুলো ভালো করে শুনতে পায়, "নিজকে রক্ষা করলেই শুধু তোমার চলবেনা। হে ঈশ্বরের সন্তান... মনে রেখো, কোন মতেই তুমি সেই মেয়েটার আত্মাকে ধ্বংস করতে পারনা,.....এই জীবনে তার কোন অনিষ্ট করতে পার না।"

পল মায়ের উপর মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছিলো, কিন্তু এই কথার পর সে সহসা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মা তার মর্মে আঘাত হেনেছে। হ্যাঁ তার মা খাঁটি কথাই বলেছে। মেয়েটার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে প্রতিটি উদ্বেগাকুল মুহূর্তে সে শুধু নিজের কথাই চিন্তা করেছে, মেয়েটার কথা একবার ও ভাবেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তার মায়ের শক্ত হিমশীতল হাত থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার মা এমনি প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তা সহকারে হাতটা চেপে ধরে যে তার মনে হয়, তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবার তার ভাবনা ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বর স্বয়ং তাকে বন্দী করেছে, সুতরাং ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করে তাকে কারাগারে যেতেই হবে। তবু পলায়নের উপায়হারা অপরাধীর মতন তার মন বিদ্রোহী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

সে রুক্ষ কণ্ঠে বলে, "আমাকে আমার পথে চলতে দাও" বলে নিজের হাতটা মুক্ত করে নেয়। "আমি আর ছেলে মানুষ নই; ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার আছে।"

তার এই কথায় মা যেন প্রস্তরের মতন অবশ হয়ে যায়; কারণ এ কথাগুলো বলে সে বস্তুতঃ তার দোষ স্বীকার করেছে।

"না পল, তুমি কি অন্যায় করেছ তা তুমি বুঝতে পারছ না। বুঝতে পারলে, এমনভাবে কথা বলতে না।"

"তা হলে কেমন ভাবে কথা বলতে হবে?"

"এমনিভাবে না চেঁচিয়ে বরং আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে যে মেয়েটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু আমাকে তুমি সে কথা বলছ না; তোমার বিবেক বুদ্ধি তা বলতে দিচ্ছে না। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু না বলা তোমার পক্ষে শ্রেয়। আর কোন কথা নয়। তোমাকে আমি এ কথা জিজ্ঞেসও করছিনা; তবে তুমি কি চাও, সে সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখ, পল।"

পল কোন কথা না বলে নীরবে মায়ের কাছ থেকে ধীরে সরে গিয়ে রান্না ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাকে কথা বলতে দেয়।

"পল, তোমাকে বলার মতন আমার আর কোন কথা নেই, ইচ্ছেও নেই। আমি তোমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাছেই নিবেদন করব।"

এবার পল চোখ লাল করে এক লাফে মায়ের পাশে এগিয়ে আসে, যেন মাকে আঘাত করবে।

"যথেষ্ঠ হয়েছে, আর নয়।" সে চেঁচিয়ে বলে। "এ নিয়ে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন কথা না বলাই তোমার পক্ষে বুদ্ধিমতীর কাজ হবে। আমার সঙ্গেও নয়, অন্য কারো সঙ্গে নয়। তোমার অসার কল্পনা নিয়ে তুমি থাক।"

কঠোর আর সঙ্কল্প দৃঢ় চিত্তে মা উঠে দাঁড়ায় ; ছেলের বাহু চেপে ধরে ছেলেকে তার চোখে চোখ রাখতে বলে ; তারপর ছেলের হাত মুক্ত করে দিয়ে কোলের উপর দুহাত একত্র করে আবার বসে পড়ে।

পল দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। বাইরের বাতাসের আর্তনাদ তার পরিস্থিত বসনের খসখস শব্দের সঙ্গে মিশে যায়। মেয়েদের পোশাকের মতন। তার পরিহিত আলখেল্লাটা রেশমী। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুহূর্তে সে পরস্পর বিরোধী আবেগের ঘূর্ণিবর্তে পতিত হয়। রেশমী পোশাকের খসখস শব্দও যেন কথা কয়, তাকে সতর্ক করে দেয় যে এই মুহূর্ত থেকে তার জীবনটা হবে শ্রান্তিপূর্ণ, অব্যবস্থচিত্ত আর ইতর সুলভ সব কিছুই যেন তার সঙ্গে কথা কইছে। বাইরের বাতাস তার অতীতের নিসঙ্গতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। গৃহাভ্যন্তরে তার মায়ের বিষন্ন মূর্তি, তার নিজের পদধ্বনি; ঘরের মেঝে পতিত তার দেহের ছায়া। সে ঘরময় পায়চারী করে। বার বার সে তার ছায়া মাড়িয়ে যেন আপন সত্তাকে পরাভূত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চাইছে। সে সগর্বে ভাবে যে কোন অতি প্রাকৃত শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন তার নেই, আগে যে শক্তির সাহায্য সে কামনা করেছিলো ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই গর্ববোধ তার মনে ভয়ঙ্কর ভীতির সঞ্চার করে।

"সে মায়ের পাশে ফিরে এসে অনুরোধ করে, "এবার উঠে শুতে যাও।" কিন্তু তার কথায় না উঠে মাকে নিদ্রিতের মতন অবনত মস্তকে অনড় বসে থাকতে দেখে সে মায়ের মুখটা কাছে থেকে দেখার জন্য মাথা নোয়ায়। সে লক্ষ্য করে যে তার মা নীরবে কাঁদছে।

"মা।"

মা স্থির বসে থেকে বলে, "না, আমি আর তোমাকে এ ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন কথা বলব না, তোমাকেও না বা অন্য কাউকেও না ; কিন্তু আমি এই স্থান থেকে এক পাও নড়ব না। যদি নড়তে হয় তবে এই যাজক ভবন বা এই পল্লী থেকে চিরকালের জন্য চলে যাব; আর কোন দিন এখানে ফিরে আসব না যদি তুমি আমার কাছে দিব্যি না কর যে তুমি সেই বাড়ীতে আর কোন দিন পা রাখবে না।"

পল মস্তক উঁচু করে। তার মাথা আবার ঝিম ঝিম করে; আবার অন্ধ বিশ্বাস তাকে পেয়ে বসে। এই অন্ধ বিশ্বাস তার মা তাকে যে-প্রতিজ্ঞা করতে বলছে সেই প্রতিজ্ঞা করার জন্য তাকে প্ররোচনা দেয়, কারণ ঈশ্বরই স্বয়ং তার মায়ের মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বলাচ্ছে। যুগপৎ অনেকগুলো তিক্ত কথা তার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে ভীড় করে। সে চীৎকার করে এই কথাগুলো তার মাকে শুনাতে চায়। সে তার মায়ের উপর সব দোষ চাপাতে চায়। তার মাকে সে এই বলে ভর্ৎসনা করতে চায় যে তার মা তাকে তার জন্ম স্থান থেকে এখানে এনে এমনি এক পথে নামিয়েছে যে পথ তার চলার পথ নয়। থাক গে এ সব কথা..... এ সব কথার তাৎপর্য বুঝার ক্ষমতা তার মায়ের নেই। একটা হাতের সঞ্চালনে সে যেন তার দৃষ্টি-পথ থেকে ছায়াগুলি ঝেঁটিয়ে দিতে চায়। সহসা সে একটা হাত মায়ের মাথার উপর প্রসারিত করে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পায়, তার হাতের আঙ্গুলগুলো মায়ের মাথার উপরে দীপ্যমান হয়ে প্রসারিত রয়েছে।

"মা, আমি তোমার কাছে দিব্যি করছি, আমি আর কোন দিন সেই বাড়ীতে প্রবেশ করব না।"

এই বলে সে রান্না ঘর থেকে এই ভাবনা নিয়ে বেরিয়ে যায় যে সব ঝামেলা এবার চুকে গেলো। সে বেঁচে গেলো। কিন্তু খাবার ঘর পেরিয়ে যাবার সময় সে শুনতে পেলো তার মা অসংগত-ভাবে কাঁদছে। এ যেন প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকার্তের কান্না।

o o o o o

আপন কক্ষে প্রত্যাবর্তনের পর গোলাপের সুগন্ধ এবং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রণয়াসক্তির সাথে সম্পৃক্ত ও প্রণয়াবেগে রঞ্জিত ও প্রভাবিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্য-সামগ্রীর দৃশ্য তার সত্তাকে নতুন করে নাড়া দেয়। সে অকারণে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়; ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে জানালার বাইরে বাতাসে মুখ বাড়িয়ে দেয়। তার মনে হয়, বাইরের জ্যোস্নার আলো-ছায়ায় উড্ডীয়মান লক্ষ লক্ষ ঝরা পাতার মতন সে অসহায়। এই উড্ডীয়মান পাতাগুলো বাতাস আর মেঘের খেলনা। অবশেষে মাথাটা ঘরের ভিতর টেনে এনে জানালাটা বন্ধ করতে করতে উচ্চ কণ্ঠে সে বলে, "আমাদের মানুষ হতে দাও!"

সে সটান সোজা হয়ে দাঁড়ায়; তার হিমশীতল সারা দেহটা অসাড় অবশ। রক্ত-মাংসের উত্তেজনার অনুভূতি সে আর কামনা করে না; আত্মবলির দুঃখ ও আনন্দানুভূতি এবং নিসঙ্গ জীবনের বিষণ্ণতার ভাবনাও তার মনকে স্পর্শ করতে পারেনা। এমনকি, ঈশ্বরের সামনে জানু পেতে তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবার জন্য প্রাপ্য প্রশংসাও সে ঈশ্বরের কাছে পেতে চায় না। কারো কাছ থেকে সে কিছু চায় না। সে সরল পথে নিসঙ্গ চলতে চায়। তার কোন প্রত্যাশা নেই। এসব ভাবনার পরও সে প্রদীপ নিবিয়ে ঘুমোতে যেতে ভয় পায়। ঘুমের বদলে সে বসে করিন্থিয়নের প্রতি সেণ্ট পল-এর পত্রগুচ্ছ—সেণ্ট পল'স এপিসল টু দ্য করিন্থিয়ানস্ গ্রন্থখানা পড়তে শুরু করে। কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রিত শব্দগুলো তার দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যায়, শব্দগুলো ছোট বড় হয়ে যায়। উপর নীচে নাচানাচি করে। আচ্ছা, তার দিব্যি করার পরও তার মা কেন এমনি মর্মভেদী কান্না কাঁদছে? সে কী বুঝেছে? হ্যাঁ, মা তার সত্যি বুঝেছে। তার মাতৃহৃদয় সত্যিই ছেলের এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেরেছে। মা উপলব্ধি করেছে আপন সন্তানের জীবনাহুতির মর্মন্তুদ বেদনা।

সহসা তার মুখমণ্ডলে রক্তের ছোপ দেখা দেয়। সে বাইরের বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে মাথাটা তোলে।

"দিব্যি করার কোন প্রয়োজন ছিলো না।" সন্দিগ্ধ হাসি হেসে সে আপন মনে বলে। সত্যিকার সবলচিত্ত পুরুষ কখনো দিব্যি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আমি যেমন দিব্যি করেছি, এমন দিব্যি যারা করে তারা দিব্যি ভংগ করার জন্য ও সদা প্রস্তুত থাকে ; আমি এখন যেমন দিব্যি ভংগ করার জন্য প্রস্তুত আছি।"

আর সংগে সংগেই সে উপলব্ধি করতে পারে যে তার জীবনে সবে মাত্র সত্যিকার সংগ্রামের সূচনা হয়েছে। তার মনে এমনি প্রবল আতংক জাগে যে সে তার আসন ত্যাগ করে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

সে আত্মসম্বোধন করে বলে, "এইত তুমি ঈশ্বর নিয়োজিত ব্যক্তি-রূপে দাঁড়িয়ে আছ। যদি তুমি তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না কর, তবে দুষ্টগ্রহ চিরকালের জন্য তোমাকে আয়ত্ত করবে"।

সে টলতে টলতে তার সংকীর্ণ শয্যায় গিয়ে আপন পরিহিত পোষাকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। সে নীরবে কাঁদে যাতে তার মা তার শব্দ শুনতে না পায় ; আর সেও যেন শুনতে না পায়। কিন্তু তার অন্তর চিৎকার করে কাঁদে; তার অন্তর দুঃখে শোকে মুড়ড়াতে থাকে।

"হে প্রভু! আমাকে গ্রহণ কর ; আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দাও।"

এই উচ্চারিত শব্দগুলোতে তার দুঃখের সত্যিকার উপশম হয়; সে যেন দুঃখের সাগরে আত্মরক্ষার অবলম্বন আবিষ্কার করে।

o o o o o

সংকট নিরসনের পর তার মনে আবার ভাবনার উদয় হয়। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত প্রকৃত দৃশ্যের প্রতিটি বস্তু তার চোখে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সে একজন পুরোহিত, সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী; গীর্জার সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ; কৌমার্য পালনে অংগীকারবদ্ধ; সে একজন বিবাহিত পুরুষ তুল্য। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু কেন যে সেই মেয়েটার প্রেমে পড়েছিলো এবং কেন যে এখনো সেই মেয়েটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসে, সে তা সঠিক জানেনা। সম্ভবতঃ সে এমনি এক ধরনের একটা দৈহিক সংকটে পতিত হয়েছিলো যখন তার যৌবন এবং আঠাশ বৎসর বয়সের দৈহিক শক্তি দীর্ঘদিনের সুপ্তি থেকে সহসা জেগে এজনিস কে পাওয়ার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে ছিলো। কারণ এজনিসের সংগে তার নিকটতম সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিলো। এজনিসও তখন বয়েসে কচি নয়; তার জীবন ও প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে সে আপন গৃহে মঠবাসিনী জীবন যাপন করছিলো।

এমনি করে সাক্ষাতের প্রথম লগ্ন থেকে তাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে প্রেম বিরাজ করছিলো। তারা দুজন মন-ভুলানো হাসি আর তির্যক দৃষ্টির ফাঁদে পড়েছিলো, তাদের মধ্যে প্রেমোদগমের অসম্ভাব্যতার প্রশ্নই তাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করে-ছিলো। তাদের দুজনার সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করেনি বলেই তারা নিরাবেগে, নিশংকচিত্তে নিষ্কাম চিত্তে মেলামেশা করেছে; কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের প্রেমে কামনা-বাসনা চুপিসারে প্রবেশ করে। যে প্রেম ছিলো প্রাচীরের তলে নিস্তরংগ জলাশয়ের মতন পূত পবিত্র সেই প্রাচীর এক দিন জলাশয়ের উপর সহসা পড়ে ভেংগে চুর-মার হয়ে গেল।

বিবেকের গভীরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে এ সব স্মৃতি তার মনে উদয় হয়; সে সত্য আবিষ্কার করে। সে জানে প্রথম দৃষ্টি থেকেই সে এই মেয়েকে কামনা করেছিলো, প্রথম দৃষ্টি থেকেই সে এই মেয়েকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলো, আর বাকী সব তার আত্ম প্রবঞ্চনা মাত্র। এই আত্মপ্রবঞ্চনা দ্বারা সে নিজের দৃষ্টির যৌক্তিকতা খুঁজেছে মাত্র।

এমনি বরেই সে সত্য স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। এমনি করেই ব্যাপা-রটা ঘটেছিলো; কারণ মানুষের স্বভাবই হলো দুঃখ ভোগ করা, ভালোবাসা, চলার পথের সংগী আবিষ্কার করা, সংগীর সান্নিধ্য উপভোগ করা এবং আবার দুঃখ ভোগ করা, ভালো কাজ করে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফল উপভোগ করা এবং মন্দ কাজ করে তার কুফল ভোগ করা এইত মানুষের জীবন। এই সব চিন্তা-ভাবনা তার হৃদয়ের দুঃখের বোঝা এক রত্তি ও লাঘব করতে পারেনা। এবার সে তার দুঃখ-যন্ত্রণার সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। এই দুঃখ-যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণার মত তিক্ত বেদনাদায়ক; কারণ প্রেম পরিহার এবং এজনিসের উপর থেকে তার অধিকার বিসর্জনের অর্থ তার স্বীয় জীবন বিসর্জনতুল্য। এবার তার চিন্তা স্রোত আরো গভীরে প্রবেশ করে। এই চাওয়া-পাওয়াও কি মিথ্যে আর নিরর্থক নয়? প্রেমের ক্ষণিক ভোগানন্দের যখন অবসান ঘটে তখন আত্মা আবার প্রাধান্য বিস্তার করে। আত্মা তখন আগের চেয়ে তীব্রতর নিসঙ্গতার কামনা নিয়ে দেহ-কারাগারে শরণ নেয়; তখন মরণশীল দেহ ঢেকে দেয় তাকে। সুতরাং কেন সে বর্তমান নিসঙ্গতায় অসুখী হবে? সে কি এতগুলো বছর—সর্বোত্তম বছর—এই নিসঙ্গতাকে গ্রহণ করে, তা সহ্য করেনি? সে যদি এজনিসকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়েও করে, তবুও কি এমনি করে মানসিক একাকীত্বের দুঃখ ভোগ করবে না?

তথাপি মাত্র 'এজনিস' নামটার উচ্চারণ এবং তার সাথে বসবাসের সম্ভাব্যতার উত্তেজনায় সে লাফিয়ে ওঠে। কল্পনায় দৃষ্টি মেলে সে দেখতে পায় এজনিস তার পাশ ঘেঁষে সটান শুয়ে আছে। সে কল্পনায় এজনিসের নল খাগড়ার মতন তন্বী কোমল দেহখানা দুহাতে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরছে। সে তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে মধুর প্রলাপ গুঞ্জন করছে; তার বন্য জাফরানী ফুলের সুবাসে সুবাসিত অবিন্যস্ত কেশরাশি দিয়ে নিজের মুখাবয়ব আবৃত করে দিয়েছে। সে তার বালিশ কামড়াতে কামড়াতে বার বার মধুর কূজন করছে। এই কাল্পনিক মিলনাবসানে সে এজনিসকে জানিয়ে দেয় যে পর দিন সে আবার তার কাছে ফিরে আসবে। তার মাকে আর ইশ্বরকে দুঃখ দিয়ে সে সুখী। সে যে তার মায়ের কাছে দিব্যি করছে, সে জন্য সে অনুতপ্ত। এই দিব্যি করার মূলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে তার কুসংস্কার বোধ আর ভীতি। এবার সে সব বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে তার কাছে ফিরে আসতে পারে।

চার

তারপর তার চিত্তের প্রশান্তি অনেকটা ফিরে আসে। সে আবার চিন্তামগ্ন হয়।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন অন্তত তার ব্যাধির প্রকৃতিটা জানতে পেরে স্বস্তি অনুভব করে, পলও অন্তত তার বিপর্যয়ের কারণ জানতে পারলে স্বস্তি অনুভব করতে পারত। তাই সেও তার মায়ের মতন তার বিগত জীবনের স্মৃতিমন্থন করতে থাকে।

বাইরে প্রবহমান বাতাসের আর্তনাদ তার বিগত জীবনের অতি পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে মিশে যায়। সে সব স্মৃতি ম্লান অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা বাড়ীর অঙ্গনের কথা তার মনে পড়ে, কিন্তু সেই অঙ্গনের অবস্থানের কথা তার মনে নেই; হয়ত তার মা যে বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতো, সে-বাড়ীটারই প্রাচীর ঘেরা অঙ্গন। সে স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে সে প্রাচীরের উপর উঠে মাতামাতি করতো। প্রাচীরের মাথায় ছুরির মতন ধারালো কাঁচের টুকরো বসানো ছিলো। প্রাচীরের উপর ঠেলাঠেলি করে উঠে তারা বাইরের দিকে তাকাতো। প্রাচীরে উঠতে গিয়ে তাদের হাত ধারালো কাঁচে ক্ষতবিক্ষত হলেও তারা নিবৃত্ত হতোনা। এতে তারা এক দুঃসাহসিক আমোদ উপভোগ করতো। তারা পরস্পরকে তাদের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হাত দেখিয়ে, সে-হাত বগল তলায় চেপে ধরে এই ভ্রান্ত ধারনায় সে-রক্ত শুকাতো যে, তাদের রক্তাক্ত হাত বাইরের কারো চোখে পড়বে না। প্রাচীরের উপর থেকে প্রাচীরের পাশের পথটা ছাড়া কিছুই তারা দেখতে পেতো না, অথচ সেই পথে যেতে তাদের মানা ছিলো না। কিন্তু প্রাচীরে চড়াটা তাদের নিষিদ্ধ ছিলো বলে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীরে চড়তে পছন্দ করতো। প্রাচীরের উপর থেকে পথচারীদের প্রতি ঢিল ছুঁড়ে নিজেরা আত্মগোপন করতো। তাতেই তারা আমোদ পেতো। তাদের এই রোমাঞ্চকর অনুভূতির মধ্যে সাহসিকতা এবং ধরা পড়ার ভীতি যুগপৎ দ্বিধাবিভক্ত ছিলো। একটা কালো-বোবা-পঙ্গুমেয়ে আঙিনার এক কোণে একটা কাষ্ঠস্তূপের পাশে তার কালো বড় বড় চোখে মিনতি ও কঠোরতার অভিব্যক্তি নিয়ে তাদের পানে তাকিয়ে থাকতো। ছেলের দল তাকে ভয় করতো; কখনো তাকে উত্যক্ত করতে সাহস পেতোনা বরং সে পুনে ফেলবে ভয়ে নীচু গলায় কথা বলতো। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে খেলা করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতো। তখন মেয়েটা খুশীতে পাগলের মতন হাসতো, কিন্তু নিজের নির্দিষ্ট কোণ থেকে নড়তোনা।

পল কল্পনার দৃষ্টি মেলে আবার সেই মেয়েটার কালো চোখ দুটো দেখে। তার কালো ডাগর চোখের অতলে বেদনা ও কামনার আলো জ্বলছে। সে তার স্মৃতির গহনে সেই রহস্যময় সুদূর আঙিনার কোণে সেই-চোখ দুটো দেখে। তার মনে হয় ঐ দুটো চোখের সাথে এজনিসের চোখের সাদৃশ্য রয়েছে।

o o o o

পল আবার সেই রাস্তাটায় নিজকে দেখতে পায় যে রাস্তাটায় তারা পথচারীদের প্রতি ঢিল ছুঁড়তো। সেই রাস্তাটায় একটু এগিয়ে একটা কানা গলির মোড়। সেই গলিটার শেষ মুখে কয়েকটা ভাঙ্গা চোরা বাড়ী তার মনে পড়ে। সে-রাস্তা আর কানা গলিটার মাঝ খানে একটা বড় ভদ্রলোকের বাড়ীতে সে বাস করতো। সে বাড়ীতে একমাত্র মহিলারা বাস করতো। সবাই মেদবহুল আর রাশভারী প্রকৃতির। সন্ধ্যে হলেই সে বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যেতো। সে বাড়ীতে মহিলা আর পুরোহিত ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার ছিলোনা। তাদের সাথে সে বাড়ীর মহিলারা হাসি তামাসা করতেন তবে সুর্তকতা ও শালীনতার সীমা লংঘন করে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাড়ীতে আগত পুরোহিতদের একজন এক দিন তার কাঁধ ধরে তার ভীরু মুখটা জোর করে তুলে ধরে প্রশ্ন করেছিলেন,

"তুমি পুরোহিত হতে চাও, তাকি সত্যি?" বালক পল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তেই পুরোহিত তাকে ধর্মীয় বিষয়-বস্তু সমবলিত একটা ছবি দিয়ে আদর করে তার পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন। সে তখন ঘরের এক কোণে বসে পুরোহিত এবং মহিলাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা শুনছিলো। তারা তখন আত্মার যাজক পল্লীর পুরোহিত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সেই পুরোহিত কেমন করে শিকারে যায়, ধূমপান করে, দাড়ি কাটে না এসব আলোচনা, কিন্তু এসব সত্বেও বিশপ তাকে এসব কাজে বাধা দিতে দ্বিধা করেন, কারণ এই পুরোহিত চলে গেলে তার স্থানে এই দূর গ্রামে স্বেচ্ছায় পড়ে থাকার মতন অন্য পুরোহিত পেতে অত্যন্ত কঠিন হবে। তা ছাড়া, এই আরাম আয়েশ প্রিয় পুরোহিত এই বলে ভীতি প্রদর্শন করতো যে, তার কোন পুরোহিত এসে তাকে তার স্থান থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করলে, সে তাকে বেঁধে নদীতে ছুঁড়ে ফেলবে।

"সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো আত্মারের নির্বোধ অধিবাসীরা তার প্রতি অনুরক্ত, যদিও তারা তাকে আর তার যাদুবিদ্যাকে ভয় পায়। তার মধ্যে কেউ কেউ এটাও বিশ্বাস করে যে সে খ্রীষ্ট বিরোধী আর সব মেয়েরা স্পষ্টই বলে বেড়ায় যে তারা এই পুরোহিতের উত্তরাধিকারীদের কে আঁটির মতন বেঁধে নদীতে ছুঁড়ে ফেলার কাজে তাকে সাহায্য করবে।"

"কথাটা শুনতে পাচ্ছ, পল? যদি তুমি পুরোহিত হও আর তোমার মায়ের গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার ভাবনা ভাব, তবে তোমাকে প্রাণান্ত হাসি-খুশী জীবনের সন্ধান করতে হবে।"

একজন মহিলা ঠাট্টা করে এ কথাগুলো, পলকে বলেছিলেন। এই মহিলার নাম মেরিয়ালেনা। পলকে দেখা শোনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিলো। তিনি যখন পলের মাথার চুল আচড়াবার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলকে কাছে আকর্ষণ করতেন তখন তার মেদবহুল ভুঁড়ি আর কোমল মাংসল বক্ষদেশের সংস্পর্শে পলের মনে হতো এই মহিলার দেহটা গদির তৈরী। মেরিয়েলেনাকে তার খুব ভালো লাগতো। বিশাল বপু সত্বেও তার মুখখানা ছিলো পেলব আর কমনীয়, গন্ডদেশ রক্তিমাভ আর বাদামী চোখ দুটো স্নিগ্ধ কোমল। পল তার পানে এমনি ভাবে তাকাতো যেমন করে কেউ বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান পাকা ফলের পানে তাকায়। সম্ভবত মেরিয়েলেনাই পলের প্রথম প্রেম।

তারপর এলো সেমিনারীতে তার শিক্ষা জীবন। অক্টোবরের এক সকালে তার মা তাকে সেমিনারী বা ধর্মীয় শিক্ষায়তনে নিয়ে গেলো। তখন আকাশটা ছিলো সুনীল নির্মল, স্নিগ্ধ বাতাসে ছিলো টাটকা মদের সৌরভ। পথটা খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। পাহাড়ের চূড়ায় একটা খিলান-ঢাকা পথ শিক্ষায়তনের সংগে বিশপের বাড়ীটা যুক্ত করেছে। রৌদ্রস্নাত রুক্ষ প্রান্তরের বুকে কুটির ও গাছ-পালা পরিবেশিত হয়ে প্রস্তর নির্মিত সিঁড়িওয়ালা বাড়ীটা ফ্রেমে বাধা ছবির মতন দেখাচ্ছে। ছবিটার নিম্নভাগে গীর্জার চূড়াটা দৃশ্যমান; বিশপের বাড়ীর সামনের পথে বিছানো প্রস্তর খন্ডের ফাঁকে ফাঁকে অংকুরিত তৃণগুচ্ছ উঁকি দিচ্ছে। কতিপয় লোক অশ্বপৃষ্ঠে পথটা অতিক্রম করছে; অশ্বের পা গুলো লোমে ঢাকা, ক্ষুরগুলো লোহার নালে আবৃত; নালগুলো সূর্যকিরণে চক্ চক্ করছে। এ সব দৃশ্য পলের চোখে পড়ে; কারণ সে নিজের এবং তার মায়ের দৈন্য দশায় লজ্জা জড়িত আনত দৃষ্টিতে পথ চলছে। তাইতো! কেন সে তাদের এই দৈন্য দশাকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারছে না ? সে সর্বদাই তার মা সম্বন্ধে লজ্জিত; কারণ তার মা একজন পরিচারিকা। সেই দরিদ্র নির্বোধদের গাঁয়ে তার জন্ম। অবশ্য পরে, বহু পরে সে তার এই হীনমন্যতাবোধ, তার অহংকারবোধ ও ইচ্ছাশক্তির জোরে জয় করেছিলো। অতীতে সে তার বংশগত আভিজাত্যহীনতার জন্য অযৌক্তিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই লজ্জা অনুভব করুক, পরবর্তী জীবনে তার এই জন্মগত আভিজাত্যহীনতার জন্য সে ততই গৌরব বোধ করেছে এবং স্বেচ্ছায় এই জীর্ণ পল্লীতে বসবাস করে, মনের আনুগত্য স্বীকার করে ছোট খাট ইচ্ছা পূরণ করে এবং মায়ের নিরহংকার জীবন ধারার সংগে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে বলে ঈশ্বরের সামনে গৌরব বোধ করেছে।

কিন্তু শিক্ষায়তনে তার মায়ের পরিচারিকা বৃত্তি এবং তার চেয়েও শিক্ষায়তনের রান্না ঘরে তার হীনতর জীবনের স্মৃতি, তার জীবনের সব চেয়ে অবমাননাকর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় অথচ তার মা তারই কল্যাণের জন্য এই দাসীবৃত্তি করেছেন। সে কনফেশন বা কম্যুনিয়ান অনুষ্ঠানে যোগদানে গেলে তার উপর-ওয়ালা তাকে তার মায়ের হস্ত চুম্বন করতে এবং তার কৃত অপরাধের জন্য তাকে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করতেন। মা তখন তাড়াতাড়ি তার ভিজে হাতটা ঘর মোছা নেকড়া দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিতো। মায়ের হাত থেকে সাবানের ফেনার গন্ধ আসতো, মায়ের জীর্ণ প্রাচীরের মতন হাত দুটো ছিলো ফাটল ধরা আর বলিরেখা চিহ্নিত। এই হাত চুম্বন করার জন্য তার উপর জবরদস্তিতে লজ্জা ক্রোধে তার মনে জ্বালা ধরতো। মায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার অক্ষমতার জন্য সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইত।

এমনি করে শিক্ষায়তনের স্যাতস্যাতে ধোঁয়াচ্ছন্ন রান্নাঘরে মায়ের পিছনে লুকিয়ে থেকে পলের কাছে ঈশ্বর আত্ম প্রকাশ করে, যে-ঈশ্বর স্বর্গ-মর্ত্য সর্বত্র এবং সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান।

এমনি কোন আনন্দঘন মুহূর্তে পল তার ক্ষুদ্র কক্ষে শায়িত অবস্থায় বাইরের অন্ধকারের পানে তার বিস্ফারিত চক্ষু মেলে বিনীত চিত্তে ভাবতো, "আমি এক জন পুরোহিত হব, আমি জনগোষ্ঠীকে পাপ মুক্ত করে ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করব।" এমনি অবস্থায় সে তার মায়ের কথাও চিন্তা করতো। আর সে যখন মায়ের থেকে দূরে থাকতো, মাকে দেখতে পেতোনা, তখন তার মনে মায়ের প্রতি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসা উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। তখন সে উপলব্ধি করতো যে তার মায়ের কারণেই তার এই শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ তার মা তাকে ছাগ, মেষ চড়ানোর কাজে না লাগিয়ে বা তার বাপের মতন আটাকলে মোট বহনের কাজে না লাগিয়ে তাকে একজন পুরোহিত রূপে তৈরী করছে, যে-পুরোহিত জনগোষ্ঠীকে পাপ মুক্ত করে ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নত করতে পারে।

এমনি করে তার জীবনের ব্রত সম্বন্ধে তার মনে একটা ধারনার সৃষ্টি হয়। সংসার সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান ছিলোনা। তার স্মৃতিতে সব চেয়ে প্রোজ্জ্বল আর আবেগময় হয়ে আছে প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবাদির আনুষ্ঠানিকতা। তার বর্তমান যন্ত্রণাকাতর তিক্ত জীবনেও, সে সব উৎসবাদির স্মৃতিতে তার অন্তরে ঔজ্জ্বল্য ও আনন্দবোধ জাগে, সে সব উৎসবাদির স্মৃতি তার মুখশ্চক্ষে জীবন্ত ছবি হয়ে দেখা দেয়। গীর্জায় শ্রুত অর্গানের সুর আর 'পবিত্র সপ্তাহে' অনুষ্ঠিত রহস্যময় আনুষ্ঠানিকতা তার বর্তমান জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার অংগ হয়ে দাঁড়ায়, এই জীবন মৃত্যুর যন্ত্রণার বোঝা তাকে তার শয্যায় চেপে ধরে বলে মনে হয়, মানুষের পাপের বোঝা যেমন করে প্রভু যীশুকে তার সমাধিতলে চেপে রেখেছে।

এই সব রহস্যময় চিত্ত চাঞ্চল্যের এক সময় সর্বপ্রথম এক নারীর সংগে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন সে কথা যখন মনে পড়ে, তখন তা স্বপ্নের মতন মনে হয়। এস্বপ্ন, সুখ-স্বপ্নও নয়; দুঃস্বপ্নও নয়; এ স্বপ্ন অদ্ভুত বলে তার মনে হয়।

যে সব মহিলাদের সাহচর্যে তার শৈশব জীবন কেটেছে, ছুটির দিনে সে তাদের সংগে দেখা করতে যেতো। তারা তাকে এমনি সাদরে একজন অতিপরিচিত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো যে সে যেন ইতিমধ্যেই একজন পুরোহিত বনে গেছে। তার আগমনে তারা আনন্দিত হতো, তবে আচার-আচরণে তারা তাদের আপন মর্যাদা রক্ষা করে চলতো। মেরিয়েলেনার পানে তাকালেই পলের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠতো। আর এ জন্য সে নিজকে তিরস্কার করতো;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ এখনো মেরিয়েলেনাকে তার ভালো লাগলেও, মেরিয়েলেনা এখন অমার্জিত বাস্তবতা নিয়ে তার চোখে ধরা পড়ে—মেদবহুল কোমলাঙ্গ আর বেঢপ। তা সত্ত্বেও মেরিয়েলেনার উপস্থিতি ও অমায়িক দৃষ্টি তার বুকে মৃদু শিহরণ জাগাতো।

মেরিয়েলেনা আর তার বোনেরা পলকে উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজে নিমন্ত্রণ করতো। একবার এক বিশেষ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে সে নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে পৌঁছে। মেরিয়েলেনা এবং অন্যান্যদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকার অবসরে সে বাড়ীর উদ্যানে বেরিয়ে উদ্যান প্রাচীরের পাশে পপলার গাছের সোনালী পাতা-ঝরা পথটায় পায়চারী করতে থাকে। সুনীল নির্মল আকাশ; পুবালী পাহাড় থেকে উষ্ণ মৃদু বাতাস বইছে। দূরে কোথা থেকে একটা কোকিলের কুহু ধ্বনি ভেসে আসছে।

বালসুলভ চপলতায় সে গোড়ালীর উপর ভর দিয়ে পল বাদাম গাছ থেকে এক ফোঁটা রজন সংগ্রহের জন্য উঁকি দিতেই সহসা তার চোখে পড়ে, এক জোড়া সবুজাভ চোখ প্রাচীরের ওপারের গলি থেকে নির্নিমিখ দৃষ্টি মেলে তারি পানে চেয়ে আছে। মার্জারের চোখের মতন মেয়েটার চোখ; মেয়েটার সমস্ত ব্যক্তিত্বটাই মার্জার সুলভ। গলির শেষ প্রান্তে অবস্থিত বাড়ীটার অন্ধকার সিঁড়িতে মেয়েটা গুটিসুটি মেরে বসে আছে। মেয়েটার ছবি তার উপর এমনি এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করে যে তার হাতের রজনটুকু তার দুআঙ্গুলের ফাঁকেই রয়ে গেলো; সে তার মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি মেয়েটার দৃষ্টি থেকে কিছুতেই ফিরাতে পারলোনা। মেয়েটার বাড়ীর দরজার পাশের একটা জানালার কথা তার মনে পড়ে। জানালার চার দিকে সাদা রেখার পরিবেষ্টন; এই পরিবেষ্টনের মাঝখানে একটা ক্রুস চিহ্ন আঁকা। শৈশব থেকে এই জানালাটা তার চেনা। ক্রুস চিহ্নটা লোভ-লালসার বিরুদ্ধে রক্ষা-কবচ। এই চিহ্নটা দেখে তার কৌতূহল জাগতো; কারণ এই কুটিরবাসিনী মেরিয়া পাসকা একজন ভ্রষ্টা মেয়ে। সে মেয়েটাকে মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছিলো। তার মাথায় ঝড়ানো ঝালর দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমালের নিচে তার শ্বেত শুভ্র গ্রীবাদেশ আর কানে রক্তের ফোঁটার মতন এক জোড়া প্রবালের দোল তার চোখে পড়ছিলো। তার দুই কনুই জানুর উপর আর ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল দুই হাতের উপর ন্যস্ত। মেরিয়া পাসকা আনত বসে থেকে তার পানে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে হাসলো। তার সমান্তরাল শুভ্র দন্তরাজি আর প্রখর দৃষ্টি তার মার্জার সুলভ প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি। সহসা সে হাত দুটো কোলের উপর মাথাটা নামিয়ে বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে গেলো। একজন বিরাট বপু পুরুষ মাথার টুপিটা নুইয়ে তার মুখটা আড়াল করে সতর্ক পদে প্রাচীরের ছায়ার উপর দিয়ে আসছিলো।

মেরিয়া পাসকা তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হয়ে গেলো আর আগন্তুক তাকে অনুসরণ করে ভিতরে যেতে যেতে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

AMARBOI.COM

o o o o

উদ্যানে পায়চারী করার কালে তার সেই ভয়ংকর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা পল কখনো ভুলতে পারেনি। পায়চারী করার কালে গলির জীর্ণ বস্তীর কুটির অভ্যন্তরে বন্দী দুজন নর-নারীর কথা ভেবে সে অস্থির বিষণ্ণতা ও অস্বস্তির অনুভূতি নিয়ে একটা অসুস্থ জানোয়ারের মতন নিঃসঙ্গতা কামনা করছিলো। ভোজ সমাবেশে অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের রসোচ্ছল আলাপচারিতায় সে অংশ গ্রহণ করেনি। ভোজ-পর্ব সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে আবার উদ্যানে বেরিয়ে আসে। মেয়েটা ঠিক আগের জায়গাটায় আগের মতন নব আগন্তুকের প্রতীক্ষায় বসেছিলো। সেই স্যাতস্যাতে দোরগোড়াটায় কখনো সূর্যালোক পড়েনা বলে সর্বক্ষণ ছায়ায় থেকে থেকে যেন মেয়েটার দেহটা এমনি ফ্যাকাশে আর কোমল।

ধর্মীয় শিক্ষায়তনের এই শিক্ষার্থীকে দেখে মেয়েটা অনড় বসে থেকে তার পানে চেয়ে হাসে; তারপর সেই বিরাট বপু লোকটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগমনে যেমনটি হয়েছিলো তেমনিভাবে গম্ভীর হয়ে যায়। সে একজন ছেলে মানুষের সংগে যেমন করে কথা বলে তেমনি করে পলকে ডেকে বলে,

"শোন, তুমি কি আগামী শনিবার আমার বাড়ীতে এসে বাড়ীটাকে আশীর্বাদ করবে? আগের পুরোহিত বাড়ী বাড়ী ঘুরে আশীর্বাদ করতো কিন্তু আমার বাড়ীতে আসতে সম্মত হয়নি। সে তার চালাকি নিয়ে জাহান্নামে যাক।"

পল তার কথায় সাড়া দেয় না। মেয়েটাকে লক্ষ্য করে একটা ঢিল ছুঁড়তে তার ইচ্ছে হয়। সে প্রাচীর থেকে একটা প্রস্তরখণ্ডও কুড়িয়ে নেয়, কিন্তু পরক্ষণেই তা ফেলে দিয়ে হাতটা রুমালে মুছে নেয়। সারাটা 'পবিত্র সপ্তাহ' ব্যাপী প্রার্থনা সমাবেশে স্তব এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ কালে কিংবা অন্যান্য শিক্ষার্থীসহ মোমবাতি হস্তে বিশপকে পথ প্রদর্শন কালে তার মনে হয় সেই মেয়েটা সর্বক্ষণ অপলক দৃষ্টি মেলে তার পানে চেয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত এটা যেন একটা অনিবার্য মোহাচ্ছন্নতায় পরিণত হয়। শয়তান কবলিত এই মেয়েটাকে শয়তান-মুক্ত করার ইচ্ছে তার মনে জাগে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এক অকারণ অনুভূতি জাগে যে, শয়তান তার নিজের অন্তরেই অবস্থান করছে। পদ প্রক্ষালন অনুষ্ঠান কালে বিশপ যখন 'দ্বাদশ ভিক্ষুক' এর পদ-প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে মাথা নত করলেন,—যে 'দ্বাদশ ভিক্ষুক'কে দেখে মনে হয় তারা সত্যিকার বারোজন দেবদূত,—তখন পলের হৃদয় এই ভেবে অভিভূত হয়ে ওঠে যে গেলো ইস্টার পর্বের পূর্বে প্রাক্তন পুরোহিত এই ভ্রষ্টা মেয়েটার বাড়ী আশীর্বাদ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন অথচ প্রভু যীশু ম্যাগডেলেনকে ক্ষমা করেছিলেন। পুরোহিত এই ভ্রষ্টা মেয়েটার বাড়ীটাকে পবিত্র করে দিলে এই মেয়েটা হয়ত তার আচার-আচরণ সংশোধন করতো। অন্যান্য ভাবনা বাদ দিয়ে এই ভাবনাই তৎক্ষণাৎ তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে বসে। আজ এত দিন পর এই ভাবনা ভাবতে গিয়ে সে উপলব্ধি করে যে তার সহজাত প্রবৃত্তি এই ক্ষেত্রে তাকে প্রতারণা করেছিলো। কারণ, তখনো সে নিজকে ভালো করে বুঝতে পারেনি। তখন সে নিজকে বুঝতে পারলে সম্ভবতঃ শনিবার গলির সেই ভ্রষ্টা মেয়েটাকে দেখতে যেতো।

o o o o

পথের মোড়টা ঘুরতেই পল দেখতে পায় মেরিয়া পাসকা তার দোর গোড়ায় নেই, তবে দরজাটা খোলা আছে। কোন আগন্তুক ঘরে নেই; এইটা তার সংকেত। অনিচ্ছাক্রমে সে সেই বিরাট বপু লোকটার অনুকরণে প্রাচীরের ছায়া মাড়িয়ে গলি পথ বেয়ে এগিয়ে যায়। তার মন চাইছিলো মেয়েটা তার আগমন প্রতীক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকবে আর তাকে দেখে বিষণ্ন গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াবে। গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছে তার চোখে পড়ে, মেয়েটা বাড়ীর পাশের একটা কূয়ো থেকে পানি তুলছে। তা দেখে তার মনটা আনন্দে নেচে ওঠে ;কারণ মেয়েটাকে তখন ঠিক মেরী ম্যাগডেলেনের একটা ছবির মতন দেখাচ্ছিলো। কূয়ো থেকে পানির বালতি তোলার ফাঁকে পলকে চোখে পড়তেই তার মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে যায়। জীবনে পল তার চেয়ে সুন্দর কোন মেয়ে দেখেনি। এবার তার মনে সেখান থেকে পলায়নেচ্ছা জাগে, কিন্তু লজ্জায় সে তা পারে না। পানির পাত্রটা হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশের সময় মেয়েটা পলকে কি একটা কথা বলে। পল তা বুঝতে পারেনি। সে মেয়েটাকে অনুসরণ করে ভিতরে প্রবেশ করতেই মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দেয় । কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তারা একটা চোরা দরজা দিয়ে দোতলার একটা ঘরে প্রবেশ করে। এই ঘরের জানালায়ই লোভ লালসার রক্ষা-কবচ ক্রুস চিহ্নটা আঁকা র য়ছে। মেয়েটা তাকে নিয়ে যেতে যেতে তার মাথা থেকে টুপীটা টান মেরে খুলে এক ঝলক হাসি হেসে টুপীটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

o o o o

পল পরেও বার কয়েক মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে গেছে কিন্তু পৌরহিত্য কর্মে নিয়োগের এবং কোমার্যব্রত গ্রহণের পর নারী সংসর্গ সে পরিহার করেছে। ব্রতের হিমায়িত বর্মের আবরণে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি শিলীভূত হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। অন্য কোন পুরোহিত সম্বন্ধে কলঙ্ক কাহিনী শুনলে সে স্বীয় পবিত্রতায় গর্ব অনুভব করেছে; আর গলির সেই মেয়েটার সঙ্গে তার দুঃসাহসিক অভিযানকে সে একটা অসুস্থতা বলে ভেবেছে। সে অসুস্থতা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে বলে তার ধারণা।

এই ক্ষুদ্র পল্লীতে বসবাসের প্রথম কয় বছর সে নিজের সম্বন্ধে ভেবেছে যে তার জীবনটা বুঝি সে উপভোগ করে ফেলেছে। জীবন তাকে যা দিতে পারতো, দুঃখ-দুর্গতি, মান-অপমান প্রেম-প্রীতি আনন্দ-সম্ভোগ, পাপ-প্রায়শ্চিত্ত, সব কিছু সে জেনে ফেলেছে। সে এখন একজন বৃদ্ধ বিবাগী সন্ন্যাসীর মতন সংসার থেকে নিজকে প্রত্যাহার করে ঈশ্বরের রাজ্যে গমনের অপেক্ষা করছে। আর এখন সহসা সে আবার অন্য একজন নারীর চোখে ঐচ্ছিক জীবনের ভোগানন্দ দেখতে পায় এবং প্রথম দিকে সে এমনি বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয় যে সে এই ঐহিক জীবনকে অনন্ত জীবন বলে ভুল করে।

প্রেম দেয়া-নেয়া আর ভালোবাসাবাসি আছে বলেই কি এই মাটির পৃথিবীটা ঈশ্বরের রাজ্য নয় ? এই কথা মনে পড়তেই তার বুক আনন্দে ফুলে ওঠে। হায় প্রভু, আমরা কি এতই অন্ধ ? আমরা কোথায় আলো পাব ? পল নিজকে একজন অজ্ঞ বলে জানে। তার জ্ঞান কতিপয় গ্রন্থের ছড়ানো-ছিটানো টুকরোর সমষ্টি মাত্র; সমস্ত গ্রন্থের সারমর্ম সম্বন্ধে তার উপলব্ধি অসম্পূর্ণ; কিন্তু সর্বোপরি মহাগ্রন্থ বাইবেলের রোমান্টিকতা এবং অতীতের বস্তুনিষ্ঠ ছবি তার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এই কারণেই সে নিজের উপর এবং তার আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধানের উপর নির্ভর করতে পারছেনা। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধি করে যে তার আত্মজ্ঞান নেই, নিজের উপর তার প্রভুত্ব নেই এবং সে সারা জীবন আত্ম প্রবঞ্চনা করেছে।

সে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। তার সমগোত্রীয় মানুষ যেমন কারখানা শ্রমিক বা মেষ পালকের মতন সেও প্রবল সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। সে তার সহজাত প্রবৃত্তির নির্দেশানুযায়ী চলতে পারেনা বলেই তাকে দুঃখ-যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে। এবার সে তার রোগের নির্ভুল নিদান খুঁজে পেয়েছে। সে অসুখী, কারণ সে একজন পুরুষ হয়ে পুরুষের স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ, প্রেম, আনন্দ, সম্ভোগ এবং স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আরো গভীরভাবে চিন্তা করে সে উপলব্ধি করে যে আনন্দ-সম্ভোগ পরিণামে শুধু পরম বিতৃষ্ণা আর মানসিক যন্ত্রণারই সৃষ্টি করে। সুতরাং দেহের রক্ত-মাংসই শুধু জীবনোপভোগের সুযোগ লাভের জন্য আর্তনাদ করে না বরং দেহ-কারাগারে বন্দী আত্মাও বন্দী দশা থেকে মুক্তির জন্য আর্তনাদ করে। প্রেমের পরম মুহূর্তে আত্মা শূন্য মার্গে উড্ডীন হয়ে আবার দ্রুত আধারের অভ্যন্তরে ফিরে আসে। আত্মার এই স্বল্প স্থায়ী স্বাধীনতাই কারাজীবন শেষে দেহের প্রাচীর ভাংগার পর আত্মার স্থান নির্দেশ করতে যথেষ্ঠ। সে স্থান অনন্ত আনন্দের জীবন, সে জীবন স্বয়ং অনন্তের জীবন।

অবশেষে পল ক্লান্ত বিষন্ন হাসি হাসে। এ সব কথা সে কোথায় পড়েছে? কোথাও পড়েছে নিশ্চয়; কারণ কোন নতুন ধারণা উদ্ভাবনের দুরহংকার তার নেই, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ যা সত্য তা সব মানুষের জন্য চিরন্তন সত্য; যেমন সব মানুষের হৃদয় অভিন্ন। সে এত কাল অন্যান্য মানুষ থেকে নিজকে স্বতন্ত্র মনে করতো। সে নিজকে একজন স্বেচ্ছানির্বাসিত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের যোগ্য ব্যক্তি মনে করতো। সম্ভবতঃ ঈশ্বর তাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও দুঃখবোধসম্পন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে পাঠিয়ে এই ভাবে শাস্তি দিচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে; তার নির্ধারিত পথ তাকে অনুসরণ করতে হবে।

পাঁচ

পল বুঝতে পারে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সহসা ঘুম ভাঙলে যা হয়। সে চমকে উঠে এক লাফে শয্যা ত্যাগ করে। দিশে-হারা হয়ে উত্তেজনায় তার মনে হয়, তার যেন কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিলো। দেরী হয়ে গেছে বলে সে শঙ্কিত হয়। সে সটান দাঁড়াতে চেষ্টা করে আবার নিস্তেজ হয়ে বিছানায় বসে পড়ে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন তার দেহের বোঝা বইতে পারছে না। ঘুমন্ত অবস্থায় তার সারা দেহ যেন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেছে। বুকের উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে গুটিসুটি বসে দরজা ধাক্কার জওয়াবে অস্পষ্ট সাড়া দেয়। তার মা তাকে সকালে জাগিয়ে দেবার কথা ভুলেনি। আগের দিন তাকে জাগিয়ে দেবার জন্য সে তার মাকে অনুরোধ করেছিলো। তার মা তার স্বাভাবিক কাজ করেছে। রাত্রে কি ঘটেছিলো সে কথা তার মনে নেই। আজকের সকালটা যেন যে-কোন সকালের মতন। তাই সে তার ছেলেকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গিয়েছে।

হ্যাঁ, আজকের সকালটা অন্য যেকোন সকালের মতন বটে। পল আবার দাঁড়িয়ে পোশাক পরতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সে নিজকে সামলে নিয়ে পুরোহিতের নির্দিষ্ট পোশাক পরে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সে ঠেলা দিয়ে জানালাটা খুলে দিতেই রুপোলী আকাশের উজ্জ্বল আলোর ছটা তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; পাহাড়ের পাদদেশে পাখীর কলকাকলী মুখর ঝোপ-ঝাড় সকালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোয় ঝিকমিক করে। বাতাসের তীব্রতা কমে গেছে; গির্জার ঘণ্টা ধ্বনি বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘণ্টা ধ্বনি তাকে আহ্বান করছে। বাহ্যিক সব দৃশ্য তার চোখে অদৃশ্য হয়ে যায়, যদিও আভ্যন্তরীণ দুঃখ জ্বালা থেকে সে নিষ্কৃতি চায়। কক্ষাভ্যন্তরের সুগন্ধে সে দৈহিক যন্ত্রণা অনুভব করে। এই সুগন্ধ তার মনে যে স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, তাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। গীর্জার ঘণ্টা তাকে ডাকতে থাকে, কিন্তু সে তার কক্ষ ত্যাগ করবে কিনা স্থির করতে পারে না। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে পায়চারী করতে থাকে। আয়নাটার পানে তাকিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু আয়নাটা এড়িয়ে থাকা নিরর্থক। আয়নায় প্রতিবিম্বিত সেই মেয়েটার ছবি তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। সে আয়নাটা ভেংগে হাজার টুকরো করে দিতে পারে কিন্তু মেয়েটার সম্পূর্ণ মুখচ্ছবিটা অখণ্ডিত রূপে প্রতিটি টুকরোয় প্রতিবিম্বিত হয়ে বিরাজ করবে।

প্রার্থনা সমাবেশের জন্য দ্বিতীয় বার গির্জার ঘণ্টাটা অবিরাম বাজতে থাকে; তাকে আহ্বান জানায়। সে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে, কি যেন খোঁজে, কিন্তু পায় না। সব শেষে সে টেবিলে বসে লিখতে আরম্ভ করে। বাইবেলের একটি বিশেষ স্তবক "তুমি সংকীর্ণ প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ কর" ইত্যাদি নকল করতে আরম্ভ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা আড়াআড়ি ভাবে কেটে দেয়। তারপর কাগজের উল্টো দিকে সে লিখে,

"অনুগ্রহ করে তুমি আর আমার প্রত্যাশা করবে না। আমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনার জালে জড়িয়ে ফেলেছি। অনতিবিলম্বে আমাদেরকে এই জাল ছিন্ন করতে হবে যদি অধঃপতনের অতলে নিজেদের না ডুবিয়ে মুক্তি চাই। আমি আর তোমার কাছে আসছিনা; তুমও আর আমার সংগে সাক্ষাতের চেষ্টা করোনা। আমাকে ভুলে যাও; আমাকে কোন পত্র লিখোনা।"

এবার সে নিচে গিয়ে মাকে ডাকে; মায়ের দিকে না তাকিয়েই পত্রটা তার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটা এখখুনি তার কাছে নিয়ে যাও। তার নিজের হাতে এটা দিতে চেষ্টা করো। পত্রটা দিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এসো।"

তার হাত থেকে চিঠিটা নেবার সময় পল টের পায়। সে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য সস্তি অনুভব করে।

এবার তৃতীয় বারের মতন ঘণ্টা বাজতে থাকে। ঘণ্টা-ধ্বনি উচ্চ নিনাদে শান্ত পল্লী আর ঊষার ধূসর উপত্যকা ভূমির উপর ছড়িয়ে পড়ে। উপত্যকার নিম্নাঞ্চল থেকে চামড়ার ফালি লাগানো গ্রন্থিল যষ্টি হাতে বুড়োর দল আর রুমালে মাথা ঢেকে মেয়েরা গীর্জায় প্রবেশ করে। বড় রুমালে ঢাকা তাদের মাথাগুলো বিরাট মনে হয়। বুড়োরা বেদীর কাছাকাছি রেলিঙের সামনে আসন গ্রহণ করে। স্থানটা মাটির সোঁদা গন্ধে ভরে যায়। গির্জার দলিলপত্র রক্ষণ-বেক্ষণকারী অল্পবয়স্ক এন্টিয়োকাস ধুনুচিটা প্রবলভাবে দুলিয়ে বুড়োদের দিকে সুগন্ধি ধোঁয়াটা ছড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে ধূপের ধোঁয়াটা ঘন মেঘের মতন বেদীটাকে গির্জার অন্যান্য অংশ থেকে আড়াল করে দেয়। শুভ্র আঙরাখা পরিহিত এন্টিয়োকাস আর রঙিন বুটাদার আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিহিত ফ্যাকাশে পুরোহিত যেন মুক্তোশুভ্র কুয়াশার মাঝখানে ঘুরে বেড়ায়। পল এবং এন্টিয়োকাস দুজনের কাছেই এই ধোঁয়া আর ধোঁয়ার গন্ধটা ভালো লাগে। তাই তারা ধূপ ধুনো প্রচুর পরিমাণে খরচ করতে কসুর করে না। গীর্জার প্রার্থনা সমাবেশে আগত লোকদের পানে পুরোহিত আধ-বোঁজা চোখে ভ্রূ কুচকে তাকায়, যেন ধোঁয়ায় তার দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে। বস্তুতঃ সমবেত ভক্তদের সংখ্যালপতায় অসন্তুষ্ট পুরোহিত আরো অধিক সংখ্যক ভক্তের আগমন প্রতীক্ষা করছে। প্রকৃতপক্ষে আরো জন কয়েক ভক্ত এসে উপস্থিত হয়। সবার শেষে তার মা আসে। মাকে দেখে তার মুখ-চোঁচট বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চিঠিখানা তা হলে এজনিসকে দেয়া হয়েছে। এবার তা' হলে আত্মবলি সম্পন্ন হয়েছে। তার ললাট-দেশে মরণ ঘাম দেখা দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনারত হাত তুলতেই তার মনের গোপনে এই প্রার্থনাই উচ্চারিত হয় যে তার রক্ত-মাংসের নিবেদিত অর্ঘ্য যেন গৃহীত হয়। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, যে-নারীর উদ্দেশ্যে চিঠিটা লিখা হয়েছে সেই নারী চিঠিটা পড়েই হতচেতন হয়ে পড়ে আছে।

সমবেত প্রার্থনা সমাপ্তির পর পল ক্লান্তিতে জানু পেতে লাতিন ভাষায় একটি স্তোত্র একঘেয়ে সুরে আবৃত্তি করে আর ভক্তের দল সেই স্তোত্রে সাড়া দেয়। তার মনে হয়, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বেদী-তলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়তে তার ইচ্ছে হয়, মেষ-পালক যেমন প্রান্তরের প্রস্তর খণ্ডের উপর শুয়ে ঘুমোয়। ধূপ-ধুনোর আড়ালে সে সামনের কাঁচ ঢাকা কুলুঙ্গীর অভ্যন্তরে ম্যাডো-নার ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তিটা অস্পষ্ট দেখতে পায়। সকলেই একে অলৌ-কিক বলে বিশ্বাস করে। একটা পাত্রে স্থাপিত সূক্ষ্ম কারুকার্য করা খোদাই-করা মণি-মুক্তোর কালো প্রতিমূর্তি। সে মূর্তিটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। যেন অনেক দিন অনুপস্থিতির পর সে এটা প্রথম বারের মতন আবার দেখছে। এত কাল সে কোথায় ছিলো? তার চিন্তাধারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়; তার কোন কথা মনে পড়েনা।

তারপর সে সহসা উঠে দাঁড়ায়; সমবেত শ্রোতৃ মণ্ডলীর পানে মুখ ফিরিয়ে ভাষণ দিতে থাকে। বিশেষ উপলক্ষেই সে এধরনের ভাষণ দিতো। সে স্থানীয় ভাষায় কঠোর কণ্ঠে তার বক্তব্য পেশ করে যেন বুড়োদের ভৎর্সনা করছে। তার ভাষণ স্পষ্ট শোনার জন্য তাঁরা তাদের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল বেদীর স্তম্ভগুলোর ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দেয় আর মেয়েরা ভীতি ও কৌতূহল মিশ্রিত মুখ নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। এণ্টিয়োকাস প্রার্থনা-গ্রন্থখানা হাতে নিয়ে আয়ত চোখে পলের পানে একবার তাকিয়ে আবার শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পানে মজা উপভোগের উদ্দেশ্যে ভীতিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনোনিবেশ সহকারে ভাষণ শোনার জন্য হুমকি দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ" পুরোহিত বলতে থাকে, "শ্রোতার সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। তাতে আমার লজ্জা হয়। আমি যেন এমনি একজন মেষ-পালক যার মেষ হারিয়ে যাচ্ছে। কেবল রোববারের সমবেশে গির্জায় লোকদের সমাবেশ সামান্য বেশী হয়। তোমরা কোন বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে এখানে আসনা, তোমরা এখানে দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে আস। তোমরা প্রয়োজনের তাকিদে নয়, বরং অভ্যেস বশতঃ আস, যেমন অভ্যেস বশতঃ পোষাক পরিবর্তন কর বা বিশ্রাম গ্রহণ কর। এবার তোমরা জেগে ওঠ ! জাগার সময় হয়েছে। পরিবারের মায়েদের বা যারা প্রতিদিন কাজ করতে যায়, তাদের প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রত্যুষে গির্জায় আসুক, তা আমি চাইনা। আমি চাই তরুণী মেয়েরা, বুড়োরা এবং অল্প বয়েসী বালক-বালিকারা, যাদের আমি গির্জা থেকে ফেরার পথে তাদের বাড়ীর সামনে সকাল বেলার সূর্যকে সম্বর্ধনা জানাতে দেখতে পাব, তারা গির্জায় আসুক। তারা আসুক ঈশ্বরের নাম নিয়ে দিনের কাজ সুরু করতে; ঈশ্বরের প্রশংসা করে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের কাজে তারা আত্মনিয়োগ করুক। এমনি ভাবে কাজ করলে তোমাদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচে যাবে; তোমরা লোভ-লালসা থেকে মুক্তি পাবে। তোমরা প্রত্যহ প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে হস্ত-পদ প্রক্ষালন কর, পরিহিত পোশাক পরিবর্তন কর। শুধু রোব-বারে তা করলে চলবেনা। আগামী কাল থেকে আমি তোমাদের সবার উপস্থিতি আশা করব। আমরা সবাই মিলে এই প্রার্থনা করব তিনি যেন আমাদের পরিত্যাগ না করেন, আমাদের যাজক পল্লী থেকে যেন বিদায় গ্রহণ না করেন। আর যারা অসুস্থতার কারণে এখানে উপস্থিত হতে পারেনা, তাদের হয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, তারাও যেন রোগ মুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারে।"

পুরোহিত দ্রুত উল্টো দিকে মুখ ফিরায় আর এন্টিয়োকাসও সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসরণ করে। কয়েক মিনিট ধরে গির্জায় এমন স্তব্ধতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাজ করে যে শৈল-শিরার পশ্চাতে কর্মরত পাথর-ভাঙ্গা শ্রমিকদের পাথর ভাঙ্গার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। একজন স্ত্রীলোক উঠে মায়ের কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে আনত মস্তকে কানে কানে বলে,

"কিং নিকোডেমাসের স্বীকারোক্তি শোনার জন্য তোমার ছেলেকে এখুনি যেতে হবে। সে অত্যন্ত অসুস্থ।"

মায়ের নিজস্ব বিষণ্ন চিন্তা-সূত্র কেটে যায়। সে স্ত্রীলোকটার পানে তাকায়। মায়ের মনে পড়ে, কিং নিকোডেমাস একজন বৃদ্ধ-শিকারী। এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ সে। পাহাড়ের চূড়ায় এক কুড়ে ঘরে বাস করে। মা সেই স্ত্রীলোকটাকে প্রশ্ন করে স্বীকা-রোক্তি শোনার জন্য পলকে পাহাড়-চূড়ায় উঠতে হবে কিনা।

স্ত্রীলোকটি অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, না, তার আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে গাঁয়ে নামিয়ে এনেছে।"

মা তার পলকে এই খবরটা বলতে যায়। পল তখন গির্জার গোদাম কক্ষে এন্টিয়োকাসের সাহায্যে তার পরিহিত পোশাক ছাড়ছিলো।

"তুমি প্রথম বাড়ী এসে কফি খাবে। তাই না?" মা ছেলেকে প্রশ্ন করে।

পল মায়ের দিকে তাকায় না; তার কথায় কোন সাড়াও দেয় না। সে এমনি ভাব দেখায় যে তাকে তখনি সেই অসুস্থ বুড়োকে দেখতে যেতে হবে। মা ও ছেলে তখন একই কথা ভাবছে। এজনিসকে লেখা চিঠির কথা। কিন্তু দুজনের কেউ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেনা। পল দ্রুত পদে বেরিয়ে যায় আর মা স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। এ দিকে এন্টিয়োকাস তার পুরোহিতের পরিত্যক্ত পোশাক কালো আল-মারীটায় রাখছে।

"বাড়ী ফিরে কফি খাওয়ার আগে এই খবরটা তাকে না দিলেই ভালো হতো" মা এন্টিয়োকাসকে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একজন পুরোহিতের পক্ষে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য অভ্যস্ত থাকতে হয়।" এন্টিয়োকাস গম্ভীর কণ্ঠে জওয়াব দেয়। তার মাথাটা আলমারীর দরজায় ঠোকা খায়। তারপর আপন? মনেই যেন সে আলমারীর ভিতরে কাজ করতে করতে বলে,

"সম্ভবতঃ তিনি আমার উপর রাগ করেছেন কারণ তিনি বলেন, আমি কাজে অমনোযোগী। কথাটা সত্যি নয়। আমি নিশ্চয় করে বলছি, এই কথা সত্যি নয়। বুড়োদের পানে তাকালেই আমার হাসি পায়; তারা ধর্মোপদেশের একটা কথাও বোঝে না; তারা মুখ হাঁ করে বসে থাকে বটে, কিন্তু কিছু বোঝে না। আমি বাজি ধরে বলছি বুড়ো মার্কো পানোজা সত্যি ভাবে যে প্রত্যহ তার মুখ ধোওয়া উচিত, কিন্তু ইস্টার আর বড়দিন ছাড়া কখনো সে মুখ ধোয় না। আর আপনি এখন থেকে দেখবেন তারা সবাই রোজ গির্জায় আসবে, কারণ তিনি তাদের বলে দিয়েছেন রোজ গির্জায় এলে তাদের দারিদ্র্য দূর হবে।"

মা তার এপ্রনের নীচে হাত জড়ো করে তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

"আত্মার দারিদ্র্য" মা এই কথাটা বলে বুঝাতে চায় যে সে অন্ততঃ কথাটার তাৎপর্যটা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এন্টিয়োকাস বুড়োদের পানে যেভাবে তাকিয়েছিলো মায়ের পানেও সেভাবে তাকায়। মায়ের কথাটা শুনে তার হাসি পায় কারণ এ সম্বন্ধে সে স্থির নিশ্চয় যে, এ সব ব্যাপার সে নিজে যতটুকু বুঝেছে, অন্য কেউ ততটুকু বোঝে না। সে ইতিমধ্যেই সমগ্র গস্‌পেল মুখস্থ করে ফেলেছে এবং নিজে স্বয়ং একজন পুরোহিত হতে চায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার মধ্যে বালসুলভ দুষ্টুমী আর কৌতূহলের অভাব নেই।

সব কিছু গুছানো হয়ে গেলে এবং মায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এন্টিয়োকাস গুদাম ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে গির্জা সংলগ্ন ছোট বাগানটা পার হয়। বাগানটা সুগন্ধি লতাগুল্মে আচ্ছন্ন, সমাধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রের মতন নিস্তব্ধ-নির্জন উন্মুক্ত চত্বরের এক কোণে তার মা যে একটা সরাই খুলেছে সেখানে না গিয়ে সে কিং নিকোডেমাসের খবরাখবরের জন্য সরাসরি পুরোহিতের বাড়ীতে যায়। তার সেখানে যাওয়ার অন্য একটা কারণও অবশ্য আছে।

"আমি কাজে মনোযোগ দেই না বলে আপনার ছেলে আমাকে তিরস্কার করেছে" সে মন খারাপ করে এ কথাগুলো বলে। পুরোহিতের মা তখন তার ছেলে পলের প্রাতরাশ তৈরীতে ব্যস্ত। "তিনি হয়ত আর আমাকে বেশী দিন গির্জার আসবাব-পত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী রূপে রাখবেন না। সম্ভবতঃ তিনি ইলারিও পানিজাকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। কিন্তু ইলারিও অজ্ঞ মূর্খ, অথচ আমি লাতিন ভাষা পর্যন্ত পড়তে শিখেছি। তা ছাড়া, ইলারিও বড় বেশী নোংরা! আপনার কি মনে হয়? তিনি কি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন?"

"সে চায় যে তুমি কাজে মনোযোগ দাও। এই মাত্র কথা। গির্জায় হাসাহাসি করা ভালো কাজ নয়" মা কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"তিনি অত্যন্ত রেগে আছেন। ঝড়ো হাওয়ার জন্য সম্ভবতঃ গেলো রাত তাঁর ঘুম হয়নি। কি ভয়ংকর ঝড় হয়েছে! আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?"

মা তার কথায় সাড়া দেয় না; খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর যে পরিমাণ রুটি আর বিস্কুট রাখে তা-দিয়ে বারো দেব-দূতের তুষ্টি সাধন করা যায়। পল হয়ত এর কিছুই স্পর্শ করবে না। তবু প্রাতরাশের ব্যবস্থায় এই ছুটোছুটি করে সে স্বস্তি পাচ্ছে, পল যেন পাহাড়ী মেষ পালকের প্রচণ্ড ক্ষিদে আর আনন্দ নিয়ে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরবে। এই ছুটোছুটিতে তার বিবেক শান্ত হবে; সে যে এখন প্রতি মুহূর্তে বিবেকের তীব্র দংশন অনুভব করছে। "সম্ভবতঃ গেলো রাত ঝড়ের দাপটে তার ঘুম হয়নি" এন্টিয়োকাসের এই মন্তব্য তার অশান্তি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মায়ের ধীরগম্ভীর পদক্ষেপের ধ্বনি নীরব কক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়। সে তার সহজাত বুদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে উপলব্ধি করছে যে বাহ্যতঃ পরিস্থিতি আপাততঃ শান্ত হয়ে গেলেও, প্রকৃতপক্ষে অশান্তির সূচনা হয়েছে মাত্র। বেদী থেকে পল বলেছে যে সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রত্যেকের হাত মুখ ধুয়ে সামনের পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ঘরে পায়চারী করতে করতে তার মাও ভাবতে চেষ্টা করে যে সে নিজেও সত্যের পথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মা এবার উপর তলায় ছেলের ঘরটা গুছাতে যায় কিন্তু ঘরের সুগন্ধ আর আয়নাটা এখনো তার মনে ভীতিও বিরক্তির সঞ্চার করে। সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে বলে তার ধারণা সত্ত্বেও শব-দেহের মতন পলের বিবর্ণ অনমনীয় কাল্পনিক মূর্তিটা অভিশপ্ত আয়নাটায় ভেসে উঠে। পলের আলখেল্লাটা শব দেহের মতন বিছানায় পড়ে আছে। মায়ের বুকটা দুঃখ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়; আভ্যন্তরীণ পক্ষাঘাতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

বালিশের খোলটা এখনো পলের অশ্রুজলে আর যন্ত্রণায় সিক্ত সাঁতসেঁতে হয়ে আছে। এই খোলটা বদলে অন্য একটা খোল পরাতে গিয়ে জীবনে প্রথম বারের মতন তার মনে এই ভাবনা জাগে;

"কিন্তু পুরোহিতদের বিয়ে করা নিষেধ কেন?"

মা এবার এজনিসের ঐশ্বর্যের কথা, তার উদ্যান, ফলের বাগান আর ভূ-সম্পত্তির কথা ভাবে।

তারপর সহসা এই ধরনের ভাবনা ভাবছে বলে তার মনে একটা ভয়ংকর অপরাধবোধ জাগে। তাড়াতাড়ি বালিশে নতুন খোলটা পরিয়ে সে নিজের ঘরে চলে যায়।

সম্মুখ পথে অগ্রসর? 'হ্যাঁ, প্রত্যুষ থেকে সে সম্মুখ পানে চলছে, কিন্তু এখনো যে সে যাত্রা পথের প্রারম্ভেই রয়ে গেছে। যতদূরই অগ্রসর হোক, তাকে যে যাত্রা পথের প্রারম্ভেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সে নীচতলায় গিয়ে এ্যান্টিয়োকাসের পাশে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে পড়ে। এন্টিয়োকাস অনড়; প্রয়োজন হলে সে তার উপরওয়ালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষায় সারাদিন বসে থাকার জন্য কৃতসংকল্প। সে তার উপর-ওয়ালার সঙ্গে একটা হাস্তনাস্ত করতে চায়। সে পায়ের উপর পা তুলে দুহাত জানুতে ন্যস্ত করে বসে আছে। সে এবার ভর্ৎসনার সুরে মাকে বলে,

"তাঁর কফি গির্জায় নিয়ে যাওয়া আপনার উচিত ছিলো মেয়েদের সত্বীকারোক্তি শ্রবণে বিলম্ব হলে আপনি যেমনটি করেন। সত্বভাবতই তাঁর এখন ক্ষিদে পেয়েছে।"

"আমি কেমন করে জানব যে এত তাড়াহুড়ো করে তার ডাক পড়বে? মনে হচ্ছে, বুড়ো লোকটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে" মা রুক্ষ কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"কথাটা সত্যি বলে আমার মনে হয়। তার নাতি-নাতনীরা তার মৃত্যু কামনা করে। কারণ তার রেখে যাওয়ার মতন ধন-সম্পত্তি আছে। এই বুড়ো বেটাকে আমি জানি। একবার আমি আমার বাবার সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে তাকে দেখেছিলাম। সে পাহাড় চূড়ায় একটা কুকুর আর একটা ঈগল পাখী নিয়ে প্রস্তর খণ্ডের উপর রোদে বসেছিলো। তার চারদিকে মৃত জানোয়ারের কঙ্কাল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিলো। এই ধরনের জীবনযাপন করার নির্দেশ ঈশ্বর আমাদের প্রদান করেননি।"

"তা হলে, ঈশ্বরের নির্দেশ কি?"

"তিনি আমাদের মানুষের মাঝে বাস করতে আর জমি-জমা চাষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন; সঞ্চিত অর্থ না লুকিয়ে গরীব কাঙ্গালদের বিলিয়ে দিতে বলেছেন।"

এন্টিয়োকাস গভীর প্রত্যয়ের সাথে কথাগুলো বলে। মা তার কথায় অভিভূত হয়ে হাসে। আসলে তার পলের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেই সে এ ধরনের যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারছে। তার পলই সবাইকে সৎজ্ঞানী আর পরিণামদর্শী হতে শিক্ষা দিয়েছে। আর ইচ্ছে করলে পল বুড়োদের—যাদের মতামত অনমনীয় হয়ে গেছে—এবং সরলচিত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুদের মনেও তাঁর যুক্তিতে বিশ্বাস জন্মাতে পারে। মাথা নুইয়ে কফির পাত্রটা উনুনের কাছে টেনে এনে মা বলে,

"এন্টিয়োকাস, তুমি তো দেখছি একজন ক্ষুদে সাধুসন্তের মতন কথা বলছ, তবে বয়েস হলে তুমি এখন যা বলছ সে অনুযায়ী চল কিনা, বা তোমার টাকা-পয়সা গরীব কাঙ্গালদের বিলিয়ে দাও কিনা তা দেখা যাবে।,'

"হ্যাঁ, আমি আমার সব কিছু গরীব কাঙ্গালদের বিলিয়ে দেব। আমার অনেক টাকা-পয়সা হবে, কারণ আমার মা তার সরাই থেকে অনেক উপার্জন করে। আমার বাবাও একজন বনরক্ষী হিসেবে যথেষ্ট টাকা কামায়। আমি যা পাব সব দান করে দেব। ঈশ্বর আমাদের এই নির্দেশই দিয়েছেন। তিনিই আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবেন। মহাগ্রন্থ বাইবেল বলেছে, দাঁড়কাক ফসল বোনেনা, ফসল তোলেনা কিন্তু তবু তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের আহার্য পায়; আর উপত্যকা ভূমির পদ্মফুল রাজার চেয়েও চমৎকার পোশাকে সজ্জিত থাকে।"

"হ্যাঁ, তুমি খাঁটি কথাই বলেছ। মানুষ যখন একলা থাকে তখন অবশ্য সে তা করতে পারে, কিন্তু তার সন্তান-সন্ততি থাকলে সে কি করবে?"

"তাতে কিছু আসে যায়না। তা ছাড়া, আমার কোন দিন সন্তান-সন্ততি থাকবে না; পুরোহিতদের সন্তান-সন্ততি থাকা নিষেধ।"

মা এন্টিয়োকাসের দিকে ফিরে তাকায়। উন্মুক্ত দরজার আলো আর আলোকোজ্জ্বল আঙিনায় পটভূমিকায় তার মুখাবয়বের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিলো। মুখখানা নিষ্কলুষ আর বলিষ্ঠ; ব্রোঞ্জ নির্মিত মুখাবয়বের মত কালো ত্বকের আবরণ; দীর্ঘ আঁখি পল্লবে আচ্ছাদিত ঘনকৃষ্ণ তারা-ভরা আয়ত চোখের পানে তাকিয়ে মায়ের কান্না পায়, কিন্তু কান্নার কারণ মা বুঝতে পারেনা।

"তুমি একজন পুরোহিত হতে চাও, সে সম্বন্ধে কি তুমি স্থির নিশ্চয়?" মা শুধায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, যদি ঈশ্বর ইচ্ছে করেন।"

"পুরোহিতদের বিয়ে করা নিষেধ। ধর, যদি কোন দিন বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে হয় ?

"ঈশ্বর যখন নিষেধ করেছেন, তখন আমি বউ চাইব না।"

"ঈশ্বর ? কিন্তু পোপ যে তা নিষেধ করেছেন।" ছেলেটার উত্তরে মা হতচকিত হয়ে যায়।

"পোপই-ত পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি।"

"কিন্তু পুরাকালে পুরোহিতদের স্ত্রী থাকতো, সন্তানাদি থাকতো; বর্তমানে প্রটেস্টেণ্ট যাজকদের যেমন আছে।" মা জোর দিয়ে বলে।

"তা অন্য ব্যাপার," ছেলেটা বলে। এই বিতর্কে সে উৎসাহ বোধ করে, তবে আমাদের স্ত্রী-সন্তান থাকা উচিত নয়।

"প্রাচীন কালে পুরোহিতরা ....." মা তার বক্তব্যে অটল থাকে।

কিন্তু গির্জার তত্ত্বাবধায়ক এই বালকের অনেক কিছু জানা আছে "হ্যাঁ, প্রাচীন কালের পুরোহিতদের কথা" সে বলে যায়, "কিন্তু পরে তারা নিজেরাই সভা করে বিয়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর তাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী বা পরিবার ছিলো না, সেই তরুণ পুরোহিতেরাই বিয়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধীতা করে; আর তাই বাঞ্ছনীয়।"

"তরুণ পুরোহিতেরা" মা যেন স্বগতোক্তি করে। "কিন্তু তারা নিজেরাই ত এ সম্বন্ধে কিছু জানেনা; আর তারা পরে এ জন্য অনুশোচনা করতে পারে, এমন কি, বিপথগামীও হতে পারে।" তারপর সে অনুচ্চ কণ্ঠে সংযোজন করে, "তারা বিয়ের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে এখানকার প্রাক্তন পুরোহিতের মতন এক দিন বিয়ের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে।" এই কথা বলতেই তার সারা দেহ কেঁপে ওঠে। সে চারদিক তাকিয়ে প্রাক্তন পুরোহিতের প্রেতাত্মা সেখানে আছে কিনা তা দেখে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুতপ্ত হয় যে প্রাক্তন পুরোহিতের কথা উল্লেখ করে সে ভালো করেনি। সে সম্বন্ধে চিন্তা করার অন্তত সে ব্যাপারটার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিলো না। সে সব কি চুকে বুকে যায়নি? তা ছাড়া; তার এই কথায় এন্টিয়োকাসের চোখে মুখে গভীর ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। সেই লোকটা পুরোহিত ছিলো না, শয়তানের ভাই রূপে সে পৃথিবীতে অবতীর্ন হয়েছিলো। প্রভু তার সান্নিধ্য থেকে আমাদের রক্ষা করুন। তার সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা না করাই শ্রেয়।" এই বলে সে ইঙ্গিতে ক্রুস চিহ্ন অংকিত করে। তারপর সে তার মানসিক প্রশান্তি ফিরে পেয়ে বলতে থাকে,

"অনুশোচনার কথা! আপনি মনে করেন তিনি অর্থাৎ আপনার পুত্র কখনো স্বপ্নেও অনুশোচনার কথা চিন্তা করে?"

ছেলেটার এই ধরনের কথায় মা মর্মাহত হয়। মনের গোপন দুঃখের কথাটা ছেলেটাকে বলতে তার মন চায়, ইচ্ছে করে ছেলেটাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার কথায় মায়ের মনে আনন্দ জাগে। ছেলেটার বিবেক যেন তার নিজের বিবেককে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিবার জন্য এই কথা-গুলো বলছে।

"সে অর্থাৎ আমার পল কি কখনো বলে যে পুরোহিতের পক্ষে বিয়ে না করাই সঙ্গত?" মা এন্টিয়োকাসকে অনুচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"তিনি যদি এটাকে সঙ্গত না বলেন, তবে আর কে বলবেন? অবশ্যই তিনি এমন কথা বলেন। তিনি কি আপনাকে এমন কথা বলেননি? একজন পুরোহিত পাশে স্ত্রী আর কোলে বাচ্চা নিয়ে চলছে! কি চমৎকার দৃশ্য। সমবেত-প্রার্থনা পরি-চালনা কালে বাচ্চাটাকে তার দেখাশোনা করতে হবে, কারণ বাচ্চাটা হয়ত তখন চেঁচাচ্ছে। কি চমৎকার রসিকতা। আপনার ছেলেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনা করুন এক বাচ্চা তার কোলে আর অন্য এক বাচ্চা তার আলখেল্লায় ধরে ঝুলছে।"

মা নির্জীব হাসি হাসে, কিন্তু তার চোখের সামনে দিয়ে চকিতে একটা ছবি ভেসে যায়—ফুটফুটে সুন্দর শিশুরা বাড়ীময় ছুটোছুটি করছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা আচমকা তার বুকে অনুভূত হয়। এন্টিয়োকাস কিন্তু উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে; তার বাদামী মুখাবয়বে তার কালো চোখ আর ধবধবে দন্ত পাটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; কিন্তু এই হাসিতে কেমন যেন একটা নিষ্ঠুরতার আভাস।

"একজন পুরোহিতের স্ত্রীকে অদ্ভুত জীব মনে হবে। তারা দুজন এক সঙ্গে বেড়াতে গেলে প্রিয়ম থেকে দুজনকেই স্ত্রী লোকের মতন দেখাবে। তারা দুজন যদি এমন এক জায়গায় বাস করে যেখানে অন্য পুরোহিত নেই, তবে স্ত্রী কি স্বীকারোক্তির জন্য পুরোহিতের কাছে যাবে?"

"এমনি পরিস্থিতিতে মা কি করে? আমি কার কাছে স্বীকারোক্তি করি?"

"মায়ের কথা আলাদা, আর এমন যোগ্য মেয়ে কে আছে যাকে আপনার ছেলে বিয়ে করতে পারে। কিং নিকোডেমাসের নাতনী হয়ত?"

এই বলে এন্টিয়োকাস আপন রসিকতায় আবার হাসতে থাকে। কারণ কিং নিকোডেমাসের নাতনী গায়ের সব চেয়ে হতভাগিনী, পঙ্গু ও জড়বুদ্ধি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এন্টিয়োকাস আবার গম্ভীর হয়ে যায়। যখন মা বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃদু কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়,

"এ ক্ষেত্রে একজন আছে—এজনিস।"

"কিন্তু এন্টিয়োকাস হিংসাপরবশ হয়ে প্রবল প্রতিবাদ করে"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ত কুৎসিৎ; আমি তাকে পছন্দ করি না, তিনিও তাকে পছন্দ করেন না।

মা তখন এজনিসের প্রশংসা করতে শুরু করে, কিন্তু তা সে অনুচ্চ ফিসফিস কণ্ঠে বলে যাতে এন্টিয়োকাস ছাড়া অন্য কেউ শুনতে না পায়। এন্টিয়োকাস দুহাত জানুতে আকড়ে ধরে নেতিবাচক মাথা ঝাকায়। বিরক্তিতে তার ঠোঁট পাকা চেরী ফলের মতন বেরিয়ে থাকে।

"না, না, আমি তাকে পছন্দ করি না। আমি যা বলছি তাকি শুনতে পাচ্ছেন না। সে দেখতে কুৎসিৎ আর দেমাকী এবং বয়েসেও বুড়ী। আর তা ছাড়া ... ..."

পাশের কক্ষে পদধ্বনি শোনা যায় আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন দাঁড়িয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করে।

AMARBOI.COM

ছয়

পল মাথার টুপীটা পাশের চেয়ারের উপর রেখে টেবিলে এসে বসে। টেবিলে প্রাতরাশ পরিবেশন করা হয়েছে। মা তার কফি ঢালছে। সে মাকে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "পত্রটা নিয়ে গিয়েছিলে?"

মা ইতিবাচক মাথা নেড়ে রান্না ঘরের দিকে হাত ইশারা করে, পাছে ছেলেটা তাদের কথা শুনতে পায়।

"ওখানে কে আছে?" পল প্রশ্ন করে।

এন্টিয়োকাস।"

"এন্টিয়োকাস!" পল ডাকে, এক লাফে এন্টিয়োকাস হাতে টুপীটা নিয়ে হাজির হয়। একজন ক্ষুদে সৈনিকের মতন 'এটেনশনের' ভঙ্গিতে সে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শোন এন্টিয়োকাস! গির্জায় গিয়ে বুড়ো কিং নিকোডেমাস এর অন্তিম প্রলেপ অনুষ্ঠানের সব উপাদান নিয়ে তুমি প্রস্তুত থাকবে।"

ছেলেটি খুশীতে হতবাক হয়ে যায়। তাহলে তার প্রতি পুরোহিতের আর রাগ নেই; তাকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় অন্য কোন ছেলেকেও নিয়োগ করবেন না।

"এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর। কিছু খেয়েছ?"

"সে কিছু খাবেনা; কোন দিন খাবে না।" মা বলে।

"ওখানে বসো।" 'পল হুকুম দেয়।' তোমাকে খেতেই হবে। মা, ওকে কিছু খেতে দাও।"

পুরোহিতের খাবার টেবিলে খেতে বসা এন্টিয়োকাসের এই প্রথম নয়, তাই সে দ্বিধাহীন চিত্তে পুরোহিতের আদেশ পালন করে, যদিও তার বুক দুরুদুরু করে। তবে সে বুঝতে পারে যে পুরোহিত সচরাচর তার সাথে যেমন ভাবে কথা বলে আজ সেরকমভাবে কথা না বলে অন্যভাবে কথা বলছে। যে কোন কারণে, এখানে তার মর্যাদার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন কেন বা কেমন করে ঘটলো, এর ব্যাখ্যা তার জানা নেই। সে পলের মুখের দিকে ভীতি ও আনন্দ মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকায়, যেন পলকে সে এই প্রথম দেখছে। ভীতি, আনন্দ, বিবিধ আবেগের সংমিশ্রণ কৃতজ্ঞতা আশা ও গর্ববোধ তার বুক ভরে যায় সদ্য পক্ষোদ্ভিন্ন পক্ষী শাবক যেমন আকাশে উড়ার জন্য ডানা মেলে দেয়।

"তারপর দুটোর সময় তুমি অবশ্য তোমার পড়া করতে আসবে। এবার মনোযোগ সহকারে লাতিন শিখতে হবে। একটা ব্যাকরণ পুস্তকের জন্য আমাকে লিখতে হবে। আমার ব্যাকরণ পুস্তকটা মান্ধাত আমলের পুরানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্টিয়োকাস আহার শেষ করে। এবার সে হৃষ্টচিত্তে এবং সোৎসাহে সেবা-কর্মে আত্মনিয়োগ করে; কোন প্রশ্ন করে না। পুরোহিত স্মিত মুখে তার পানে একবার তাকিয়ে জানালার বাইরে মুখ ফিরায়, জানালার ফাঁক দিয়ে তার চোখে পড়ে নির্মল আকাশের পট-ভূমিকায় বৃক্ষরাজির শাখা-প্রশাখার আন্দোলন। তার মন তখন বহু দূরে বিচরণ করছে। এন্টিয়োকাসের মনে আবার অনুভূতি জাগে, সে যেন চাকরিচ্যুত হয়েছে; তার সব উৎসাহ নিভে যায়। সে টেবিলের উপর থেকে উচ্ছিষ্ট মুছে নিয়ে ঝাড়নটা সাবধানে ভাঁজ করে; কাপগুলো রান্না ঘরে নিয়ে যায়। এগুলো ধোয়ার প্রস্তুতিও সে গ্রহণ করে, এ কাজটা সে ভালো করে করতে অভ্যস্ত কারণ তার মায়ের মদের দোকানে সে এ কাজটা করে; কিন্তু পুরোহিতের মা তাকে এ কাজ করতে দেবেনা।

AMARBOI.COM

পুরোহিতের মা তাকে সরিয়ে দিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "গির্জায় গিয়ে প্রস্তুত হয়ে নাও।" সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়, কিন্তু সরাসরি গির্জায় না গিয়ে ঘুরে মায়ের কাছে এগিয়ে মাকে সতর্ক করে দেয় যে পুরোহিত তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন; সুতরাং বাড়ীটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়।

ইত্যবসারে পুরোহিতের মা আবার খাবার ঘরে ফিরে গেলে পল সেখানে একটা খবরের কাগজ সামনে রেখে সময় কাটায়। সচরাচর বাড়িতে সে নিজের ঘরেই বসে, কিন্তু আজ নিজের ঘরে যেতে তার ভয় লাগে। সে খবরের কাগজটায় চোখ বুলোয়, কিন্তু মন তার অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সে মৃত্যু পথযাত্রী বুড়োর কথা চিন্তা করছে। এই বুড়ো শিকারী আগে একবার তার এক স্বীকারোক্তিতে বলেছিল যে সে মানুষের সংসর্গ পরিহার করে, কারণ "তারা অমঙ্গলের মূর্ত-প্রতীক।" মানুষেরা বিদ্রূপ করে তাকে কিং বা রাজা বলতো, যীশুকে যেমন তারা ইহুদীদের রাজা বলতো। এই বুড়োর স্বীকারোক্তিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলের কোন আগ্রহ নেই। তার চিন্তা ভাবনা এখন এন্টিয়োকাস আর তার মা-বাবাকে নিয়ে। সে জানতে চায় তার মা-বাবা সজ্ঞানে তাদের ছেলে এন্টিয়োকাসকে তার নিজের খেয়ালখুশী অনুসারে তার যুক্তি-হীন শখ পৌরহিত্যব্রত গ্রহণ অনুমোদন করে কিনা। আসলে এই ব্যাপারটাও পলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে পল যা চায়, তা হলো নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি। তার মা ঘরে প্রবেশ করলে সে খবরের কাগজে মন দেয় কারণ সে জানে, তার মা তার চিন্তা-ভাবনার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত।

সে নত মস্তকে বসে থাকে, কিন্তু তার ওষ্ঠকে সে তার কাঙ্খিত প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে বারণ করে। পত্রটা বিলি হয়ে গেছে; এর বেশী তার আর কি জানার আছে? সমাধির প্রস্তর খণ্ড স্বস্থানে গড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু উহা তার বোঝাটাকে ভারি হয়েই না তার বুকে চেপে বসেছে! এই বিরাট প্রস্তর খণ্ডের তলে জীবন্ত প্রোথিত হয়ে সে নিজকে কি জীবন্ত অনুভব করছে।

তার মা টেবিলটা পরিষ্কার করতে শুরু করে; প্রতিটি জিনিস আলমারীতে স্বস্থানে রেখে দেয়। ঘরময় এমনি নিস্তব্ধতা বিরাজ করে যে ঝোপ ঝাড়ে পাখীর কিচির মিচির আর পথের পারে পাথর ভাঙ্গার ঠুকঠাক শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। মনে হয়, পৃথিবীতে প্রলয় কাণ্ড ঘটছে; কেবল বহুকালের পুরানো কালচে আসবাব-পত্র আর টাইপ বসানো মেঝের সাদা চুনকাম করা কক্ষটাই মানুষের শেষ আবাস-ভূমি হিসেবে টিকে আছে। জানালার ফাঁক দিয়ে আগত সোনালী সবুজ আলোর রশ্মি মেঝের উপর জল-তরঙ্গের মতন কেঁপে কেঁপে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই কক্ষটা যেন কোন দুর্গাভ্যন্তরের কারা-কক্ষ।

পল প্রাত্যহিক অভ্যেস মতন কফি আর বিস্কুট খেয়ে দেশ-বিদেশের খবর পড়ছে। বাহ্যত, আজকের দিনটাকে অন্যান্য দিন থেকে আলাদা মনে করার কোন কারণ নেই কিন্তু তার মায়ের ইচ্ছে, চিরাচরিত রীতি অনুসারে পল উপরে তার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিক। পল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন এখানে বসেই আছে তখন কেন সে তার মাকে তার উপর ন্যাস্ত কাজটা সম্বন্ধে এবং পত্রটা কার হাতে দেয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না? রান্না ঘরে একটা পেয়ালা রেখে এসে সে টেবিলের পাশে দাঁড়ায়।

"পল," মা বলে, "আমি তার হাতে পত্রটা দিয়ে এসেছি। ঘুম ভাঙ্গার পর বেশ-ভূষা বদলে সে বাগানে পায়চারী করছিলো।"

"বেশ!" খবরের কাগজ থেকে মাথা না তুলেই পল জওয়াব দেয়।

কিন্তু মা ছেলেকে ছেড়ে চলে আসতে পারেনা; ছেলের সঙ্গে তাকে কথা বলতেই হবে। তার এবং তার ছেলের ইচ্ছের চেয়েও প্রবলতর কিছু তাকে কথা বলতে বাধ্য করছে মা গলাটা পরিষ্কার করে তার হাতের পেয়ালার তলদেশে অঙ্কিত জাপানী প্রাকৃতিক দৃশ্যটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। দৃশ্যটা কফির দাগে অস্পষ্ট আর ময়লা হয়ে গেছে। তারপর সে তার কাহিনী বলতে থাকে।

"সে বাগানে ছিলো, কারণ সকালে তার ঘুম ভাঙ্গে। আমি তার সামনে সরাসরি গিয়ে পত্রটা দিলাম। আর কেউ দেখতে পায়নি। সে পত্রটা নিয়ে একবার পত্রটার দিকে তাকালো; তারপর সে আমার দিকে তাকালো, কিন্তু পত্রটা তখনো খুলেনি। "পত্রটার কোন উত্তরের প্রয়োজন নেই" বলে চলে আসতে মুখ ফিরালাম। তখন সে "একটু দাঁড়ান" বলে পত্রটা খুললো, যেন আমাকে বুঝাতে চাইলো যে পত্রে গোপন কিছু নেই। তার মুখখানা কাগজটার মতন সাদা হয়ে গেলো। তারপর সে আমাকে বললো, আসুন, "ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।"

"যথেষ্ট হয়েছে।" বলে পল চোখ না তুলেই তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে; কিন্তু তার মা লক্ষ্য করে তার আনত চোখের পাতা কাঁপছে আর তার মুখমণ্ডল এজনিসের মুখমণ্ডলের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুহূর্তের জন্য মায়ের মনে হয় সে বুঝি চৈতন্য হারাবে। কিন্তু তারপরই ধীরে ধীরে তার মুখমণ্ডলে রক্তের সঞ্চার হয়। মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এমন মুহূর্তগুলো ভয়ংকর, কিন্তু, সাহসিকতার সঙ্গে তা জয় করতে হয়, সে আরো কিছু বলার জন্য ঠোঁট খোলে এবং অত্যন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বলে, "ভেবে দেখ, তুমি কি কাণ্ড করেছ, তোমরা দুজনই নিজেদের কত আঘাত দিয়েছ?" কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পল চোখ তুলে তাকায় এবং মুখমন্ডল থেকে দুষ্ট প্রবৃত্তির রক্ত তাড়াবার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মায়ের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে রুক্ষ কণ্ঠে বলে,

"এবার ঢের হয়েছে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ঢের হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি আর একটা কথাও শুনতে রাজী নই; নইলে তুমি, গেলো রাত যে কথা বলে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে, আমিও তাই করব। আমি এখান থেকে চলে যাব।"

এই বলে সে চটকরে উঠে পড়ে, কিন্তু সে তার কক্ষে না গিয়ে আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার মা কম্পিত হস্তে পেয়ালাটা নিয়েই রান্না ঘরে যায়। পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে এক কোণে হেলান দিয়ে বসে। সে এবার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। সে জানে, পল চিরতরে চলে গেছে। সে যদি ফিরেও আসে, তার পলরূপে নয়, একজন দুষ্ট প্রবৃত্তির দাস হয়ে; পথ চলতে যাকে দেখবে তার প্রতিই ভয়াল দৃষ্টি হানবে; অপরাধ করার উদ্দেশ্যে, চোরের মতন ওত পেতে বসে থাকবে।

আসলে পল এমনি এক পলাতক যে, ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে। উপর তলায় নিজের ঘরে প্রবেশ এড়ানোর জন্য সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেছে, কারণ তার ধারণা এজিনিস হয়ত গোপনে প্রবেশ করে পত্রটা হাতে নিয়ে বিবর্ণ মুখে তার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষা করছে। সে আশন সত্তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে পালিয়েছে তার আবেগ গেলো রাতের ঝড়ের চেয়েও প্রচণ্ডতর বেগে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই প্রান্তরটা এমন অনুভূতি নিয়ে পার হয় যে সে যেন একটা জড় পদার্থ; এই জড় পদার্থটাকে দৈহিকভাবে এজনিসের বাড়ীর প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হয়ে পিছনের দিকে গির্জার সামনের চত্বরে ছিটকে পড়েছে যে-চত্বরের নিচু প্রাচীরের উপর সারাদিন বুড়োর দল, ছেলে-ছোকরা আর ভিখেরীরা বসে থাকে। কেমন করে সে সেখানে এলো তা না জেনেই সে কতকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে এদের দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের উত্তর তার কানে প্রবেশ করেনা। তারপর যে খাড়া পথটা গা থেকে উপত্যকায় নেমে গেছে, সেই পথটা ধরে সে চলে। কিন্তু যে-পথ ধরে সে চলে, সেই পথ এবং আর চার পাশের ভূদৃশ্য তার চোখে পড়েনা। সারা পৃথিবীটা তার চোখে উলট-পালট হয়ে গেছে। তার কাছে সব কিছু এবড়ো-থেবড়ো প্রস্তর আর ধ্বংসাবশেষ মনে হয়। তার চোখে পড়ে, পাহাড়-চূড়ার ছেলেরা সটান শুয়ে উপত্যকার তলদেশের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে তার গতিপথ বদলিয়ে আবার গির্জার দিকে উঠিতে থাকে। গাঁটা জনশূন্য মনে হয়; এখানে ওখানে উদ্যান-প্রাচীরের উপর দিয়ে পীচ গাছে পাকা পীচ ফল দেখা যায়। সেপ্টেম্বরের নির্মল আকাশেশান্ত মেষপালের মতন সাদা খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়ায়। একটা বাড়ীতে একটা শিশু কাঁদছে আর অন্য একটা বাড়ী থেকে তাত বোনার খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গায়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রহরী-অর্ধেক প্রহরী অর্ধেক-পুলিশ-যার উপর গায়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত যে একমাত্র স্থানীয় সরকারী কর্মচারী—চর্ম-বন্ধনীতে বাঁধা তার বিরাট কুকুরটা নিয়ে টহল দিতে দিতে আসছে। বিচিত্র তার পোশাক; গায়ে মখমলের রংচটা শিকারীর জ্যাকেট; আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নাঙ্গে নীল রঙের লাল ফিতে লাগানো সরকারী পাংলুন। কুকুরটার রঙ কালো-লালে মিশানো, কুকুরটার চোখ দুটো রক্ত লাল, সিংহ ও নেকড়ের মাঝামাঝি একটা জীব গাঁয়ের সবাই—কিষান মেষ-পালক, শিকারী, চোর,—এই জীবটাকে চিনে। ছেলে মেয়েরা এটাকে দেখলে ভয়ে আতকে উঠে। এই সরকারী প্রহরী সর্বক্ষণ কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে, কারণ সে সদাশঙ্কিত; কেউ তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে পারে, পুরোহিতকে দেখে কুকুরটা গর্জন করে ওঠে; কিন্তু প্রভুর ইঙ্গিতে শান্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়ে দেয়।

গ্রাম রক্ষী পুরোহিতের সামনে থেমে সামরিক কায়দায় তাকে অভিবাদন জানিয়ে গাম্ভীর্য সহকারে বলে,

"আমি আজ খুব সকালে অসুস্থ বুড়োকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার তাপ মাত্র চল্লিশ, নাড়ীর স্পন্দন একশো দুই; আমার সবিনয় অভিমত, তার কটিদেশে স্ফিতি আছে। তার নাতনী তাকে কুইনাইন দিতে আমাকে বললো, "গাঁয়ের লোকদের সরকারের সরবরাহকৃত ভেষজ ও ঔষধ সরবরাহ করার দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত। রোগীদের বাড়ী গিয়ে রোগীদের দেখার দায়িত্ব সে স্বয়ং গ্রহণ করছে। এটা তার দায়িত্ব বহির্ভূত; কিন্তু তাতে তার গুরুত্ব বাড়ে বলে তার নিজের ধারণা। সে মনে করে, এ করে সে ডাক্তারের স্থান অধিকার করেছে। ডাক্তার সপ্তাহে মাত্র দুদিন গাঁয়ে আসে"। কিন্তু আমি বললাম, "মেয়ে, ধীরে সুস্থে, আমার সামান্য অভিমত তার কুইনাইনের প্রয়োজন নেই; অন্য ঔষধ দরকার।" মেয়েটা কাঁদতে লাগলো, কিন্তু তার চোখে পানি নেই; আমার ধারণা মিথ্যে হলে, আমার মরণ হোক। সে চাইলো আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসি। আমি বললাম, "আগামীকাল রোববার ডাক্তার আসছে। যদি এতই তোমার তাড়াহুড়ো তবে তুমি নিজে অন্য কাউকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে দাও। ডাক্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে ডাক্তারের সামনে মরার মতন যথেষ্ট টাকা-পয়সা বুড়োর আছে। বেঁচে থাকতে বুড়ো টাকা-পয়সা খরচ করেনি, আমি খাঁটি কথাই বলেছি। তাইনা?''

পুরোহিতের অনুমোদনের অপেক্ষায় গ্রামরক্ষী গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু পুরোহিত তখন কুকুরটাকে দেখছিলো, কুকুরটা তখন মনিবের ইঙ্গিতে শান্ত হয়ে আছে। পুরোহিত আপন মনে ভাবে,

"আমরা যদি আমাদের প্রবৃত্তিকে এমনি শিকলবন্দী করে রাখতে পারতাম!" তারপর সে অন্যমনস্কভাবে বলে, "হ্যাঁ তাই। আগামী কাল ডাক্তারের আগমন পর্যন্ত বুড়ো অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু সে সত্যি গুরুতর অসুস্থ।"

"সে যদি সত্যি গুরুতর অসুস্থ হয় তাহলে" গ্রামরক্ষী পুরোহিতের এই বাহ্যিক ঔদাসিন্যে কিছুটা অবজ্ঞা ও জেদের সুরে বলে, "তবে এখনই ডাক্তার ডাকার জন্য কারো যাওয়া উচিত। বুড়ো নিসম্বল নয় পয়সা দিতে পারবে, কিন্তু তার নাতনী আমার হুকুম অমান্য করেছে। আমি বুড়োর জন্য যে ঔষধ তৈরী করে দিয়ে এসেছিলাম বুড়োর নাতনী সে ওষুধ তাকে দেয় নি"।

"তা হলে, সর্বপ্রথম তার কম্যুনিয়ান গ্রহণ করা উচিত," পল বলে।

"কিন্তু আপনি যে বলেছেন, একজন অসুস্থ মানুষ উপোস না করেও 'কম্যুনিয়ান' গ্রহণ করতে পারে"।

এবার পুরোহিতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, সে বলে, "বুড়ো ঔষধ খেতে চায়নি, সে দাঁতে দাঁত চেপে জোর করে ঔষধ সরিয়ে দিয়েছে যেন তার কোন অসুখই হয়নি"।

তারপর তার নাতনীর কথা, আমি অধমের বক্তব্য হলো" গ্রামরক্ষী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে যায়, "আমার মত একজন সরকারী কর্ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারীকে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডাকতে হুকুম দেবার কোন অধিকার তার নেই। আমি যেন তার চাকর আর কি। এটা এমন কোন দুর্ঘটনা বা এমন কোন ব্যাপার নয় যে ডাক্তারের সরকারী উপস্থিতি প্রয়োজন। আর তা ছাড়া, আমার আরো কাজ আছে। আমাকে এখনি চর পেরিয়ে নদীতে যেতে হবে, কারণ খবর পেলাম কোন এক পরোপকারী মহাজন নাকি তার প্রতিবেশীদের মাছধরার স্বার্থে নদীতে ডিনামাইট স্থাপন করেছে। আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন রইলো।"

সে সামরিক অভিবাদনের পুনরাবৃত্তি করে কুকুরের গলার চর্মবন্ধনটা হেঁচকা টান মারে। কুকুরটা তার মনিবের অবদমিত অবজ্ঞার সায় দিয়ে হিংস্র নেজ দুলিয়ে মনিবের সঙ্গে যাত্রা করে।

বুড়োর পবিত্র প্রলেপ-অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এন্টিয়োকাস গির্জা চত্বরের প্রস্তর-গাত্রে হেলান দিয়ে দেবদারু গাছের ছায়ায় পুরোহিতের প্রতীক্ষা করছে। পুরোহিতকে আসতে দেখে সে ছুটে গুদাম কক্ষ থেকে পুরোহিতের আলখাল্লাটা নিয়ে অপেক্ষা করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা দুজন প্রস্তুত হয়। পুরোহিতের পরিধানে আঙরাখা আর আলখাল্লা এবং হাতে রুপালী তৈলাধার। আপাদমস্তক লাল পোশাকে আবৃত এন্টিয়োকাস তার হাতে বুটিদার রেশমী কাপড়ের সোনালী ঝালর লাগানো ছাতাটা পলের মাথার উপর ধরে রাখে, যাতে পুরোহিতের গায়ে এবং তার হাতের তৈলাধারে রোদ না পড়ে। এন্টিয়োকাসকে পুরোহিতের পরিহিত সাদা-কালো পোশাকের পটভূমিকায় রৌদ্র কিরণে দীপ্তিমান দেখায়। তার মুখমণ্ডল বিষন্ন গম্ভীর সে আপন মর্যাদায় অভিভূত। তাকে যেন পবিত্র তৈলাধার সংরক্ষণের বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র শোভাযাত্রার পথ চলাকালে চত্বর প্রাচীরে দর্শনার্থী বুড়োদের ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি দেখে সে আনন্দে হাসি চাপতে পারেনা। ছেলে-পিলেরা কিন্তু পুরো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিতের দিকে না তাকিয়ে প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং পুরোহিত এগিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এন্টিয়োকাসের অনুসরণ করে। এন্টিয়োকাস প্রত্যেক বাড়ির সামনে লোকজনদের সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘণ্টা বাজায়। কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করে, তাতীরা তাঁত বোনা বন্ধ করে, আর মেয়েরা জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে এ দৃশ্য দেখে। সারা গাঁয়ে এক রহস্যজনক উত্তেজনার কম্পন বিরাজ করে।

একজন স্ত্রীলোক ঝর্ণা থেকে মাথায় করে এক পাত্র পানি নিয়ে আসছিলো। সে চলতে চলতে পাত্রটা নামিয়ে পাত্রটার পাশে জানু পেতে বসে পড়ে। পুরোহিতের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়, কারণ সে চিনতে পারে, এই স্ত্রীলোকটা এজিনিসের অন্যতম পরিচারিকা। এক অজানা আশংকায় তার বুক কাঁপতে থাকে। সে দুহাতে রুপালী তৈলাধারটা চেপে ধরে, যেন এই তৈলাধারটা থেকে সে সমর্থন খোঁজে।

বুড়ো শিকারীর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ছেলেদের ভীড় বেড়ে যায়। পাথরের তৈরী দোতলা কুটির। উপত্যকা যাওয়ার পথ থেকে একটু দূরে এক পাশে কুটিরটা অবস্থিত। কুটিরে একটি মাত্র অযত্ন রক্ষিত জানালা। সামনে একটা ছোট আঙ্গিনা, আঙ্গিনার চারদিকে নিচু পাঁচিল। পুরোহিত জানে, বুড়ো কাপড় চোপড় পরে নিচের ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে। তাই সে রুগ্ন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে সোজা ঘরে প্রবেশ করে। এন্টিয়োকাস ছাতাটা বন্ধ করে ছেলেদের ভীড় তাড়াবার উদ্দেশ্যে জোরে ঘণ্টা বাজায়। তারা মাছির ঝাঁকের মতন সেখানে ভীড় করেছে. পুরোহিত ঘরে প্রবেশ করে দেখে মাদুরে কেউ নেই; ঘরটা শূন্য; হয়ত শেষ পর্যন্ত বুড়ো বিছানায় শুয়ে থাকতে সম্মত হয়েছে। মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে সেখানে ধরাধরি করে নেয়া হয়েছে। পুরোহিত ধাক্কা দিয়ে ভিতর ঘরের দরজাটা খোলে। সে ঘরও শূন্য। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুরোহিত দরজায় ফিরে আসে। সেখান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়োর নাতনীকে দেখতে পায়। সে একটা বোতল হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে ঔষধ আনতে গিয়েছিলো।

মেয়েটা বাড়ী ঢুকতেই পল জিজ্ঞেস করে, "তোমার দাদা কোথায়?" মেয়েটা শূন্য মাদুরের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে। এন্টি-য়োকাসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ছেলেরদল পাঁচিল টপকিয়ে ইতিমধ্যে দরজার সামনে সমবেত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পল স্বয়ং ধমক দিয়ে তাদের তাড়ায়।

"দাদা কোথায়? দাদা কোথায়?" বলে বিলাপ করতে করতে বুড়োর নাতনী ঘরে ঘরে ছুটে বেড়ায়। তখন একটা ছেলে—যে সবার পরে ভীড়ে এসে মিশেছে; পকেটে হাত রেখে বলে "আপনারা কি কিংকে খুঁজছেন? সে ত ঐ দিকে চলে গেলো।" সে নাকের ইশারায় উপত্যকার দিকটা দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটা সবেগে উপত্যকার ঢালু পথ ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছোটে আর ছেলের দল তার অনুসরণ করে। পুরোহিত এন্টি-য়োকাসকে আবার ছাতাটা খুলতে ইশারা করে। গম্ভীর মুখে তারা দুজন নীরবে গির্জায় ফিরে আসে আর গাঁয়ের লোকেরা সবিনয়ে দল বেঁধে জটলা করে অসুস্থ কিং নিকোডেমাসের পলা-য়নের সংবাদটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

সাত

পল আবার তার শান্ত নিরুপদ্রব খাবার ঘরে ফিরে এসে টেবিলে বসে। তার মা তার দেখা শোনার জন্য সেখানে রয়েছে। সৌভাগ্য-ক্রমে তাদের আলাপের একটা বিষয়বস্তু রয়েছে। কিং নিকোডে মাসের পলায়নের ব্যাপারে তারা আলাপ করে। রুপোর তৈলাধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অন্যান্য উপাদান যেগুলো কিং নিকোডেমাসের প্রলেপ-অনুষ্ঠানের জন্য নেয়া হয়েছিলো, সেগুলো তাড়াতাড়ি গির্জার গুদাম ঘরে জমা দিয়ে এবং মাথার টুপীটা খুলে ফেলে এন্টিয়োকাস সংবাদ সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ে। প্রথমবার সে এক অদ্ভুত সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে; বুড়ো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার আত্মীয় স্বজনেরা নাকি তার টাকা পয়সা বাগাবার জন্য তাকে হত্যা করেছে।

"লোকে বলাবলি করে তার কুকুর আর ঈগলটি মিলে নিচে নেমে নিজেরাই তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে"। এক সন্দেহবাদী ঠাট্টা করে খবরটা শুধরিয়ে দেয়।

এক বুড়ো বলে, "আমি কুকুরের কথাটা বিশ্বাস করিনা, তবে ঈগলের কথাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমার মনে পড়ে আমার বাল্যকালে একটা ঈগল পাখি ভারী গুজনের একটা মেষ আমাদের বাড়ীর উঠান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।"

এন্টিয়োকাস আরো সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। পাহাড়ের মালভূমিতে পেঁছার অর্ধেক পথে বুড়োকে পাকড়াও করা হয়েছিলো। বুড়ো সেই মালভূমিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে চায়। চরম উত্তেজনার ছটফটানীর মুহূর্তে তার দেহে এক অমানুষিক শক্তি সঞ্চারিত হয়; আর মৃত্যুপথ-যাত্রী শিকারী একজন স্বপ্নচারীর মতন পায়ে হেঁটে তার কাঙ্খিত স্থানে পেঁছে। তাকে বিরক্ত করে তার অবস্থা যাতে আরো খারাপ না হয় সে জন্য তার আত্মীয় স্বজনরা তার সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে তাকে তার নিজের কুটিরে পেঁছিয়ে দেয়।

"এবার বসে খেয়ে নাও," পুরোহিত এন্টিয়োকাসকে বলে।

এন্টিয়োকাস আদেশ পালন করে টেবিলে বসে। কিন্তু বসার আগে সন্ধানী চোখ মেলে মায়ের পানে তাকায়। মা হেসে পলের ইচ্ছানুযায়ী খেতে বসার জন্য এন্টিয়োকাসকে ইশারা করে। এন্টিয়োকাস ভাবে সে এই পরিবারের একজন হয়ে গেছে। নিষ্পাপ ছেলে মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারেনা যে বুড়ো শিকারী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মা-ছেলে একত্র থাকতে ভয় পাচ্ছে। মা তার ছেলের অস্বস্তিকর ইতস্ততঃ দৃষ্টি কোন অদৃশ্য বস্তুর উপর সহসা নিবদ্ধ হতে দেখতে পায়। সে দৃষ্টি নিথর বিষণ্ণ; নিরানন্দ মনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ছেলেও বুঝতে পারে, তার মা তার দুঃখ-তাপদগ্ধ মানসিক যন্ত্রণা লক্ষ্য করছে। মা অবশ্য টেবিলের উপর খাবার পরিবেশন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়; ফিরে আসেনা।

আলোকোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে আবার বাতাস বইতে থাকে, তবে বাতাসের গতি এখন মন্দ। বাতাসে শৈলশিরায় অবস্থিত বৃক্ষ রাজির শাখা-প্রশাখা খুব একটা আন্দোলিত হয় না; শাখা-প্রশাখার মৃদু কম্পনের ছায়া জানালায় পড়ে ঘরের অভ্যন্তরে আলো-ছায়া লুকোচুরি খেলা করে। আর বাতাসের ছোঁয়ায় বীণার তারের ঝঙ্কৃত মৃদু সুরের মতন শ্বেত শুভ্র খন্ড খন্ড মেঘ আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায়।

সহসা দরজায় করাঘাতে এই মোহাচ্ছন্নতা ভেঙ্গে যায়। এন্টিয়োকাস ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। এক বিষণ্ণ বিধবা তরুণী ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে পুরোহিতের সাক্ষাৎ কামনা করে। একটি ছোট্ট মেয়েকে সে চেপে ধরে রেখেছে। মেয়েটার ছোট্ট মুখখানা বিবর্ণ; তার মাথার অবিন্যস্ত কালো চুল একটি লাল রুমালে আবৃত। মেয়েটা মায়ের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করার প্রয়াসে টানাটানি করছে; চোখ দুটো তার বন্য বিড়ালের চোখের মতন জ্বলছে। বিধবা বলে, "মেয়েটা অসুস্থ; তাকে ভূতে ধরেছে। আমি চাই, বাইবেলের বাণী তার উপর পাঠ করে পুরোহিত তার ভূত ছাড়িয়ে দেবেন।"

ভীত কিংকর্তব্যবিমূঢ় এন্টিয়োকাস দরজাটা আধখোলা অবস্থায় ধরে রাখে। এমনি ধরনের ব্যাপারে পুরোহিতকে বিরক্ত করার সময় এটা নয়। তা ছাড়া, মেয়েটার ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালাতে ব্যর্থ হয়ে মায়ের হাত কামড়াবার চেষ্টা দেখলে সত্যি ভয় ও করুণা জাগে। বিধবা লজ্জা-রক্তিম মুখে বলে, "একে ভূতে ধরেছে, দেখতে পাচ্ছেন।" এন্টিয়োকাস কাল বিলম্ব না করে তাকে ঘরে ঢুকতে দেয়। এমন কি, মেয়েটাকে ঠেসাঠেলি করে ঘরে আনতেও বিধবাকে সাহায্য করে। মেয়েটা দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করে।

ব্যাপারটা শুনে এবং মেয়েটা যে গত তিন দিন থেকে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে, সর্বদা পালিয়ে যেতে চাইছে, কারো উপরোধ-অনুরোধে কান দিচ্ছে না, তা জানতে পেরে পুরোহিত তার কাছে আসে এবং মেয়েটার কাঁধ ধরে তার চোখ-মুখ পরীক্ষা করে।

"সে কি অনেকক্ষণ রোদে ছিলো?" পুরোহিত জানতে চায়। "না, তা নয়," মা অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দেয়। "আমার মনে হয় তাকে ভূতে ধরেছে"। সে কেঁদে কেঁদে সংযোজন করে, "আমার এই কচি মেয়েটা এখন আর আমার কথা নয়।"

পল তার ঘর থেকে তার বাইবেলখানা আনতে দাঁড়ায়, কিন্তু নিজে না গিয়ে এন্টিয়োকাসকে এ কাজের জন্য পাঠায়। পুরোহিত বাইবেলখানা টেবিলের উপর স্থাপন করে একটা হাত মেয়েটার তপ্ত মাথার উপর রাখে। মা তখন জানু পেতে বসে আছে আর মেয়েটা মায়ের বাহু আঁকড়ে ধরে আছে। পুরোহিত উচ্চ কণ্ঠে বাইবেল থেকে পড়তে থাকে।

"এবং তারা গদারিনদের দেশে পৌঁছলো; সেই দেশটা গ্যালিলির পাশে অবস্থিত। তিনি ডাঙ্গায় পৌঁছলে সদর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো। লোকটা অনেক দিন থেকে ভূতগ্রস্ত; লোকটা বিবস্ত্র, তার নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, গোরস্তানে গোরস্তানে বাস করে। সে যীশুকে দেখে চিৎকার করে তাঁর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হে মহান ঈশ্বরের পুত্র যীশু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি তোমাকে এই মিনতি করছি, আমাকে নির্যাতন করোনা।"

গ্রন্থের পাতা উল্টাতে গিয়ে টেবিলের উপর স্থাপিত পুরোহিতের হাতের দিকে এন্টিয়োকাসের চোখ পড়ে। "তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?" কথাটা বলার সময় সে দেখতে পায় পুরোহিতের হাত কাঁপছে। পুরোহিতের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই সে দেখতে পায়, পুরোহিতের দুই চোখ অশ্রু সজল। এক দুর্নিবার আবেগে অভিভূত হয়ে সে বিধবার পাশে জানু পেতে বসে পড়ে। তার সম্প্রসারিত হাত তখনো পবিত্র গ্রন্থখানা ধরে রেখেছে।

সে আপন মনে ভাবে, "সারা পৃথিবীতে এই পুরোহিত সর্বোত্তম ব্যক্তি, কারণ ঈশ্বরের প্রার্থনা পাঠ করার সময় তিনি অশ্রু বর্ষণ করেন।" পলের মুখপানে তাকাতে তার আর সাহস হয় না। সে এক হাতে মেয়েটার স্কার্ট ধরে মেয়েটাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে। তবে মনে মনে ভয় পায়, কারণ যে ভূতটাকে মেয়েটার দেহ থেকে তাড়ানো হচ্ছে, সেই ভূতটা আবার না তার দেহে প্রবেশ করে।

ভূতে ধরা মেয়েটা এবার হাত পা ছোড়া বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সে তার গ্রীবা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তার চিবুকটা তার মাথার বাঁধা রুমালটার গিটের উপর স্থাপন করে; দৃষ্টি তার পুরোহিতের মুখের উপর নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে তার মুখাবয়বের অভিব্যক্তি বদলে যায়, মুখমণ্ডলে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। মনে হয়, বাইবেলের বাণী, বাতাসের শন শন আর শৈলশিরায় অবস্থিত বৃক্ষলতার মর্মর ধ্বনি সব মিলে মেয়েটার উপর মন্ত্রজাল বিস্তার করেছে। সহসা মেয়েটা এক ঝটকা মেরে এন্টিয়োকাসের হাত থেকে স্কার্টটা ছিনিয়ে নিয়ে তার পাশে জানু পেতে বসে থাকে। এতক্ষণ পুরোহিতের যে হাতটা মেয়েটার মাথায় স্থাপিত ছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-হাতটা আঁগের মত তার মাথার উপর সম্প্রসারিত থাকে। কম্প্র-কণ্ঠে পুরোহিত পাঠ করতে থাকে :

"এবার যে লোকটা শয়তান মুক্ত হয়েছে, সেই লোকটা প্রভু যীশুকে মিনতি করে, তিনি যেন তাকে তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে দেন; কিন্তু প্রভু যীশু তাকে এই বলে বিদায় করে দেন, "তুমি তোমার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখাও ঈশ্বর তোমার প্রতি কি মহা অনুগ্রহ করেছেন ....."

পল পাঠ বন্ধ করে সম্প্রসারিত হাতটা গুটিয়ে নেয়। মেয়েটা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে এল্টিয়োকাসের পানে তাকায়। ঐশী বাণী পাঠ সমাপ্তির পর সেখানে যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে সেই নিস্তব্ধতায় বৃক্ষ-পত্রের মর্মর শব্দ আর পাথর ভাঙ্গার ঠকঠক শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

পল তার অন্তরে তীব্র যাতনা ভোগ করে। মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে, বিধবার এই অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে সে মুহূর্তের জন্যও একমত হতে পারেনি। তাই তার মনে এই অনুভূতি জাগে, সে কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বাইবেলের বাণী পাঠ করে নি। তার নিজের দেহের অভ্যন্তরেই একমাত্র ভূতের অস্তিত্ব রয়েছে; আর এই ভূত বিতাড়িত হবে না। কিন্তু তথাপি এক মুহূর্তের জন্য সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করেছিলো, যখন সে এই বাণী "তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?" পাঠ করেছিলো। তার মনে হয় তার সম্মুখে তিনজন বিশ্বাসী এবং রান্না ঘরের দোর-গোড়ায় নতজানু তার মা তার ক্ষমতার সামনে নয় বরং তার চরম দুর্দশার সামনে মাথা নত করেছে। বিধবা তার পদচুম্বনের জন্য মাথা নত করলে সে চট করে পিছিয়ে যায়। সে তার মায়ের কথা ভাবে। তার মা যে সব জানে! তার ভয়, পাছে তার মা তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে।

পুরোহিতের অপ্রত্যাশিত আচরণে বিধবা ভীষণ মর্মাহত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা তুলতেই দুই অবোধ বালক-বালিকা হাসতে থাকে। তাতে পলের মর্মবেদনাও অনেকটা লাঘব হয়।

"যাক হয়েছে, এবার উঠ! সে বিধবাকে বলে, "তোমার মেয়ে শান্ত হয়ে গেছে।"

তারা সবাই উঠে দাঁড়ায়। এন্টিয়োকাস দরজা খোলার জন্য ছুটে যায়। ইতিমধ্যে অন্য কে যেন দরজা ঠেলছে। চর্মরজ্জুতে বাঁধা কুকুর নিয়ে গ্রাম-রক্ষীকে দেখে এন্টিয়োকাস সঙ্গে সঙ্গে আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে,

"এই মাত্র এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেলো! তিনি নীনা মাসিয়ার দেহ থেকে শয়তান তাড়িয়েছেন!"

কিন্তু গ্রাম-রক্ষী অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করে না। সে দরজা থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে বলে,

"তাহলে শয়তানের পালাবার পথ করে দিই?"

"শয়তান তোমার কুকুরের দেহে প্রবেশ করবে।" এন্টিয়োকাস চেঁচিয়ে বলে।

"শয়তান তার দেহে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ শয়তান আগে থেকেই সেখানে রয়েছে।" গ্রাম-রক্ষী জওয়াব দেয়। সে তামাসা করেই এই কথাটা বলে। তবে সে তার গাম্ভীর্য রক্ষা করে। সে দোর গোড়ায় এগিয়ে পুরোহিতকে অভিবাদন জানায়; মেয়েদের পানে অবহেলা ভরে ফিরেও তাকায় না।

"আমি কি আপনার সঙ্গে একান্তভাবে কথা বলতে পারি হুজুর?"

মেয়েরা রান্না ঘরে চলে যায়; এন্টিয়োকাস বাইবেলখানা দোতালায় রাখার জন্য যায়। তখনো সে অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে উত্তেজিত। উপর থেকে নেমে এসে গ্রাম-রক্ষী কি বলছে তা শোনার জন্য দাঁড়ায়। গ্রাম-রক্ষী বলছে:

"এই জানোয়ারটাকে এ বাড়িতে এনেছি বলে আমি ক্ষমা চাইছি; তবে এই জানোয়ারটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর কোন্

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলমালও করবে না। কারণ কোথায় সে আছে এই জ্ঞান তার আছে। (আসলে কুকুরটাও তখন লেজ গুটিয়ে মাথা নত করে অনড় দাঁড়িয়ে আছে।) আমি বুড়ো নিকোডেমাস পানিয়া ওরুফে কিং নিকোডেমাসের ব্যাপারে এসেছি; সে তার কুড়ে ঘরে ফিরে এসেছে। সে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করে প্রলেপ-অনুষ্ঠান গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমার সবিনয় অভিমত ....."

"কি আশ্চর্য!" বলে পুরোহিত অধৈর্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে; কিন্তু পরমুহূর্তেই মালভূমিতে আরোহণ এবং দৈহিক পরিশ্রমে মানসিক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের ভাবনায় তার মন বাল-সুলভ উল্লাসে মেতে ওঠে।

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই!" সে সঙ্গে সঙ্গে সংযোজন করে, "তবে আমার একটা ঘোড়ার প্রয়োজন। রাস্তাটা চেনেন?"

"ঘোড়া আর রাস্তার ব্যাপারটা আমি দেখব। তা আমার কর্তব্য।" গ্রাম-রক্ষী বলে।

পুরোহিত তাকে মদ্য দান করতে দেয়। নীতিগতভাবে সে কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে না, এক গ্লাস মদও না; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সে মনে করে যে তার বেসামরিক কর্তব্য আর পুরোহিতের ধর্মীয় কর্তব্য এমনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে সে পুরোহিতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। তাই সে মদ পান করে মদের শেষ কয় ফোঁটা মাটিতে ঢেলে দিয়ে (যেহেতু মানুষ যা খায় তা থেকে মাটি তার অংশ দাবী করে) সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে পুরোহিতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। কুকুরটাও লেজ দুলিয়ে বন্ধুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টিতে পলের পানে তাকায়।

এন্টিয়োকাস দরজাটা খোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে খাবার ঘরে গিয়ে হুকুমের জন্য প্রতীক্ষা করে। তার মায়ের জন্য তার দুঃখ হয়। তার মা মদ্যশালার পিছনের ছোট্ট ঘরটায় পুরোহিতের জন্য নিষ্ফল প্রতীক্ষা করছে। এই উপলক্ষে ঘরটাকে বিশেষভাবে পরিষ্কার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; অতিথির জন্য ট্রেতে গ্লাস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সবার আগে কর্তব্য; তাই আজ পুরোহিতের সেখানে গমন স্পষ্টতই অসম্ভব।

"আমি কি কি উপাদান নিয়ে প্রস্তুত হব?" গ্রাম-রক্ষীর অনুকরণে এন্টিয়োকাস গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "ছাতাটা নেব?"

"তুমি ভাবছ কি? আমি অশ্বপৃষ্ঠে যাচ্ছি। তোমার আদৌ যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে তোমাকে আমার পিছনে বসিয়ে নিতে পারি।"

"না, আমি হেঁটে যাব, তাতে আমার ক্লান্তি লাগবে না" সে অনুনয়ের সুরে বলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে প্রস্তুত হয়ে নেয়। তার হাতে একটা ছোট বাক্স এবং তার লাল রঙের মুখাবরণটা বাহুর উপর ভাঁজ করা। ছাতাটা নেয়ার ইচ্ছেও তার ছিলো, তবে উপরওয়ালার কথা অমান্য করতে সে বাধ্য।

গির্জার সামনে সে পুরোহিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। জীর্ণ নোংরা পোশাক পরা ছেলেরা গির্জার চত্বরটা তাদের খেলার মাঠ আর বনভূমি করে রেখেছে। তারা কৌতূহলী হয়ে এন্টিয়োকাসের চার পাশে জড়ো হয়, তবে তার খুব কাছে যেতে সাহস পায় না। এন্টিয়োকাসের বাক্সটাকে তারা সম্ভ্রম করে, তবে এ সম্ভ্রম ভীতি মিশ্রিত।

"এসো, আমরা আরো কাছে যাই।" একটা ছেলে বলে।

"দূরে থাক, নইলে কুকুরটা লেলিয়ে দেব'। সে ধমকের সুরে ছেলেদের বলে।

"গ্রাম-রক্ষীর কুকুর? তুমি নিজেও কুকুরটার দশ মাইলের মধ্যে যেতে পারবে না।" ছেলেরা এন্টিয়োকাসকে বিদ্রূপ করে।

"আমি যেতে পারবো না?" এন্টিয়োকাস অবজ্ঞা ভরে জওয়াব দেয়।

"না, পারবে না। তুমি কি মনে করছ, পবিত্র তৈলাধারটা বহন করছ বলেই তুমি স্বয়ং প্রভুর মতন মহান?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু আমি বাক্সটা নিয়ে চমপট দিতাম আর এই তৈলের সাহায্যে সব রকম ভেল্কিবাজি দেখাতাম।" একটা সরল প্রাণ ছেলে তাকে পরামর্শ দেয়।

"দূর হ, পোকা মাকড় কোথাকার! নীনা মাসিয়ার দেহ থেকে ভূতটা বেরিয়ে তোর দেহে ঢুকেছে।"

"তা আবার কি? ভূত?" ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ তাই," এন্টিয়োকাস গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "আজ অপরাহ্নেই তিনি নীনার দেহ থেকে একটা ভূত তাড়িয়েছেন। ঐ ত নীনা মাসিয়া আসছে।"

বিধবা মা তার মেয়ে নীনা মাসিয়ার হাত ধরে পুরোহিতের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিলো। ছেলের দল তাকে দেখতে ছুটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এই অলৌকিক ঘটনার বার্তা পল্লীময় রটে যায়, তারপর এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হয়, পুরোহিতের প্রথম আগমনের সময় যেমনটি হয়েছিল। গাঁয়ের সব অধিবাসীরা সেখানে এসে সমবেত হয়। নীনা মাসিয়ার মা মেয়েকে গির্জা ফটকের সিঁড়ির উপরের ধাপে বসিয়ে দেয়। কৃশাঙ্গিনী বাদামী দেহ-বর্ণের অধিকারণী নীনা মাসিয়া মাথায় লাল রুমাল বেঁধে সবুজ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। তাকে আদিম যুগের সরল প্রাণ গেঁয়ো লোকদের পূজার জন্য অধিষ্ঠিত মূর্তির মতন দেখায়।

সমবেত স্ত্রী লোকেরা তাকে দেখে কাঁদতে শুরু করে। সবাই তাকে স্পর্শ করতে চায়। ইতিমধ্যে গ্রাম-রক্ষী তার কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়; পুরোহিতও অশ্বপৃষ্ঠে গির্জা চত্বরে এসে হাজির হয়। সমবেত জনতা চারদিক থেকে এসে তার পিছনে মিছিল করে তার অনুসরণ করে। পুরোহিত হাত তুলে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে। আর কি যে ঘটে গেলো তা ভেবে বিরক্তি বোধ করে। এই বিরক্তিবোধ তার মানসিক যন্ত্রণার চেয়েও তীব্র হয়ে অনুভূত হয়। পাহাড়-চূড়ায় পৌঁছে ঘোড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামিয়ে সমবেত জনতাকে কিছু বলবে বলে যেন মনে হয়, কিন্তু কিছু না বলে সহসা নালের ঘায়ে ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে নীচের দিকে দ্রুত নেমে যায়। প্রচন্ড বেগে উপত্যকাভূমি পেরিয়ে তার সমগ্র সত্তাকে সম্মুখের বিশাল দিক-চক্রবালে বিলীন করে দিতে তার মনে প্রবল বাসনা জাগে।

শরীর জুড়ানো বাতাস বইছে; অপরাহ্নের সূর্যালোক ঝোপ-ঝাড়ের উপর পড়ছে ; নদীর বুকে নীলাকাশের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে। গ্রাম-রক্ষী তার কুকুর আর এন্টিয়োকাস তার বাক্স নিয়ে ধীর গতিতে ঢালু পথ ধরে চলে। স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে তারা সচেতন। অনতিবিলম্বে পলও ঘোড়ার রশি টেনে ধীর শান্ত গতিতে এগোয়। নদী পার হয়ে পথটা পায়ে-হাঁটা পথের মতন সংকীর্ণ হয়ে এঁকে বেঁকে চড়াই উৎরাই করে মালভূমিতে পেঁাছে। এখানে পথের দুপাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খন্ড, নিচু পাঁচিল আর খর্বাকৃতি বৃক্ষ ও ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। মন্থর বাতাস বইছে। বাতাস আপন চলার পথে পুষ্প-গন্ধ আহরণ করে এখানে যেন তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

পথটা এঁকে বেঁকে উপরের দিকে উঠছে। পাহাড়ের আড়ালে বাঁক নিতেই গ্রামটা তাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন পৃথিবীর বুকে বাতাস আর প্রস্তর খন্ড ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। দিক-চক্রবালে দোদুল্যমান কুয়াশা রাশি আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। মাঝে মধ্যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আর পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি যেন চারদিক থেকে অন্যান্য কুকুরের সাড়া তার কাছে এনে দেয়।

গন্তব্যস্থলের আধ-পথে পেঁাছে পুরোহিত এন্টিয়োকাসকে অশ্বপৃষ্ঠে তার পিছনে উঠিয়ে নিতে চায়, কিন্তু এন্টিয়োকাস তাতে অসম্মতি জানায় এবং শেষ পর্যন্ত সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাক্সটা অশ্ব পৃষ্ঠে উঠিয়ে দেয়। এবার এন্টিয়োকাস গ্রাম-রক্ষীর সাথে আলাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমাতে চায়, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কারণ গ্রাম-রক্ষী তার কাল্পনিক পদ-মর্যাদার কথা কখনো ভুলতে পারে না। কতক্ষণ পর পরই গ্রাম-রক্ষী থমকে দাঁড়িয়ে, মাথার টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে চার দিকের প্রান্তর ভূমি পরিদর্শন করে। সে যেন সারা দুনিয়াটার মালিক; এলাকা জুড়ে যেন বিপদ প্রত্যাসন্ন। তার সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুরটাও দাঁড়িয়ে বাতাসে গন্ধ শোঁকে আর কান থেকে লেজ পর্যন্ত তার সারা দেহ শিউরে ওঠে। অপরাহ্নটা শান্ত স্থির। একমাত্র চলন্ত দৃশ্য যা চোখে পড়ে তা হলো কর্মতৎপর ছাগলের দল দূরে শিলাখন্ড বেয়ে উপরে উঠছে। এগুলোর ছায়া-মূর্তি নীল আকাশ আর গোলাপী মেঘ মালার পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে।

অবশেষে তারা একটা ঢালু জায়গায় এসে পৌঁছে, জায়গাটার উপর থরে থরে প্রস্তর খন্ড সাজানো। একটা জল প্রপাতের পানি সাজানো প্রস্তর খন্ডের উপর পড়ছে। এন্টিয়োকাস জায়গাটা দেখে চিনতে পারে। একবার সে তার বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিলো। পুরোহিত একটা আঁকা-বাঁকা পথ ধরে চলে; গ্রাম-রক্ষী কর্তব্য পালনের তাকিদে তাকে অনুসরণ করে। এন্টিয়োকাস কিন্তু ঘোরালো পথ দিয়ে না গিয়ে কোনাকুনি পথ ধরে প্রস্তর খন্ড ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে সবার আগে বুড়ো শিকারীর কুড়ে ঘরে পৌঁছে যায়।

কাঠের গুঁড়ি আর ডালপালায় নির্মিত ভগ্নপ্রায় ঘর; ঘরের চারদিকে বৃহদাকার শিলাখন্ডের পরিবেষ্টন। একটি প্রাগৈতিহাসিক দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বুড়ো পরিষ্টনের পাশে স্তূপাকারে প্রস্তর খন্ড স্থাপন করেছে। কুয়োর ভিতর যেমন তির্যকভাবে সূর্য-কিরণ প্রবেশ করে, এই পরিবেষ্টনের ভিতরেও তেমনিভাবে সূর্য কিরণ প্রবেশ করে। এই কুড়ে ঘরের তিন দিক দৃষ্টির আড়ালে থাকে; মাত্র ডান দিকে দুটো প্রস্তর খন্ডের ফাঁক দিয়ে দূরে প্রসারিত এক সুনীল সমুদ্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগন্তুকদের পদশব্দ শুনে বুড়োর নাতী কুড়ে ঘরের দরজার ফাঁকে তার কুকড়ানো চুলে ভরা কালো মাথাটা বের করে দেয়।

"তারা আসছেন," এন্টিয়োকাস ঘোষণা করে।

"কারা আসছেন?"

"পুরোহিত আর গ্রাম-রক্ষী।"

লোকটা তার লোমশ চটপটে ছাগলগুলোর মতন এক লাফে বেরিয়ে গ্রাম-রক্ষীকে এই বলে গালাগালি করে যে সে সব সময় অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আসে।

"আমি তার সব হাঁড়গোড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব!" সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে গর্জন করে ওঠে, কিন্তু গ্রাম-রক্ষীর কুকুরটাকে দেখে পিছিয়ে যায়। বুড়োর কুকুরটা তখন এগিয়ে গিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানায়।

এন্টিয়োকাস আবার বাক্সের প্রাধান্য গ্রহণ করে একটা প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে পড়ে। চারদিকে বুনো শূয়রের অসংখ্য চামড়া ডোরা-কাটা, সাদা-কালো আর সোনালী ফুটকি দেয়া—প্রস্তর খণ্ডের উপর শুকোতে দেয়া হয়েছে। ঘরের অভ্যন্তরে বুড়োর দেহটা একটা চামড়ার স্তূপের উপর পড়ে আছে। সাদা চুল-দাঁড়ির মাঝখানে তার কালো মুখমন্ডলে আসন্ন মৃত্যুর প্রশান্তি। পুরোহিত মাথা নুইয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু মুমূর্ষু বুড়ো কোন সাড়া দেয় না। সে চোখ বুঁজে পড়ে আছে; তার ওষ্ঠ প্রান্তে এক ফোঁটা রক্ত টলমল করছে। গ্রাম-রক্ষী অদূরে অন্য একটা প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট। তার কুকুরটা তার পায়ের কাছে সটান শুয়ে আছে। গ্রাম-রক্ষীর দৃষ্টি কুড়ে ঘরের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করছে। সে ক্রোধান্বিত, কারণ শিকারী বুড়ো তার উইল ঘোষণা না করে আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে। এন্টিয়োকাস গ্রাম-রক্ষীর পানে দুষ্টুমী-ভরা বিদ্বিষ্ট দৃষ্টি হেনে ভাবছে, এই লোকটা চোরের উপর যেমন তার কুকুরটাকে লেলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়, তেমনি করে এই জেদী বুড়ো শিকারীর উপর লেলিয়ে দিতে পারলে খুশী হতো।

আট

কুড়ে ঘরের অভ্যন্তরে পুরোহিত দুই জানুর মাঝখানে তার হাত দুটো চেপে ধরে মাথাটা আরো নত করে। তার মুখাবয়ব ক্লান্তি আর অসন্তোষে ভারাক্রান্ত। সে নির্বাক। কি উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে, সে তাও যেন ভুলে গেছে। বাতাসের শব্দ সে কান পেতে শুনছে। এ শব্দ যেন দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি। সহসা গ্রাম-রক্ষীর কুকুরটা লাফিয়ে গর্জন করে ওঠে। এন্টিয়োকাস তার মাথার উপর পাখা ঝাপটানির শব্দ শুনতে পায়। চোখ তুলে দেখতে পায়, বুড়োর শিকারীর পোষা ঈগলটা একটা প্রস্তর খণ্ডের উপর নামছে। ঈগলটা তার দুটো বিরাট পাখার মত কালো ডানা বাতাসে মেলে ধরেছে।

কুড়ে ঘরের ভিতর বসে পুরোহিত তখন আপন মনে ভাবছে, "এই ত মৃত্যু! এই লোকটা সারা জীবন লোক সমাজ থেকে এই ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে যে লোক সমাজে থাকলে সে হয়ত খুন কিংবা অন্য কোন জঘন্য অপরাধ করে বসবে। আর এখন সে অন্যান্য পাথরের মধ্যে একটা পাথর হয়ে পড়ে আছে। এমনি করে আমিও ত্রিশ চল্লিশ বছর এক অনন্ত নির্বাসনের পর এমনি ভাবে পড়ে থাকব। আর এজনিস হয়ত আজ রাতেও আমার প্রতীক্ষা করবে....."

সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আহ! না, 'সে যা ভাবছে তা নয়। বুড়ো মরে নাই। তার হৃৎপিণ্ডে জীবন স্পন্দিত হচ্ছে। প্রস্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খণ্ডের উপর উপবিষ্ট ঈগলটার মতন তার জীবনী-শক্তি প্রবল ভাবে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

"আমাকে আজ সারা রাত এখানে থাকতে হবে।" সে আপন মনে বলে, "আজ রাতটা যদি আমি এজনিসকে না দেখে কাটিয়ে দিতে পারি, তবে আমি বেঁচে গেলাম।"

সে বাইরে গিয়ে এন্টিয়োকাসের পাশে বসে। সন্ধ্যার রক্তিম আকাশে সূর্য ডুবছে, উঁচু পাহাড়ের ছায়া প্রলম্বিত হয়ে উঠোনে আর বাতাসে আন্দোলিত ঝোপঝাড়ে পড়ছে। এই গোধূলির স্তিমিত আলোতে সে যেমন বস্তুর পার্থক্য স্পষ্ট বুঝতে পারে না, তেমনি সে বুঝতে পারে না, তার দুটো কামনার মধ্যে কোনটা প্রবলতর। সঙ্গে সঙ্গেই সে আপন মনে বলে,

"বুড়োর বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং অন্তিম-প্রলেপ অনুষ্ঠান সমাধা করার এই-ই সময়। তার মৃত্যু হলে মৃতদেহ এখান থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর প্রয়োজন হবে..... " কথাটা সে সবাইকে শুনিয়ে বলতে সাহস পায় না, "আর প্রয়োজন হবে এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেয়ার।"

এন্টিয়োকাস দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে। সে উৎসাহভরে রূপালী ছিটকিনীটা টিপে বাক্সটা খোলে; সাদা কাপড়ের টুকরোটা আর তৈলাধারটা বাক্স থেকে বের করে। তারপর সে তার লাল রঙের মস্তকাবরণের ভাঁজটা খুলে মাথায় পরে সে নিজেই যেন পুরোহিত হতে পারতো। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তারা আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। বুড়োর নাতি জানু, পেতে বসে বুড়োর মাথাটা ধরে রাখে, এন্টিয়োকাস উল্টো দিকে তার মস্তকাবরণটা ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়ে হাটু গেড়ে বসে; সাদা কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে টেবিলরূপে ব্যবহৃত প্রস্তর খণ্ডটা ঢেকে দেয়। তার লাল রঙের মস্তকাবরণটা রূপালী তৈলাধারে প্রতিফলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। গ্রাম-রক্ষী ঘরের বাইরে হাঁটু গেড়ে কুকুরটাকে পাশে নিয়ে বসে পড়ে।

এবার পুরোহিত প্রথমে বুড়োর ললাট দেশ এবং পরে বুড়োর হাতের তালু ও পায়ে প্রলেপ দেয়,—যে-হাত কোন দিন কারো উপর হিংস্র হতে চায়নি, যে-পা তাকে মূর্ত দুর্বৃত্তি হিসেবে মানুষের নৈকট্য থেকে বহু দূরে বয়ে বেড়িয়েছে।

অস্তায়মান সূর্যের অন্তিম রশ্মির শেষ ঔজ্জ্বল্য কুড়ে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রক্তিম মস্তকাবরণ পরিহিত এন্টিরোকাসের উপর পড়ছে। মুমূর্ষু বুড়ো আর পুরোহিতের মাঝখানে তাকে ভস্মীভূত অঙ্গারের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লার মতন দেখাচ্ছে।

"আমাকে ফিরে যেতে হবে," পল ভাবে। "এখানে থাকার কোন অজুহাত আমার নেই।" তারপর সে ঘরের বাইরে গিয়ে বলে, "বুড়োর জীবনের কোন আশা নেই; সে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন।"

"লুপ্তজ্ঞান" গ্রাম-রক্ষী সঠিক শব্দটা বলে।

"অল্প কয় ঘণ্টার বেশী সে বাঁচতে পারে না। সুতরাং তার দেহ গাঁয়ে নামিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।" পল বলে যায়। এই কথার সঙ্গে তার সংযোজন করতে ইচ্ছে হয় "সারা রাত আমাকে এখানে থাকতে হবে," কিন্তু এই অসত্য বলতে সে লজ্জা বোধ করে।

তা ছাড়া, এখন সে একটু হাঁটাচলার প্রয়োজনীয়তা এবং গাঁয়ে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করেছে। রাত্রির অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে পাপ চিন্তা অতি সূক্ষ্মভাবে তাকে আবার অন্ধকারের অদৃশ্য জালের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করতে শুরু করে। সে তা অনুভব করে শঙ্কিত হয়; সে নিজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এ সম্বন্ধে সে সচেতন যে তার বিবেক সচেতন, তার বিবেক তাকে সমর্থন করবে।

"তাকে না দেখে যদি আজ রাতটা কাটিয়ে দিতে পারতাম তবেই বেঁচে যেতাম"। এই তার নীরব আর্তনাদ। কেউ যদি তাকে শঙ্কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগ করে আটকে রাখতো! যদি এই বুড়ো তার লুপ্ত চৈতন্য ফিরে পেয়ে তার আলখেল্লাটার প্রান্তটা ধরে রাখতো!

সে আবার বসে পড়ে, চারদিকে তাকিয়ে তার বিদায়ক্ষণটা বিলম্ব করার অজুহাত খোঁজে। ইতিমধ্যে সূর্য উঁচু মালভূমির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশের রক্তিম আভার পটভূমিকায় ওক বৃক্ষের কাল্ডগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল ছাদের নীচে বিরাট স্তম্ভের মতন দেখায়। মৃত্যুর উপস্থিতিও এই মহান স্তব্ধতার প্রশান্তি ভঙ্গ করতে পারেনা। পল ক্লান্তি অনুভব করে। সকাল বেলায় বেদীর পাদদেশে যেমনটি হয়েছিলো এখানেও তেমনি করে প্রস্তর খণ্ডের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে তার ইচ্ছে হয়।

ইতিমধ্যে গ্রাম-রক্ষী তার নিজের মত করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সে ঘরে প্রবেশ করে মুমূর্ষু বুড়োর পাশে জানু পেতে বসে তার কানে কানে কি যেন বলে। বুড়োর নাতি সন্দেহ ও অবজ্ঞা সহকারে তা লক্ষ্য করে পুরোহিতের সামনে এসে বলে,

"আপনাদের কর্তব্য যখন শেষ হয়েছে, তখন আপনারা নির্বিঘ্নে বিদায় নিতে পারেন। এখন কি করতে হবে, তা আমার জানা আছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রাম-রক্ষী বাইরে বেরিয়ে এসে বলে, "বুড়োর বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে, তবে সে ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে তার সব বিষয়াদির ব্যবস্থা করে গেছে।" গ্রাম-রক্ষী এবার বুড়োর দিকে ফিরে বলে, "নিকোডেমাস পানিয়া, তুমি তোমার বিবেককে সাক্ষী রেখে কি আমাদের নিশ্চয়তা দিতে পার যে আমরা শান্ত চিত্তে এস্থান ত্যাগ করতে পারি?"

"পবিত্র প্রলেপ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা ছাড়া, অন্য কোন কারণে আপনাদের এখানে আসার কোন প্রয়োজনই ছিলো না। আমার ব্যাপারে নাক গলাবার আপনাদের কি প্রয়োজন?" নাতি কর্কস কণ্ঠে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আইনের বিধান আমাদের পালন করতেই হবে, পানিয়া। এত বড় গলায় কথা বলো না, নিকোডেমাস পানিয়া।" গ্রাম-রক্ষীও মুখের উপর জওয়াব দেয়।

"যথেষ্ট হয়েছে, আর চেঁচামেচি নয়!" ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পুরোহিত বলে।

"আপনি তো সদা এই শিক্ষা দেন যে জীবনে একটি মাত্র কর্তব্য আছে আর তা হলো স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন।" গ্রাম-রক্ষী গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

এই কথায় পুরোহিত চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে যে-সব কথা এখন শুনেছেন, সবগুলোই যেন বিশেষ করে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। সে ভাবে ঈশ্বর তাঁর কামনা মানুষের বাচনিক প্রকাশ করছেন। তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করে বুড়োর নাতীকে বলে,

"তোমার দাদা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে থেকো। ঈশ্বর মহান; কখন কি ঘটে তা আমাদের জ্ঞানের অতীত।"

বুড়োর নাতী কিছুদূর পর্যন্ত পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে যায়।

গ্রাম-রক্ষী শুনতে না পায় এতটা দূরত্ব থেকে বুড়োর নাতী বলে, "শুনুন হুজুর! আমার দাদা তার টাকা পয়সা আমার দায়িত্বে দিয়ে গেছে, তা এখানে আমার কোটের ভিতরে আছে; খুব বেশী নয়। তবে যাই হোক, তা এখন আমার সম্পত্তি। তাই নয় কি?"

"যদি তোমার দাদা তা তোমার একলার জন্য দিয়ে থাকে; তা হলে, তা তোমার সম্পত্তি বটে, বলে পুরোহিত পিছন ফিরে দেখে" অন্যান্যরা তার অনুসরণ করছে কিনা।

অন্যান্যরা তাকে অনুসরণ করছে। এল্টিয়োকাস গাছের ডাল দিয়ে নিজের জন্য একটা লাঠি বানিয়ে তার উপর ভর দিয়ে চলছে; গ্রাম-রক্ষী চূড়াওয়ালা টুপি আর সন্ধ্যার আলো প্রতিফলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোতামওয়ালা কোটটা পরে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে কুঁড়েঘরের পানে তাকিয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। মৃত্যুর উদ্দেশ্যে অভিবাদন। আর প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট ঈগলটা ঘুমিয়ে পড়ার আগে শেষবারের মতন ডানা ঝাপটানি দিয়ে এই অভিবাদনের জওয়াব দেয়।

রাত্রির ছায়া দ্রুতগতিতে উপত্যকা থেকে উপরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে তিন পথচারীকে ঢেকে দেয়। যাক, নদী পেরিয়ে বাড়ী যাওয়ার পথে মোড় নেয়ার পর গাঁয়ের প্রদীপের দীপ্তি পথের উপর পড়ে। মনে হয় সারা জায়গাটায় আগুন জ্বলছে; শৈল-শিরায় আগুনের ফুলকি নাচছে। গ্রাম-রক্ষী তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারে গির্জার সামনের চত্বরে অনেক মানব-মূর্তি জটলা করছে। আজ শনিবার; গাঁয়ের লোকদের রোববারে বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরার কথা, কিন্তু গির্জা-চত্বরে এই জন-সমাবেশ, এই বহ্ন্যুৎসব আর উত্তেজনা দেখে কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

"এর কারণ আমি জানি," সোৎসাহে এন্টিয়োকাস বলে ওঠে। তারা আমাদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছে। নীনা মাসিয়াকে কেন্দ্র করে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তারা তা উপলক্ষ করে উৎসব উদযাপন করতে যাচ্ছে।"

"কি আশ্চর্য! তুমি কি একটা আস্ত পাগল নাকি, এন্টিয়োকাস?" পুরোহিত গাঁয়ের পাদদেশে পাহাড়ের গা ঘেষে বহ্ন্যুৎসবের দীপ্তি দেখে অনেকটা ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

গ্রাম-রক্ষী কোন মন্তব্য করে না। সে অবজ্ঞাভরা নীরবতায় কুকুরের গলায় বাঁধা চামড়া-বন্ধনীটা টান দেয়; কুকুরটা উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ করে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ সারা উপত্যকাভূমিতে প্রতিধ্বনিত হয়। দুর্দশাগ্রস্ত পুরোহিতের মনে হয়, সে গ্রামবাসীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারল্যের সুযোগ নিচ্ছে আর তারই প্রতিবাদে এই রহস্যময় ধ্বনি সোচ্চার হচ্ছে।

"আমি তাদের কি করেছি?" সে নিজকে প্রশ্ন করে। আমি তাদের যেমন বোকা বানিয়েছি, নিজকেও তেমনি বোকা বানিয়েছি। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।"

একটা বীরোচিত কর্মের ধারণা তার মনে উদয় হয়। গাঁয়ে পেঁাছে সে জনসমাবেশের মাঝখানে থেমে স্বীয় পাপ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করবে। সে সবার সামনে তার বুকটা চিড়ে দেখাবে যে জ্বালা-যন্ত্রণায় শৈল-শিরার শুকনো ডালপালার চেয়েও তার বুক দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কিন্তু এবার তার বিবেক কথা কয়ে ওঠে ঃ

"তারা তাদের বিশ্বাসের উদ্‌যাপন করছে; তোমার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করছে। ঈশ্বর আর তাদের মাঝখানে তোমাকে আর তোমার দুঃখ যন্ত্রণাকে ঠেলে দেয়ার কোন অধিকার তোমার নেই।"

কিন্তু তার অন্তরের আরো গভীর থেকে অন্য একটা কণ্ঠ শোনা যায়ঃ

"তা নয়, আসল কারণটা হলো, তুমি নিকৃষ্ট আর ইতর। তুমি দুঃখ-যন্ত্রণা আর সত্যের জ্বালা সইতে ভয় পাও।"

তারা যতই গ্রামের আর লোকজনের নিকটবর্তী হতে থাকে পল নিজকে তত বেশী নিকৃষ্ট আর হতমান মনে করতে থাকে। পাহাড়ের পাশে স্ফুলিঙ্গ রাশি যেমন ছায়ার সঙ্গে হাতাহাতি মাতামাতি করে তেমনি করে তার বিবেকেও যেন আলো-ছায়ার সংগ্রাম চলে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। বহু বছর পূর্বে এই গাঁয়ে উদ্বিগ্ন মাকে নিয়ে তার প্রথম আগমনের কথা তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে; যেমন করে তার শৈশবের হাঁটি হাঁটি-পা-পা অবস্থায় তার মা তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলো।

"আর এখন আমি তার চোখে অধঃপাতিত।" এই ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যন্ত্রণায় কাতরায়। সে ভাবছে, সে আমাকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করেছে, কিন্তু আমি যে এখন মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত! সহসা সে এই ভেবে স্বস্তি অনুভব করে যে বিনাপূর্বে প্রস্তুতিতে এই উৎসব আয়োজন তাকে তার বিপদ থেকে উদ্ধারে সাহায্য করবে; তাকে বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করবে।

"আমি আজ তাদের কয়জনকে যাজক-ভবনে নিমন্ত্রণ করব। তারা নিশ্চয়ই অনেক রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে। আজ রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই আমি বিপদমুক্ত।"

চত্বর পাঁচিলে হেলান দেয়া কালো মূর্তিগুলো এখন চেনা যায়। গির্জার পিছনে শূন্যলোকে বহ্যুৎসবের স্ফুলিঙ্গগুলো লাল নিশানের মত দুলছে। তার প্রথম আগমন উপলক্ষে গির্জার ঘণ্টা যেমন বাজছিলো আজ আর তা বাজছে না, কিন্তু গির্জার ঐকতানের করুণ সুর এই হৈ-চৈ-এর মাঝেও শোনা যাচ্ছে।

সহসা গির্জার চূড়া থেকে উৎক্ষিপ্ত একটা তারা-বাজি সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হয়ে হাজার স্ফুলিঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে; বিস্ফোরণের শব্দ সারা উপত্যকাব্যাপী প্রতিধ্বনিত হয়। জনতার হর্ষধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর; সঙ্গে সঙ্গে আবার স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হতে থাকে; গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা যায়। আনন্দ প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে তারা বন্দুক ছোঁড়ে, মহোৎসবের রাতে যেমনটি করেছিলো।

"এরা পাগল হয়ে গেছে" গ্রাম-রক্ষী এই কথা বলে সবার আগে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে; কুকুরটাও প্রচন্ড চীৎকার করতে করতে ছোটে; সেখানে যেন একটা বিদ্রোহ দমন করতে হবে।

এন্টিরোকাসের কিন্তু কান্না পায়। সে অশ্বপৃষ্ঠে সীন উপবিষ্ট পুরোহিতের পানে তাকায়। তাকে শোভাযাত্রা সহকারে সম্বর্ধিত একজন সাধুসন্তের মতন দেখাচ্ছে। তা সত্ত্বেও, একটা বাস্তববাদী ভাবনা তার মনে উদয় হয়ঃ

"এই উৎফুল্ল জনতার উপস্থিতিতে আমার মা আজ খুব ভালো ব্যবসা করবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভেবে সে এমনি খুশি হয় যে সে তার মস্তকাবরণের ভাঁজ খুলে তার স্কন্ধদেশে স্থাপন করে। সে আবার বাক্সটা বহন করতে চায়; যদিও হাতের লাঠিটা হাত ছাড়া করতে রাজী নয়। এমনি করে সে 'বাইবেলে' বর্ণিত রাজন্যত্রয়ের একজনের মতন গাঁয়ে প্রবেশ করে।

বুড়ো শিকারীর নাতনী তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পুরোহিতকে ডেকে তার দাদার খবর জিজ্ঞেস করে!

"সব ঠিক আছে।" পল জওয়াব দেয়।

"তা হলে, দাদার অবস্থা আগের চেয়ে ভাল; তাই না?"

"তোমার দাদা ইতিমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।"

নাতনী আর্তকণ্ঠে কেঁদে ওঠে, এই উৎসব মুখরতার মাঝখানে এই ক্রন্দন ধ্বনিই একমাত্র বেসুরো শোনায়।

পুরোহিতের সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বালকের দল পাহাড়ী পথ বেয়ে নীচে নেমে গেছে। তারা মাছির ঝাঁকের মতন ঘোড়ার চারদিকে ভীড় করে পরোহিতের পিছু পিছু গির্জার চত্বরে উপস্থিত হয়। চত্বরে লোক সমাগম খুব বেশী নয়। কুকুর নিয়ে গ্রাম-রক্ষীর উপস্থিতিতে সেখানে কিছুটা শৃংখলা দেখা দিয়েছে। চত্বরের রেলিংয়ের চারদিকে গাছতলায় উপস্থিত কিছু সংখ্যক লোক সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ কেউ এন্টিয়োকাসের মায়ের দোকানের সামনে মদ খাচ্ছে। স্ত্রী লোকেরা তাদের ঘুমন্ত শিশুদের কোলে নিয়ে গির্জার সিঁড়িতে বসে আছে আর তাদের মাঝখানে তন্দ্রাচ্ছন্ন বিড়ালের মতন নীনা মাসিয়া উপবিষ্ট।

চত্বরের কেন্দ্রস্থলে গ্রাম-রক্ষী তার কুকুরটা নিয়ে মূর্তিবৎ দন্ডায়মান।

পুরোহিতের আগমনে সমবেত লোকজন দাঁড়িয়ে তার চারদিকে ভীড় করে। কিন্তু ঘোড়াটা আরোহীর নালের গোপন আঘাত খেয়ে গির্জার বিপরীত দিকের একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। সেই রাস্তাটায় ঘোড়ার মালিকের বাড়ী। ঘোড়ার মালিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদের দোকানের সামনে মদ খাচ্ছিলো। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে সে এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে।

"হারে বেটা অকর্মন্য! তুই কি ভাবছিস? এই ত আমি এখানে।"

ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে মাথাটা নুইয়ে দেয়, যেন মনিবের গ্লাস থেকে মদ খেতে চায়। পুরোহিত ঘোড়া থেকে নামার জন্য আসনে নড়ে, কিন্তু ঘোড়ার মালিক তাঁর একটা পা ধরে চেপে ধরে আরোহীসহ ঘোড়াকে মদের দোকানের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে মালিক তার এক সঙ্গীর হাতে নিজের গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেয়। তার সঙ্গী তখন অন্য হাতে মদের বোতলটা ধরে আছে।

সেখানে নারী পুরুষ মিলে বৃত্তাকারে পুরোহিতের চারদিকে ভীড় করে। আলোকোজ্জ্বল মদের দোকানের দরজায় এই দৃশ্য দেখে যাযাবরসুলভ সুদীর্ঘদেহী প্রান্টিয়োকাসের মা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বহ্যুৎসবের আলোয় প্রতিফলিত তার মুখাবয়ব প্রায় ব্রোঞ্জের রঙ ধারণ করেছে। মায়েদের কোলে নিদ্রিত শিশুর দল চমকে জেগে উঠে হাত-পা ছুড়তে থাকে। তাদের গলার সোনা ও প্রবালের কবচগুলো আলোতে চিকচিক করছে। গরীবেরা পর্যন্ত আজ তাদের শিশুদের কবচ পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে এনেছে। এই অন্ধকারে অস্থির চঞ্চল মানুষের সমাবেশে পুরোহিত যেন মেষপালের মাঝখানে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী একজন মেষ পালক।

এক শ্বেতশ্মশ্রুমন্ডিত বৃদ্ধ পলের জানুদেশে হস্ত স্থাপন করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে, "ওহে ভালো মানুষের দল, ইনি ঈশ্বরের সত্যিকার প্রিয়তম ব্যক্তি"।

"তা হলে সরেস মদ পান করা যাক"। ঘোড়ার মালিক চীৎকার করে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিতেই পল গ্লাসটাতে চুমুক দেয়; কিন্তু গ্লাসের কানায় লেগে তার দাঁত দ্বিধায় ঠকঠক করে; বহ্যুৎসবের ঝলমলে আলোয় প্রতিফলিত এই মদ, যেন মদ নয়; রক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

পল আবার ছোট্ট খাবার-ঘরে তার টেবিলে বসে আছে; ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। যাজক-ভবনের গবাক্ষ-পথে শৈল-শিরাটাকে একটা পর্বতের মত দেখাচ্ছে। শৈল-শিরার আড়ালে ম্লান আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হচ্ছে।

তাকে সঙ্গ দিবার জন্য জন কয়েক গ্রামবাসীকে সে নিমন্ত্রণ করেছে। তাদের মধ্যে শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত বুড়ো আর ঘোড়ার মালিকও রয়েছে। তারা তখনো বসে মদ খাচ্ছে, হাসি তামাসা করছে আর শিকারের কাহিনী বলছে। শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত বুড়ো নিজেও একজন শিকারী। সে কিং নিকোডেমাসের সমালোচনা করছিল, কারণ তার মতে সেই নির্জনবাসী বুড়ো ঈশ্বর বিদেশিত রীতিনীতি অনুসারে শিকার করতো না।

"তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমি তার দুর্নাম করতে চাই না" সে বলছিলো, "তবে সত্যি বলতে কি, সে ফটকাবাজির মানসিকতা নিয়ে শিকারে যেতো। গোটা শীতের মওসুমে কেবল নেউলের চামড়া বিক্রি করেই সে হাজার হাজার লীরা কামাই করেছে। ঈশ্বর আমাদের প্রাণী শিকারের অনুমতি দিয়েছেন, তবে কোন প্রাণীকে নির্বংশ করার অনুমতি তিনি আমাদের দেননি। সে প্রাণীদের ফাঁদ পেতেও ধরতো, অথচ ফাঁদ পেতে প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ; কারণ আমাদের যেমন যন্ত্রণাবোধ আছে, প্রাণীদেরও তা আছে। ফাঁদে বদ্ধ থাকার কালটা তাদের পক্ষে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক। একবার আমি স্বচক্ষে একটা ফাঁদে একটা খরগোসের পা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। বুঝতে পারেন আসল ব্যাপারটা কি? আসলে খরগোসটা ফাঁদে আটকা পড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে পায়ের মাংস ক্ষয় করে শেষ পর্যন্ত মুক্তির আশায় পাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো। আসলে নিকোডেমাসের এই অর্জিত অর্থ তার কি কাজে এলো? সে অর্জিত অর্থ লুকিয়ে রেখেছিল আর এখন সেই অর্থ তার নাতী দিন কয়েকের মধ্যে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অর্থ উপার্জন ত ব্যয় করার জন্য" ঘোড়ার মালিক বলে, লোকটা বাগাড়ম্বর প্রিয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমার নিজের কথাই ধরুন। আমি কারো মনে ব্যথা না দিয়ে বেপরোয়া খরচ করে জীবনটাকে উপভোগ করেছি। একবার এক উৎসবে আমার করার মতন কোন কাজ না থাকায় আমি এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে রেশমী সুতোর গুটানো এক বোঝা লাটাই কিনে নিলাম; তারপর সেগুলো মাঠের উপর লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে সেগুলোর পিছনে মাঠময় ছুটতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেখানে সমবেত লোকজন আমার সঙ্গে জড়ো হয়ে হাসি-উল্লাসে মেতে আমাকে অনুকরণ করতে লাগলো। সেই মজার খেলাটার কথা আমি এখনো ভুলতে পারছি না। তারপর থেকে পুরানো পুরোহিত আমাকে দেখলেই দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলতেন" ওহে পাসকুয়েল মাসিয়া, তোমার কাছে কি গড়িয়ে দেবার লাটাই নেই ?"

গল্পটা শুনে উপস্থিত অতিথিদের সবাই হাসাহাসি করে; কেবল পলই উদাসীন। তাকে ক্লান্ত বিষণ্ন দেখায়। শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত বুড়ো শ্রদ্ধামিশ্রিত স্নেহ সহকারে তাকে লক্ষ্য করে। সে তার সঙ্গীদের তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে চোখ টিপে ইঙ্গিত দেয়। সে তাদের বুঝিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সেবককে পবিত্র নিসঙ্গতা ও প্রাপ্য বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দেবার সময় হয়েছে।

অতিথিরা এক সঙ্গে আসন ত্যাগ করে তাদের নিমন্ত্রণকর্তার কাছ থেকে শ্রদ্ধাভরে বিদায় গ্রহণ করে। পল এবার কম্পিত দীপ-শিখা আর গবাক্ষ পথে তার কক্ষে প্রবিষ্ট মৃদু জ্যোস্নার মাঝখানে নিঃসঙ্গ। বিদায়ী নিমন্ত্রিতদের জুতোর শব্দ নির্জন রাস্তা থেকে তার কানে আসছে।

তার শয্যা গ্রহণের সময় এখনো হয়নি, যদিও সে অত্যন্ত অবসন্ন এবং তার স্কন্ধ-দেশ ব্যথা-ক্লান্তিতে টনটন করছে। সে যেন সারাটা দিন কাঁধে একটা ভারি জোয়াল বয়ে বেড়িয়েছে। নিজের ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়ার ভাবনা তার নেই; তার মা এখনো রান্না ঘরে রয়েছে। সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে তার মা দৃষ্টিগোচর নয়, যদিও সে জানে গত রাত্রির মতন আজও তার মা তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

গত রাত্রি! কথাটা মনে হতেই সে অনুভব করে, দীর্ঘ নিদ্রার পর সহসা যেন সে জেগে উঠেছে। এজনিসের বাড়ী থেকে প্রত্যাবর্তনের মর্মপীড়া, সারা রাত তার দুঃখ-যন্ত্রণা, এজনিসকে লিখা তার চিঠি, প্রার্থনা-সমাবেশ, তার পবর্ত শৃঙ্গে আরোহণ গ্রামবাসীদের উৎসব-অনুষ্ঠান, এই সব কিছুই তার নিছক স্বপ্ন মনে হয়। তার সত্যিকার জীবন এখন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এবার তাকে প্রবেশ দ্বার খোলার জন্য এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে···। এজনিসের কাছে তাকে যেতে হবে··· তবে সত্যিকার জীবন আবার শুরু হচ্ছে।

"কিন্তু সে হয়ত আমাকে আর আশা করবে না; কোন দিনই আর আশা করবে না।"

সে তার জানুতে কম্পন অনুভব করে; তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে এই ভয় আবার এজনিসের কাছে ফিরে যাওয়ার দুর্ভাবনায় নয় বরং এজনিস যে ইতিমধ্যেই তার ভাগ্য-লিপি মেনে নিয়ে তাকে ভুলতে শুরু করেছে এই দুর্ভাবনায়।

তারপর সে উপলব্ধি করে যে তার হৃদয়ের গভীরে পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সব চেয়ে দুর্বিসহ ও কঠিনতম ব্যাপার হলো, এজনিস সম্বন্ধে কোন খবর না জানা, এজনিসের নীরবতা, আর তার জীবন থেকে এজনিসের অন্তর্ধান।

তার প্রতি এজনিসের প্রেমের অবসান হবে, এটাই তার পক্ষে নিশ্চিত মৃত্যু।

সে দু' হাতে মুখ ঢেকে এজনিসের মুখখানা তার মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে; তারপর সে এজনিসকে সে-সব অপরাধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগে ভর্ৎসনা করে যে-সব অপরাধের অভিযোগে এজনিসও তাকে ন্যায়তঃ ভর্ৎসনা করতে পারতো।

"এজনিস, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভুলতে পার না! কেমন করে তা তুমি ভোল? তুমি তোমার দুটো সবল হাতে আমার হাত ধরে বলেছিলে, আমরা দুজন পরস্পরের সংগে জীবনে মরণে চিরতরে এক গ্রন্থিতে বাঁধা। তুমি সে কথা ভুলে যাবে, তাও কি সম্ভব? তুমি বলেছিলে, তুমি জান···"

তার হাতের আঙ্গুলগুলো তার কণ্ঠদেশ চেপে ধরে; কারণ দুঃখ যন্ত্রণায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

'শয়তান আমাকে তার ফাঁদে ফেলেছে।" সে ভাবতে থাকে, যে-খরগোসটা ফাঁদে পড়ে নিজের পা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিলো, -সেখরগোসটার কথা তার মনে পড়ে।

সে গভীর নিশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে প্রদীপটা তুলে নেয়। নিজের ইচ্ছাকে বশীভূত করার দৃঢ় সংকল্প সে গ্রহণ করে; নিজের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে সে নিজের মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। সে আপন কক্ষে যাবার মনস্থ করে। যাবার পথে সে তার মাকে রান্না ঘরে তার নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট দেখতে পায়। তার পাশে এন্টিয়োকাস অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে রান্না ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে মাকে প্রশ্ন করে,

"ছেলেটা এখনো এখানে কেন?"

মা দ্বিধাজড়িত দৃষ্টিতে পলের পানে তাকায়। ছেলের প্রশ্নে সাড়া না দেয়াই ভালো মনে করে; বরং এন্টিয়োকাসকে তার স্কার্টের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়, যাতে পল সেখানে অপেক্ষা না করে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। পলের উপর তার আস্থা পুনঃ স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার মনেও শয়তান আর ফাঁদের চিন্তা জাগে। ঠিক মুহূর্তে এন্টিয়োকাসের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মা বহুবার তাকে বাড়ী চলে যাওয়ার কথা বললেও সে কেন এখনো এখানে অপেক্ষা করছে তা তার ভালো করেই মনে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে এখনো এখানে তার থাকার কারণ ব্যাখ্যা করে পুরোহিতকে বলে, "আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন বলে মা আপনার আশায় অপেক্ষা করছে।"

পুরোহিতের মা প্রতিবাদ করে বলে, "এত রাতে কারো বাড়ীতে যাওয়ার সময় ? তুমি এখন বিদায় নাও, তোমার মাকে বলো, পল এখন ক্লান্ত; আগামীকাল গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে।"

মা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে, তবে দৃষ্টি তার পলের উপর। পল নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে প্রদীপটার পানে চেয়ে আছে। তার চোখের পাতা প্রজাপতির পাখার মতন কাঁপছে।

গভীর নৈরাশ্যে এন্টিয়োকাস উঠে দাঁড়ায়।

"কিন্তু আমার মা যে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তার ধারণা, ব্যাপারটা জরুরী।"

"এমন জরুরী কোন ব্যাপার হলে সে এখনি গিয়ে তা বলে আসতো। যাও, এবার তুমি বিদায় নাও।"

মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। মায়ের দিকে তাকাতেই পলের দৃষ্টি সহসা আবার ক্ষোভে জ্বলে ওঠে। সে বুঝতে পারে, তার মায়ের ভয় সে পাছে আবার বাইরে বেরিয়ে না যায়। এই উপলব্ধি পলের মনে অযৌক্তিক ক্রোধের সঞ্চার করে। সে প্রদীপটা ধপ করে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে এন্টিয়োকাসকে বলে,

"আমরা তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

হল কামরায় পৌঁছে, যা হোক সে পিছন ফিরে মাকে বলে, "মা, আমি সেখান থেকে সরাসরি ফিরে আসব; দরজায় আগল দিয়ো না।"

মা স্বস্থানে বসে থাকে, কিন্তু তারা দুজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে সে আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় যে তারা দুজন জ্যোৎস্নাস্নাত চত্বরটা পেরিয়ে মদের দোকানে প্রবেশ করছে। দোকানে তখনো আলো জ্বলছে। মা আবার রান্না ঘরে গিয়ে গেলো রাতের মতন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নিজের সম্বন্ধে এই ভেবে বিস্মিত হয় যে আগের মতন সে আর পুরান পুরোহিতের পুনরাবির্ভাবের ভয়ে ভীত নয়; আগে যা ঘটেছে, তা সবই স্বপ্ন; মনে মনে কিন্তু সে মোটেই নিশ্চত হতে পারে না যে সেই প্রেতাত্মা ফিরে এসে তার মেরামত করা মোজা জোড়া দাবী করবে না।

"আমি সেগুলো ঠিক মেরামত করেছি" ছেলের জন্য যে মোজা জোড়া মেরামত করে রেখেছে, সেগুলোর কথা চিন্তা করে সে এই কথা উচ্চ কণ্ঠে বলে। তার ধারণা, প্রেতাত্মা যদি আসেই তবে সে প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে।

চারদিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করছে। পানশালার বাইরের গাছগুলো জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল আলোতে রূপালী দেখাচ্ছে। আকাশটা দুগ্ধ-সমুদ্রের মতন নির্মল। সুবাসিত লতাগুল্মের সুরভি বাড়ীর ভিতরটা পর্যন্ত সুরভিত করে ফেলেছে। পল যে আবার পাপে লিপ্ত হতে পারে, তা জেনেও সে যে কেন এমন শান্ত, তা সে নিজেও বড় একটা জানে না। আগের মতন দুঃখ সে অনুভব করে না। তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, পলের চোখের পাতাগুলো কাঁপছে, যেমন করে ক্রন্দনোদ্যত শিশুর পাতা কাঁপে। তা দেখে তার মাতৃহৃদয় স্নেহ ও করুণায় গলে যায়।

"হায় প্রভু! আর কেন, কেন, কেন?

সে তার প্রশ্নটা শেষ করতে পারে না। প্রশ্নটা কূপের তলদেশে প্রস্তর খণ্ডের মতন তার হৃদয়ের অতলে পড়ে থাকে। হায় প্রভু! কোন নারীকে ভালবাসা পলের জন্য নিষিদ্ধ কেন? ভালোবাসা সবার জন্য বিধেয়; এমন কি পরিচারক, মেষ পালক এমন কি দৃষ্টিহীন অন্ধ এবং কারাবন্দী অপরাধীর জন্যও; তবে কেন তার সন্তান পলের জন্যই শুধু তা নিষিদ্ধ হবে?

তারপর বাস্তববোধ তার হৃদয়ে জেগে ওঠে। এন্টিয়োকাসের কথাগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মনে পড়ে যায়। এই ছেলেটার চেয়েও তার জ্ঞান কম বলে সে লজ্জিত হয়।

"তারা নিজেরা,—পুরোহিত সম্প্রদায়ে যারা সব চেয়ে তরুণ-নারী সংসর্গ থেকে সংযমী ও স্বাধীন জীবন যাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো।"

তাছাড়া তার পল সুস্থ সবল; তার পূর্বে পুরুষদের চেয়ে কোন দিক দিয়েই দুর্বল ও নিকৃষ্ট নয়। সে কোন দিন চোখের জল ফেলবে না; তার চোখের পাতা মৃত্যুর চোখের পাতার মত শুষ্ক থাকবে; কারণ সে শক্তিমান পুরুষ। অশ্রুবর্ষণ ত দুর্বলতার লক্ষণ।

"আমি অবোধ বাচ্চা হয়ে যাচ্ছি।" বলে মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তার মনে হয়, দীর্ঘ একদিনের ক্লান্তিকর আবেগাতিশয্যে সে যেন বিশ বছর বুড়িয়ে গেছে। প্রতিটি অতিক্রান্ত ঘণ্টা তার বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে, প্রতিটি মুহূর্ত যে আড়ালে পাথর-ভাঙায় রত শ্রমিকদের হাতুড়ির মতন তার আত্মায় আঘাত হানছে! আজ অনেক কিছু তার প্রিয় মনে হয়, অথচ গতকাল এমনটি ছিলো না। এজনিসের গর্বোদ্ধত মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই গর্ববোধের অন্তরালে সে তার সত্যিকার অনুভূতি লুকিয়ে রাখে।

"এই মেয়েটাও বলিষ্ঠ মনের অধিকারিণী" মা ভাবে, "সে তার সব দুর্বলতা লুকিয়ে রাখবে।"

মা এবার ধীরে সুস্থে আপন আসন ত্যাগ করে আগুনের উপর ছাই চাপা দেয়; এমনি সতর্কতার সাথে তা করে যাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়ে অন্য কিছুতে আগুন না লাগে। তারপর সে সদর দরজাটা বন্ধ করে দেয়, কারণ সে জানে পল সর্বদা একটা চাবি সঙ্গে রাখে।

সে সশব্দে দৃঢ় পদক্ষেপে চলাফেরা করে যেন পল চত্বরের ওপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তা শুনতে পায় আর এই দৃঢ় পদক্ষেপ থেকে বুঝতে পারে যে এই দৃঢ় সশব্দ পদক্ষেপ তার মানসিক প্রত্যয়ের বাহ্যিক অভিব্যক্তি।

তবে মা অনুভব করে যে এই প্রত্যয় আসলে খুব দৃঢ় নয়। কিন্তু এই জীবনে সত্যিকার দৃঢ় কি ? পর্বতের তলদেশ বা গির্জার ভিত্তি, কোনটাই দৃঢ় নয়। ভূমিকম্প এই দুটোকেই ভূপাতিত করতে পারে। এমনিভাবে সে পলের ভবিষ্যৎ এবং নিজের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বোধ করে বটে, কিন্তু তার মনের তলদেশে সর্বক্ষণ একটা অজানা আশঙ্কা জেগে থাকে। নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে ভাবে, সদর দরজাটা খোলা রাখাটাই সমীচীন হতো কিনা।

এবার সে উঠে পরিহিত এপ্রানের ফিতেটা খুলতে আরম্ভ করে; কিন্তু ফিতেটায় গিট লেগে গেছে। সে ধৈর্যহারা হয়ে ঝুড়ি থেকে কাঁচিটা আনতে যায়। ঝুড়িটাতে একটা বিড়াল কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে। বিড়ালের দেহের সংস্পর্শে কাঁচিটা আর সুতোর বান্ডিলটা উষ্ণ হয়ে আছে। জীবন্ত প্রাণীটার ছোঁয়া লাগতেই তার অসহিষ্ণুতার জন্য মনে অনুশোচনা জাগে। আবার সে প্রদীপের কাছে গিয়ে প্রদীপের আলোতে ফিতের গিটটা খুলতে সক্ষম হয়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে তার পরিহিত পোশাক একটা একটা করে খুলে চেয়ারের ওপর ভাঁজ করে রেখে দেয়; প্রথমে এপ্রানের পকেট থেকে চাবিগুলো বের করে সারিবদ্ধভাবে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে; অভিজাত পরিবারে যেমনটি করা হয়। তার যৌবনে তার মনিবের শৃংখলা আর পরিচ্ছন্নতা চর্চা করতে তাকে শিখিয়েছিলো। সে এখনো সেই পুরানো উপদেশগুলো মেনে চলে।

আধ-খোলা পোশাকে সে আবার উঠে বসে। তার খাটো সেমিজের নীচে তার বাদামী কৃশ পাদুটো বেরিয়ে আছে; পা দুটো কাঠের তৈরী মনে হয়। ক্লান্তিতে হাল ছেড়ে দিয়ে সে হাই তোলে। না, সে আর নীচ তলায় যাবে না। তার ছেলে বাড়ী ফিরে দরজাটা বন্ধ দেখে বুঝে নেবে যে তার প্রতি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাকে সামলানোর এটাই সঠিক পন্থা; তাকে দেখানো যে তার উপর তোমার বিশ্বাস অবিচল। তথাপি মা সতর্ক থাকে; যে কোন শব্দ শোনার জন্য কান পেতে রাখে। তবে গেলো রাতের মতন এতটা সতর্ক নয়। সে পা থেকে জুতো জোড়া খুলে পাশাপাশি রেখে দেয়; যেন দু'বোন রাতের বেলায়ও কাছ ছাড়া হয় না। মা এবার বিড়-বিড় করে প্রার্থনার স্তোত্র আবৃত্তি করে আর ক্লান্তিতে হাল ছেড়ে দিয়ে বারবার হাই তোলে। তার এই ক্লান্তির সঙ্গে স্নায়বিক দৌর্বল্যও যুক্ত রয়েছে।

এন্টিয়োকাসের মাকে বলার মত পলের এমন কি কথা থাকতে পারে? এই মেয়ে লোকটার এমন কোন সুনাম নেই। সে সুদে টাকা ধার দেয়; আর একজন কপর্দকী বলে জনগণের কাছে তার কুখ্যাতি আছে। না, পলের মা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। সে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ধোঁয়াটে সলতেটা আঙ্গুল দিয়ে টিপে বিছানায় যায়, কিন্তু কিছুতেই শুতে পারে না।

অচিরেই তার ধারণা হয়, সে তার ঘরে পায়ের শব্দ শুনতে পায়। প্রেতাত্মাটা কি তাহলে ফিরে এসেছে? সে ভীষণ ভয় পায়, পাছে প্রেতাত্মাটা তার বিছানায় এসে তাকে ধরে বসে। মুহূর্তের জন্য তার ধমনীর রক্ত হিম হয়ে তার হৃৎপিণ্ডে সবেগে ধাবিত হয়, যেমন করে মানুষ হৈ-চৈ করে শহরের প্রধান চত্বরে ছুটে যায়। পর মুহূর্তেই সে নিজকে সামলে নেয়; নিরর্থক ভয় পেয়েছে বলে লজ্জিত হয়। সে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় যে এই ভয়ের কারণ তার ছেলে পল সম্বন্ধে তার দুষ্ট সন্দেহ।

না, পলকে নিয়ে তার সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গেছে। আর কোন দিন সে পলের সামান্যতম ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধেও কিছু জানতে চাইবে না। এখন সে যেমন দাসীর বাসোপযোগী ছোট্ট ঘরটাতে বাস করে, এমনি করে সবার চোখের আড়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরবে বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেয়াই তার পক্ষে সমীচীন। সে আকর্ণ সারা দেহটা বিছানার ঢাকনী দিয়ে ঢেকে শুয়ে পড়ে। যাতে পল ফিরলো কি ফিরলো না, তা জানতে না পারে, কিন্তু তার মনের গভীর চৈতন্যলোকে ভাবনার কোন হেরফের হয় না। তার ভাবনা, পল বাড়ী ফিরবে না; কেউ তাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, যেমন করে কোন লোককে অন্যান্যরা কোন নৃত্যানুষ্ঠানে ধরে নিয়ে যায়।

তথাপি পলের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে সে নিশ্চিত থাকে। শিগগীরই হোক, আর বিলম্বেই হোক সে পালিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারবে। সে বিছানার ঢাকনীর নীচে শান্ত চিত্তে শুয়ে থাকে, যদিও ঘুমোয়নি। তার মনে এখনো এই বিভ্রান্ত ধারণাটা ঘোর-প্যাচ খাচ্ছে যে, সে তার ফিতের গিটটা এখনো খুলতে চেষ্টা করছে। শয্যাচ্ছাদনীর তলে শুয়ে তার কানে একটা গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসে। এই গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশঃ গির্জা চত্বরে সমবেত জনতার কোলাহলে রূপান্তরিত হয়। আরো দূরে মানুষের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হাসি-উল্লাস আর নৃত্যের ধ্বনি শোনা যায়। এই জন-সমাবেশের মধ্যে তার পলও রয়েছে। এই কোলাহল, হাসি-উল্লাস আর নৃত্যের ধ্বনি ছাপিয়ে বহু দূরে কোন উঁচু স্থান থেকে বাঁশীর মৃদু মধুর সুর ভেসে আসছে। সম্ভবত, স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের নৃত্যের তালে-তালে বাঁশী বাজাচ্ছেন।

দশ

সারাদিন এন্টিয়োকাসের মা আকাশ-পাতাল ভেবেছে। পুরোহিতের আগমনের এমন কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যে জন্য তার ছেলে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে; কিন্তু সে তার আচার আচরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করতে চায়নি যে সে পুরোহিতের আগমন প্রতীক্ষায় আছে। তিনি সম্ভবত সে যে সুদের কারবার করে, বা অন্যান্য টুকটাক ব্যবসা করে কিংবা সে যে নিছক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সামান্য অর্থের বিনিময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংরক্ষিত অতি প্রাচীন দুর্লভ স্মৃতিচিহ্নসমূহ ধার দেয়, পুরোহিত সে সম্বন্ধে কিছু মতামত ব্যক্ত করতে চান। অথবা এমনো হতে পারে যে তিনি নিজের বা অন্য কারো জন্য টাকা পয়সা ধার চান। উদ্দেশ্য যাই হোক, দোকান থেকে শেষ গ্রাহকের বিদায়ের পর এন্টিয়োকাসের মা খুচরো টাকা পয়সায় ভর্তি তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে এন্টিয়োকাস আসছে কিনা বাইরে তাকিয়ে দেখে।

সে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার ভান করে দরজাটা বন্ধ করার কাজে লেগে যায়। বস্তুত সে দরজার নিচের পাটটা বন্ধ করে আগলটা লাগাবার জন্য মাথা নোয়ায়। সে চৌকিদারায় খুব কর্মতৎপর, যদিও দীর্ঘদেহ আর স্থূলকায়, কিন্তু স্থানীয় অন্যান্য স্ত্রীলোকদের তুলনায় তার মাথাটা আনুপাতিকভাবে ছোট। কালো বিরাট বিনুনী দিয়ে মাথাটা বেষ্টন করে রাখে বলে মাথাটা বড় দেখায়।

পুরোহিত এগিয়ে আসতেই সে সোজা দাঁড়িয়ে তাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানায়; সাগ্রহে নিস্তেজ কালো চোখ মেলে পুরোহিতের চোখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে পুরোহিতকে মদের দোকানের পিছনে ছোট ঘরটায় আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়। এন্টিয়োকাস মায়ের পানে তাকিয়ে জানায়, তার মা যেন পিছনের ঘরে বসার ব্যাপারে আরো আগ্রহ প্রকাশ করে। পুরোহিত মায়ের আমন্ত্রণে খোশ মেজাজে বলে ঃ

"না, বরং এখানেই বসা যাক," সে স্বল্পপরিসর মদ্য পানের ঘরটায় রক্ষিত মদের দাগ লাগা লম্বা টেবিলে বসে পড়ে। এন্টিয়োকাস উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দেখে নেয় সব ঠিকঠাক আছে কিনা। বিলম্বে আগত কোন ক্রেতার উপস্থিতিতে তাদের এই সম্মেলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধাপ্রাপ্ত হয় কিনা, তা ভেবে সে শঙ্কিত বোধ করে।

কোন ক্রেতার আগমন ঘটে না; সব ঠিক আছে। বড় পেট্রোল ল্যাম্পের আলোতে মদ্যশালার প্রাচীরে তার মায়ের ছায়া পড়ে। ঘরের তাকে লাল সবুজ ও হলদে বোতল সাজানো। ঘরের উল্টো দিকে সাজানো মদের পিপেগুলোর উপর আলো পড়ছে। যে লম্বা টেবিলটার উপর পুরোহিত উপবিষ্ট, সে টেবিলটা এবং আর একটা ছোট্ট টেবিল ছাড়া এ ঘরে আর কোন আসবাব-পত্র নেই। দরজার সামনে হাতলওয়ালা গোটা কয় ঝাড়ু ঝুলছে। এগুলো দুটো উদ্দেশ্য সাধন করে। পথচারীদের জানিয়ে দেয় যে এটা একটা শুঁড়িখানা এবং মাছি তাড়াবার কাজেও লাগে।

এন্টিয়োকাস সারা দিন এই মুহূর্তটির জন্য এই ধারণা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছে যে কোন একটা অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তার ভয়, কোন অনধিকার প্রবেশকারী সেখানে এসে উপস্থিত হবে, বা তার মা এমন কোন আচরণ করবে যা করা উচিত নয়। সে চায় তার মা পুরোহিতের সামনে শান্ত ও সবিনয় আচরণ করবে, কিন্তু তা না করে তার মা শুঁড়িখানার পিছনের ঘরে স্বীয় সিংহাসনে রাণীর মতন গাম্ভীর্য নিয়ে বসে আছে। তার মা এই গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, যে-লোকটা একজন সাধারণ ক্রেতার মতন শুঁড়িখানার টেবিলে বসে আছেন তিনি একজন সাধুসন্ত পুরুষ; তিনি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দিতে সক্ষম। তার মা এ জন্যও কৃতজ্ঞ নয় যে,আজ যে তার দোকানে এত মদ বিক্রি হলো, এজন্য তিনিই অপ্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত পলই আলোচনার সূচনা করে। "তোমার স্বামীর সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাতের ইচ্ছে ছিলো।" টেবিলের উপর কনুইদুটো স্থাপন করে পুরোহিত বলে, "তবে এন্টিয়োকাস অবশ্য আমাকে আগেই জানিয়েছে যে তোমার স্বামী রোববারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে ফিরবে না।"

এন্টিয়োকাসের মা মাথা দুলিয়ে সায় দেয়।

"হ্যাঁ, সপ্তাহে প্রতি রোববারে আসে; তবে আপনি চাইলে আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পারি," এন্টিয়োকাস কথার ফাঁকে সাগ্রহে বলে, কিন্তু বাকী দুজনের কেউ তার আগ্রহ লক্ষ্য করেনা।

"আমি এই ছেলেটার ব্যাপারে এসেছি," পল বলে যায়। "এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার সময় হয়েছে। সে বড় হচ্ছে; সুতরাং তাকে হয়ত কোন একটা ব্যবসায় লাগিয়ে দাও; অথবা যদি তোমরা তাকে একজন পুরোহিত বানাতে চাও, তবে এই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে তোমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।"

এন্টিয়োকাস একটা কিছু বলার জন্য মুখ খোলে, কিন্তু তার মা কথা বলতে শুরু করলে সে মুখ বন্ধ করে নীরবে মায়ের কথা শোনে, যদিও মায়ের কথা বলাটার বিরুদ্ধে তার উদ্বিগ্ন কচি মুখে অননুমোদনের ছায়া পড়ে।

এন্টিয়োকাসের মা তার স্বভাবসুলভ রীতিতে স্বামীর প্রশংসা করার সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিজের চেয়ে বয়সে অনেক বড় একজন পুরুষকে বিয়ে করার কৈফিয়ৎও দেয়:

"আপনি শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। আপনি জানেন, আমার মার্টিন দুনিয়াতে সব চেয়ে বিবেকবান মানুষ। সে স্বামী হিসেবে উত্তম, পিতা হিসেবেও উত্তম, এবং যে কোন লোকের চেয়ে কর্মক্ষম। তার চেয়ে কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি সারা গাঁয়ে আর কে আছে? এ গাঁয়ের লোকদের চরিত্র আপনি জানেন, তারা কত কুড়ে। তাই বলি, এন্টিয়োকাস যদি কোন বৃত্তি বেছে নিতে চায় তবে তার বাবার বৃত্তিই গ্রহণ করতে পারে। সেটাই তার জন্য সর্বোত্তম বৃত্তি। ছেলে তার পছন্দমতন যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। আর সে যদি কোন কিছু করতে নাও চায়, (আমি অহংকার করে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলছিনা) তবু ঈশ্বরের কৃপায় চুরি না করেও তার জীবন কেটে যাবে। আর যদি সে তার বাবার কাজ না করে অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করে, তবে তার নিজকেই তা বেছে নিতে হবে। সে যদি একজন কাঠ-কয়লা পোড়ানোর কাজ করে, তাই করুক; যদি কাঠ-মিস্ত্রী হতে চায়, তাই হোক; যদি সে দিন-মজুর হতে চায়, দিন মজুর হোক।"

এন্টিয়োকাস ঠোঁট ফুলিয়ে সাগ্রহে বলে, "আমি পুরোহিত হতে চাই।"

"বেশ পুরোহিতই হও।" তার মা জওয়াব দেয়।

এমনি করে তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

পল তার হাত দুটো টেবিলের উপর রেখে চার দিকে একবার চোখ বুলোয়। সহসা তার ধারণা হয় অন্যের ব্যাপারে এমনি করে আগ্রহ প্রকাশ হাস্যকর। কেমন করে সে এন্টিয়োকাসের ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান করবে, যখন সে নিজের সমস্যাই সমাধান করতে পারেনি? ছেলেটা তার সামনে আগ্রহ ভরে একটা তপ্ত লৌহ খণ্ডের মতন হাতুড়ীর আঘাতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে; একটা আঘাতেই বুঝি এই লৌহ খণ্ড সঠিক আকার ধারণ করবে। তাদের প্রতিটি কথায় তার ভবিষ্যৎ সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করছে। পলের দৃষ্টি এন্টিয়োকাসের উপর নিবদ্ধ থাকে। এই দৃষ্টিতে অনেকটা ঈর্ষ্যার মিশ্রণ। এন্টিয়োকাসের মা যে নিজের ছেলেকে তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণের স্বাধীনতা দিচ্ছে সে জন্য সে মনের গভীরে এন্টিয়োকাসের মায়ের প্রশংসা করে।

"সহজাত প্রবৃত্তি কখনো আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করে না," পল সরবে তার চিন্তাধারা ব্যক্ত করে। "এন্টিয়োকাস, এবার তোমার মায়ের সামনে তুমি আমাকে বলত তুমি কি কারণে পুরোহিত হতে চাও? তুমি জান, পৌরহিত্য ব্রত কাঠ-কয়লা-পোড়ান বা কাঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিস্ত্রীর কাজের মতন কোন পেশা নয়। তুমি এখন ভাবছ পুরোহিতের জীবন অত্যন্ত সহজ ও আরামদায়ক, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে এই জীবন বড় কঠোর। অন্যান্যদের জীবনে যেমন সুখ-আনন্দ উপভোগের সুযোগ আছে, আমাদের জীবনে তা নিষিদ্ধ। যদি ঈশ্বরের সেবায় নিজকে নিয়োজিত করতে চাও, তবে তা হবে অব্যাহত আত্মত্যাগের জীবন।"

"আমি তা জানি," বালক সহজ জওয়াব দেয়। "প্রভুর সেবা করা আমার কাম্য।"

সে মায়ের পানে তাকায়। তার সমস্ত উৎসাহ মায়ের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে বলে তার লজ্জা লাগে; তার মা কিন্তু ক্রেতাদের সঙ্গে লেনদেন করার সময় যেমন শান্ত নিরাবেগ থাকে, তেমনি ভাবে তার সামনে বসে থাকে। এন্টিয়োকাস বলে যায়,

"আমার মা-বাবা দুজনেই আমার পৌরহিত্য গ্রহণে সম্মত। কেনই বা তারা আপত্তি করবে? আমি অবশ্য সময় সময় অমনোযোগী হয়ে পড়ি; তার কারণ, আমি এখনো বালক মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে আমি এ কাজে আন্তরিক ও মনোযোগী হব।"

"এন্টিয়োকাস, প্রশ্নটা তা নয়। তুমি এখনই অত্যন্ত আন্তরিক আর মনোযোগী আছ।" পল বলে। 'তোমার এই বয়েসে অমনোযোগী আর স্ফূর্তিবাজই হওয়া উচিত। শেখ এবং জীবন-পথে চলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর; তবে বালসুলভ স্বভাব তোমার থাকতেই হবে।"

"'বালসুলভ স্বভাব কি আমার নেই?" এন্টিয়োকাস প্রতিবাদের সুরে বলে," আমি যে খেলা-ধুলা করি আপনি তা দেখেন না, তাই যা। আমার ভালো না লাগলে আমি খেলব কেন? আমি অনেক রকম আমোদ-প্রমোদ করি। গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে আমি আনন্দ পাই। আমার মনে হয় আমি যেন গির্জাচূড়ার একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখী। আর আজ আমি আনন্দ উপভোগ করিনি? আজ বাক্সটা বহণ করে আমোদ পেয়েছি, পাহাড়ী পথে প্রস্তর-খণ্ডের উপর দিয়ে উঁচুতে আরোহণ করতে আমোদ পেয়েছি। আপনি অশ্বপৃষ্ঠে গেলেও আমি আপনার আগে গিয়ে পেঁাছেছি। বাড়ী ফিরার পথেও আমি আমোদ পেয়েছি...আজ আমি আনন্দ উপভোগ করেছি" ছেলেটা মাটির দিকে তাকিয়ে সংযোজন করে "যখন আপনি নীনা মাসিয়ার দেহ থেকে ভূত তাড়ালেন তখনও আমি খুব আনন্দ উপভোগ করেছি।"

"তুমি তা বিশ্বাস কর?" অনুচ্চ কণ্ঠে পুরোহিত প্রশ্ন করে। ছেলেটা চোখ তুলে চাইতেই পুরোহিত সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় বিশ্বাস ও বিস্ময়ের দীপ্তিতে ছেলেটার চোখ জ্বলজ্বল করছে। পুরোহিত তার আত্মার কালো ছায়া লুকোবার উদ্দেশ্যে সহজাত-ভাবে নিজের দৃষ্টি আনত করে।

"আমরা ছেলেবেলায় এক ধরনের ভাবনা ভাবি। তখন সব কিছুই আমাদের কাছে মহান আর মনোরম মনে হয়," পল অশান্ত চিত্তে বলে যায়, "কিন্তু বয়েস বাড়লে সেগুলোই অন্য রূপে দেখা দেয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে খুব সতর্কভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, যাতে পরে অনুশোচনা করতে না হয়।"

"আমি অনুশোচনা করব না, সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত।" ছেলেটা মনস্থির করে বলে, "আপনি অনুশোচনা করেন? না, আমিও করব না।"

পল চোখ তুলে তাকায়। আবার তার মনে হয়, এই ছেলেটার আত্মা তার মুঠোর মধ্যে মোমের মত ছাঁচ তৈরীর জন্য রয়েছে। একটা অসতর্ক ছোঁয়া ছেলেটার আত্মাকে চিরতরে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে। আবার সে শঙ্কায় নীরবতা অবলম্বন করে।

শুঁড়িখানার পিছনে উপবিষ্ট এন্টিয়োকাসের মা এতক্ষণ তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনছিলো। পুরোহিতের কথায় এবার সে অস্বস্তি অনুভব করে। সে তার সামনের দেরাজটা খোলে। এই দেরাজে সে তার টাকা পয়সা, সামান্য অর্থের বিনিময়ে বন্দকী দামী অলংকারাদি রাখে। সহসা দেরাজের তলদেশে লুক্কায়িত এ সব অলংকারাদির মতন তার মনের কন্দরে একটা অসৎ চিন্তার উদয় হয়।

"পুরোহিত এই ভয়ে ভীত যে এন্টিয়োকাস কোন দিন তাকে এই যাজক-পল্লী থেকে তাড়িয়ে দেবে; অথবা তার টাকা-পয়সার প্রয়োজন; তাই প্রথমে সে মেজাজ দেখাচ্ছে। এবার সে ধার চাইবে।"

সে আস্তে দেরাজটা বন্ধ করে আবার শান্ত মূর্তি ধারণ করে। সে নীরবে বসে থাকে গ্রাহকদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে না। এমন কি গ্রাহকেরা তাস খেলার সময় তার অভিমত চাইলেও সে নীরব থাকে। সে তার ছেলে মানুষ এন্টিয়োকাসকে তার বিপক্ষের মোকাবেলা করার জন্য একা ছেড়ে দেয়।

"নীনা মাসিয়ার ব্যাপারটা কেমন করে বিশ্বাস না করে পারা যায়?" বিস্ময় ও উত্তেজনায় এন্টিয়োকাস বলে উঠে "নীনা মাসিয়াকে ভূতে ধরেছিলো; তাই না? আমি স্বয়ং তার দেহাভ্যন্তরে ভূতের উপস্থিতি অনুভব করেছি। ভূতটা খাঁচায় বন্দী বাঘের মতন তার দেহে ঝাঁকুনি দিচ্ছিলো। আপনার উচ্চারিত বাণীই ত তাকে ভূত-মুক্ত করলো।"

"তা সত্যি! প্রভুর বাণীর মাহাত্ম্যে অনেক কিছুই লাভ করা যায়।" পুরোহিত এই কথা স্বীকার করে সহসা আসন ত্যাগ করে।

তিনি কি বিদায় নিচ্ছেন? এন্টিয়োকাস আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তার পানে তাকায়।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?" সে বিড়বিড় করে বলে।

তা হলে এটাই কি সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকার? এন্টিয়োকাস ছুটে গিয়ে মাকে ইঙ্গিত দেয়। মা তাক থেকে একটা বোতল বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। সে নিজেও নিরাশ হয়েছে, কারণ সে আশা করছিলো, যাজক পল্লীর পুরোহিতকে সামান্য সুদে হলেও টাকা ধার দেবার একটা সুযোগ সে পাবে। তা হলে, তার সুদের ব্যবসাটা যা করেই হোক ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বৈধ বিবেচিত হবে। তা না করে, তিনি এই কথাটা মাত্র জানাতে এসেছেন যে পুরোহিত হওয়া আর কাঠ-মিস্ত্রী হওয়া এক ব্যাপার নয়। যাকগে, যেমনই হোক, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

"কিন্তু, আপনি শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি হয়ে এমনিভাবে যেতে পারবেন না। অন্ততঃ একটা কিছু পান করুন; এই মদটা অত্যন্ত পুরানো।"

এন্টিয়োকাস ট্রেতে একটা কাঁচের পান-পাত্র সাজিয়ে ট্রেটা ইতি-মধ্যেই ধরে আছে।

"তা হলে, সামান্য পরিমাণ দাও," পল বলে।

শুঁড়িখানায় হেলান দিয়ে এন্টিয়োকাসের মা পান-পাত্রে মদ ঢেলে দেয়; এক ফোঁটা মদও যাতে পড়ে না যায় সে ব্যাপারে সে সতর্ক। এন্টিয়োকাস গ্লাসটা তুলে ধরে। পদ্মরাগ মনির মতন রঙ্গিন তরল পদার্থ থেকে গোলাপী সুবাস বেরিয়ে আসে। এন্টিয়োকাসকে প্রথম এর স্বাদ গ্রহণ করতে দিয়ে পুরোহিত গ্লাসটা নিজের ঠোঁটে তুলে ধরে।

"এবার এই যাজক-পল্লীর ভাবী পুরোহিতের সৌভাগ্য কামনা করে পান করা যাক।" পুরোহিত বলে।

কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ এন্টিয়োকাসের জানুদ্বয় যেন তার দেহের ভারে নুয়ে পড়ে। তাই সে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তার মা দামী বোতলটা আবার তাকে রেখে দেয়। এটা এন্টিয়োকাসের জীবনের পরম আনন্দঘন মুহূর্ত। আনন্দবিভোর এন্টিয়োকাস লক্ষ্য করেনি যে পুরোহিতের মুখাবয়ব বিবর্ণ বিষণ্ন হয়ে গেছে। পুরোহিত দরজার বাইরে তাকিয়ে যেন ভূত দেখছে। একটা ছায়া-মূর্তি অন্ধ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারে আলুথালু বেশে গির্জা-চত্বর পেরিয়ে শুঁড়িখানার দরজায় এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভেতরটা ভালো করে দেখে শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়ে।

এই আগন্তুক এজনিসের একজন পরিচারিকা।

পুরোহিত সহজাত প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে নিজকে লুকোবার উদ্দেশ্যে সরাইখানার এক কোণে সরে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই এক আকস্মিক আবেগে এগিয়ে আসে। তার মনে হয়, সে যেন লাটিমের মতন ঘুরছে। তারপর সে আত্মসংবরণ করে। তার মনে পড়ে, সে এখানে একলা নয়। তার আচরণে অন্যরা যেন কোন বিরূপ মন্তব্য না করে সে সম্বন্ধে তাকে সতর্ক হতে হবে। তাই সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। পরিচারিকাটা এন্টিয়োকাসের মায়ের সঙ্গে কি কথা বলছে আর সেই স্ত্রী লোকটি দোরগোড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে কি শুনছে, তা শোনার ইচ্ছে পুরোহিতের নেই। তার একমাত্র কামনা সেখান থেকে নিরাপদে পলায়ন। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে; তার সারা দেহের রক্ত তার মস্তিষ্কে ধাবিত হয়েছে; তার কান বোঁ বোঁ করছে। এই অবস্থায়ও পরিচারিকার কথাগুলো তার মর্মমূলে গিয়ে বিঁধছে।

চাকরানী মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "পড়ে গিয়ে আমার কর্ত্রীর নাক দিয়ে দরদর করে রক্তধারা বইতে থাকে। এমনি ভীষণ রক্তপাত হতে থাকে যে আমরা ভাবলাম যে চোট লেগে মাথার ভিতরের কোন অংশ ভেঙ্গে গেছে। এখনো রক্তপাত হচ্ছে। আমাকে মিশরের সেন্ট মেরী গির্জার চাবিগুলো দিন, কারণ এগুলো ছুঁয়ালেই মাত্র রক্তপাত বন্ধ হতে পারে।"

এন্টিয়োকাস তখনো গ্লাসসহ ট্রেটা ধরে রেখেছিলো। সে চাবিগুলো নিয়ে আসার জন্য ছুটে যায়। এই চাবিগুলো একটা গির্জার তালার চাবি। গির্জাটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কারো নাক দিয়ে রক্তপাত হলে এই চাবিগুলো তার স্কন্ধদেশে স্থাপন করলে রক্ত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়।

"এসব ভাওতা মাত্র" পল ভাবে। এই কাহিনী মিথ্যে বানোয়াট। সে আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এবং আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই পরিচারিকাকে এখানে পাঠিয়েছে। শুঁড়িখানার এই বাজে মেয়েলোকটার সঙ্গে তার যোগসাজস আছে।

এ কথা ভাবলেও তার মনের গভীরে এমন প্রবল উত্তেজনা অনুভূত হয় যে তার সমস্ত সত্তা প্রচণ্ড আবেগে আলোড়িত হতে থাকে। না, পরিচারিকা মিথ্যে কথা বলছে না। এজনিস এমনি আত্ম-মর্যাদাবোধসমপন্ন দাম্ভিক মেয়ে যে বিশ্বাস করে কাউকে সে মনের কথা বলবে না; অন্ততঃ পরিচারিকাকেত নয়-ই। এজনিস সত্যি অসুস্থ। সে তার অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় যে তার কমনীয় মুখখানা রক্তাপ্লুত। আর সে স্বয়ং এই অসুস্থতার জন্য দায়ী; তার আঘাতেই এই রক্তপাত হচ্ছে। "আমরা ভাবলাম, চোট লেগে মাথার ভিতরের কোন অংশ ভেঙ্গে গেছে।" পরিচারিকার এই কথাটা পলের কানে বার বার বাজে।

পলের চোখে পড়ে তার আপাতঔদাসীন্যে বিস্মিত শুঁড়িখানার পিছনে অবস্থিত স্ত্রীলোকটির চতুর দৃষ্টি এক পলক তার দিকে তাকালো।

"কিন্তু কেমন করে এমনটি ঘটলো?" পরিচারিকাকে পল প্রশ্ন করে। সে যেন নিজের কাছেই নিজের উৎকণ্ঠা লুকোতে চায়। পরিচারিকা মুখ ফিরিয়ে পলের মুখোমুখি হয়। সে তার কালো নিষ্প্রাণ কঠিন মুখখানা পলের দিকে এমনি ভাবে বাড়িয়ে দেয় যে সে মুখে আঘাত করতে পল ভয় পায়।

"তিনি যখন পড়ে যান, তখন আমি বাড়ী ছিলাম না। ঝর্ণায় জল আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজার সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে তার নাক দিয়ে রক্তধারা বইতে থাকে। আমার মনে হয় তিনি আঘাতের চেয়ে ভয়েই বেশী কাবু হয়েছেন। রক্তপাত সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও সারাদিন তাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিলো। সারাদিন মুখে কিছু দেননি; তারপর সন্ধ্যার সময় আবার রক্তপাত শুরু হয়। শুধু তাই নয়; দেহে আক্ষেপও শুরু হয়েছে। এখানে আসার সময় দেখেএলাম, তিনি নিথর নিস্তেজ পড়ে আছেন আর তার নাক থেকে রক্তপাত হচ্ছে। আমি ত ভয়েই মরি। এন্টিয়োকাসের হাত থেকে চাবিগুলো নিয়ে কাপড়ে জড়াতে জড়াতে সে সংযোজন করে "বাড়ীতে আমরা শুধু মেয়েরাই আছি।"

মেয়েটা দরজার দিকে এগোয় কিন্তু তার কালো চোখের দৃষ্টি পলের উপর এমনিভাবে নিবদ্ধ করে রাখে যে সে যেন তার চাহনীর সম্মোহিনী শক্তি দিয়ে তাকে পিছনে পিছনে আকর্ষণ করে নিতে চায়; আর শুঁড়িখানার পিছনের স্ত্রীলোকটা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে পলকে বলে,

"শ্রদ্ধাস্পদ, আপনিও একবার তাকে দেখে আসুন না কেন?"

পল তার মনের অগোচরে হাত কচলাতে কচলাতে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "আমি বিশেষ কিছু জানিনা.....রাতও অনেক হয়ে গেছে....."

"হ্যাঁ, আসুন, আসুন!" চাকরানীটা সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। আমার ক্ষুদে কর্ত্রী খুব খুশী হবেন; আর আপনাকে দেখলে তার মনে সাহসের সঞ্চার হবে।"

"শয়তান তোমার মুখ দিয়ে কথা বলছে!" পল আপন মনে ভাবে, কিন্তু তার মনের আগোচরে সে মেয়েটাকে অনুসরণ করে। সে এন্টিয়োকাসের কাঁধটা চেপে ধরে একটা অবলম্বন হিসেবে তাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়। ছেলেটাও উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান কাষ্ঠ খণ্ডের মতন তার সঙ্গে চলতে থাকে। এমনি করে তারা চত্বরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরিয়ে যাজক ভবন পর্যন্ত পেঁাছে। পরিচারিকা সবার আগে আগে ছুটে যায় আর কয়েক পা এগিয়ে তাদের পানে ফিরে ফিরে তাকায়। জ্যোস্নার আলোতে তার চোখের সাদা অংশটা চকচক করে। রাতের বেলায় তার কালো মুখটা মুখোশ-পরা কালো মূর্তির মতন নারকীয় দেখায়। পল বুকে এক অজানা শঙ্কা নিয়ে এন্টিয়োকাসের কাঁধে হাত রেখে বাইবেলে বর্ণিত অন্ধ টবিটের মতন তাকে অনুসরণ করে।

যাজক ভবনের দরজায় পেঁাছে এন্টিয়োকাস দরজাটা খুলতে চেষ্টা করে; পল তখন লক্ষ্য করে যে তার মা দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সে এন্টিয়োকাসের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

"আমার মা তালা লাগিয়ে দিয়েছে, কারণ সে আগে থেকেই জানতো, আমি আমার কথা রাখবো না।" সে আপন মনে ভাবে; তারপর ছেলেটাকে বলে, "তুমি এক্ষুনি বাড়ী ফিরে যাও।"

পরিচারিকাও দাঁড়িয়ে পড়ে; তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়ায়। সে দেখতে পায় যে ছেলেটা তার নিজের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে আর পুরোহিত তালাতে চাবি ঢুকাচ্ছে। সে পুরোহিতের কাছে ফিরে যায়।

"আমি যাচ্ছি না।" পল হুমকীর সুরে পরিচারিকাকে কথাটা বলে। সে পরিচারিকার মুখের দিকে সরাসরি তাকায়, যেন বাইরের মুখোশ ভেদ করে সে তার আসল স্বরূপ আবিস্কার করতে চায়। "যদি তোমরা আমার যাওয়াটা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করো তবে, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যেতে পার।" সে পরিচারিকাকে বলে দেয়।

পরিচারিকা দ্বিরুক্তি না করে বিদায় নেয়। পল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে চাবি। চাবিটা যেন তালার ভিতর ঘুরতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। পল নিজেও যেন ঘরে প্রবেশ করতে তার মনকে রাজী করাতে পারছে না, অথচ যে পথে সে পা বাড়ি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়েছিলো, সে পথেও এগিয়ে যেতে পারছে না। সে অনুভব করে, বদ্ধ দরজার চাবি তার হাতে রয়েছে, যে বদ্ধ দরজার সামনে অনন্ত কাল দাঁড়িয় থাকাই তার ভাগ্যলিপি।

ইতিমধ্যে এন্টিয়োকাস তার বাড়ীতে পেঁাছে গেছে। তার মা দরজা বন্ধ করে দিলে সে টেবিলের থেকে গ্লাসগুলো নিয়ে ধুয়ে মুছে সরিয়ে রাখে। একটা গ্লাস সে প্রথম পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে একটুকরো সাদা কাপড় দিয়ে মোছে। সেই গ্লাসে তার পুরোহিত মদ খেয়েছিলেন। সেই গ্লাসটা ধোয়ার পর সে তা প্রদীপের আলোর সামনে ধরে এক চোখ মুদে অন্য চোখে এর পরিচ্ছন্নতা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে। গ্লাসটাকে এক খণ্ড হীরকের মতন দেখাচ্ছে। এবার এন্টিয়োকাস এই গ্লাসটা তার নিজস্ব আলমারীর এক গোপন কোণে সযত্নে লুকিয়ে রাখে। এটা যেন খ্রীষ্টের নৈশভোজে ব্যবহৃত পান-পাত্র।

AMARBOI.COM

এগারো

পল ইতিমধ্যে বাড়ী প্রবেশ করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। তার অস্পষ্ট মনে পড়েছে, বালক বয়সে একবার সে এমনি করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলো, তবে কোথায় এমনটি ঘটেছিলো, তা আর এখন সে মনে করতে পারছে না। সেবারের মতন এখনো সে অনুভব করে যে তার আশে পাশে এমন কোন বিপদ ওত পেতে আছে সতর্কতার সাথে পা না ফেললে সে বিপদ থেকে নিস্কৃতির কোন উপায় নেই। সে সিঁড়ির মাথায় দরজার সামনে পেঁাছে নিজকে বিপদমুক্ত মনে করে দরজা খোলার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে। সে মায়ের ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় আস্তে টোকা দেয় এবং মায়ের সাড়া পাওয়ার আগেই ঘরে প্রবেশ করে।

"আমি এসেছি," সে নীরস কণ্ঠে বলে, "মোমবাতিটা জ্বালিয়ো-না। তোমাকে একটা কথা বলার আছে।"

সে বিছানার উপর তার মায়ের পাশ ফেরার শব্দ শোনে; খড়ের মাদুরটা খসখস শব্দ করে। কিন্তু মাকে সে দেখতে পায় না; দেখতে চায়ও না। তাদের দুটো আত্মা যেন পৃথিবীর পরপারে পরস্পরের সঙ্গে অন্ধকারে কথা বলবে।

"পল এসেছ?" "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম" মা ঘুম জড়ানো অথচ শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, "স্বপ্নে মনে হলো, নৃত্যানুষ্ঠান চলছে আর কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে।"

"শোন, মা," মায়ের কথায় কান না দিয়ে সে বলে, "সেই মেয়েটা—এজিনিস অসুস্থ। আজ সকাল থেকে সে অসুস্থ। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। মনে হয় তার মাথায় চোট লেগেছে; তার নাক দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে।"

"তুমি কি সত্যি বলছ? তার অবস্থা কি গুরুতর?"

অন্ধকারে তার কথা ভীতিবিহ্বল শোনায়; তবে এও মনে হয় তার কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। পল পরিচারিকার মুখে শোনা কথা-গুলোর পুনরাবৃত্তি করে।

"পত্রটা পাওয়ার পর আজ সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সারা দিন সে বিবর্ণ বিষণ্ণ থাকে; কোন খাদ্য গ্রহণ করেনি। সন্ধ্যার পর তার অবস্থা আরো খারাপ হয়; দেহে আক্ষেপ শুরু হয়।"

পল মনে মনে জানে, সে ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত করছে। তাই সে থেমে যায়। তার মাও কোন কথা বলে না। রাতের অন্ধকারে মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর উত্তেজনা বিরাজ করে; যেন দুজন শত্রু পরস্পরকে নিরর্থক খুঁজে বেড়াচ্ছে। খড়ের মাদুরটা আবার খসখস শব্দ করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মা নিশ্চয়ই উঠে বসেছে; তার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর যেন উপর থেকে আসছে।

"পল, তোমাকে এ কথা কে বলেছে? হয়ত তা সত্য নয়।"

পলের আবার মনে হয়, তার মায়ের মাধ্যমে তার বিবেক এ কথাগুলো বলছে; কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দেয়।

"তা হতে পারে, কিন্তু মা প্রশ্নটা তা নয়। আমার ভয় হয়, সে পাছে নির্বোধের মত কোন কাণ্ড করে বসে। সে পরিচারিকাদের মাঝখানে একলা রয়েছে। তার সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।"

"পল!"

"আমি দেখা করবই" সে প্রায় চিৎকার করে কথাটা পুনরাবৃত্তি করে। সে যেন তার মাকে নয়, বরং তার নিজের মনে প্রত্যয় উৎপাদন করতে চায়।

"পল, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।"

"আমি তা জানি; আর যাবার আগে তাই তোমাকে বলতে এসেছি। আমি তোমাকে বলছি, আমার যাওয়াটা প্রয়োজন; আমার বিবেকের এই নির্দেশ।"

"পল, একটা কথা বলত, তুমি কি সুনিশ্চিত যে তুমি পরিচারিকাটাকে দেখেছ? লোভ-লালসা আমাদের সঙ্গে দুষ্টু ছল চাতুরী করে। শয়তান অনেক ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে।"

পল মায়ের কথাটা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারে না।

"তুমি কি ভাবছ, আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি পরিচারিকাটাকে দেখেছি।"

"তবে শোন! গত রাত আমি বুড়ো পুরোহিতকে দেখেছি আর আমার মনে হলো, এই মাত্র তার পায়ের শব্দ শুনলাম। গেলো রাত" মা অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "অগ্নিকুণ্ডের সামনে সে আমার পাশে বসেছিলো। আমি তোমাকে বলছি, সত্যি আমি তাকে চাক্ষুস দেখেছি। তার দাঁড়ি কামানো ছিলোনা এবং তার যে দাঁতগুলো এখনো অবশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, সেগুলো অতিরিক্ত ধূপানের ফলে কালো হয়ে গেছে। তার মোজা জোড়া ছেঁড়া। সে বললো, আমি এখনো জীবিত আছি আর এইখানেই আছি। অবিলম্বে আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে এই যাজক-ভবন থেকে তাড়াব। সে আরো বললো যে তোমাকে তোমার বাবার পেশা শেখানো উচিত, যদি আমি তোমাকে পাপ পথ থেকে বিরত রাখতে চাই। এ সব কথা বলে সে আমাকে এমনি বিপর্যস্ত করে দিয়েছে যে আমি এখন বুঝতে পারছিনা তোমাকে পৌরহিত্য কর্মে নিয়োজিত করে আমি ভালো করেছি কি মন্দ করেছি। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চয় যে গেলো রাত শয়তান প্রেতাত্মা ছদ্মবেশে আমার কাছে এসেছিলো। যে পরিচারিকাকে তুমি দেখেছ. শয়তান তার ছদ্মবেশ ধারণ করে তোমাকে ছলনা করার কুমতলবে আসতে পারে।"

পল অন্ধকারে হাসে. তবে প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে-আসা পরিচারিকাটার উদ্ভট মূর্তিটার কথা ভাবতেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার মনে এক অজানা শঙ্কার উদয় হয়।

"তুমি যদি সেখানে যাও," মা বলতে থাকে, "তবে তোমার যে আবার অধঃপতন ঘটবে না, সে সম্বন্ধে কি স্থির নিশ্চয় ?"

এই বলে মা সহসা থেমে যায়। সে যেন এই অন্ধকারেও ছেলের বিবর্ণ মুখটা দেখতে পাচ্ছে। ছেলের জন্য তার করুণা জাগে। কেন সে তার ছেলেকে মেয়েটার কাছে যেতে বারণ করছে ? এজনিস যদি সত্যি শোকে-দুঃখে মারা যায় ? যদি পল শোকে-দুঃখে মারা যায় ? সে অনিশ্চয়তার অতলে নিক্ষিপ্ত হয়।

"হায় প্রভু!" বলে মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তারপর তার মনে পড়ে সে আগেই নিজকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পন করে দিয়েছে, একমাত্র যিনি আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তার সব সমস্যার সত্যিকার সমাধান করে ফেলেছে ভেবে সে স্বস্তি অনুভব করে। সে কি ঈশ্বরের হস্তে তার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তুলে দিয়ে তার সমাধান করে ফেলেনি ?

সে পিছনের বালিশে হেলান দিয়ে শোয় ; তার কণ্ঠস্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের নিকটতর হয়।

"যদি তোমার বিবেক তোমাকে সেখানে যাবার নির্দেশ দিয়ে থাকে, তবে এখানে না এসে সরাসরি তুমি চলে গেলে না কেন?"

"কারণ, আমি তোমাকে কথা দিয়েছি। আর তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে যে সেই বাড়ীতে আবার গেলে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে। আমি দিব্যি করেছিলাম ....." সে অসীম বিষণ্ণতা সহকারে বলতে চায়। "মা, তুমি জোর করে আমাকে আমার শপথ রাখতে দাও!" কিন্তু কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। এবার মা বলে, "তা হলে তুমি যাও; তোমার বিবেক যে নির্দেশ দেয় সে নির্দেশ পালন কর।"

"কোন চিন্তা করো না মা।" পল মায়ের বিছানার আরো কাছে এগিয়ে এসে বলে। কয়েক মিনিট সে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনই নীরব। তার মনে এক বিভ্রান্ত ধারণা জাগে যে, সে যেন একটা বেদীর সামনে দাড়িয়ে আছে আর সেই বিদীর উপর তার মা এক রহস্যময়ী প্রতিমার মতন শায়িত রয়েছে। তার মনে পড়ে অল্প বয়েসে গির্জার শিক্ষায়তনে থাকাকালে অপরাধ-স্বীকৃতি অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে তাকে নীতিগতভাবে তার মায়ের হস্ত চুম্বন করতে হতো। এই মুহূর্তে যুগপৎ সেই বিমুখতা ও মহিমান্বিত মনোভাব তার মনে জেগে ওঠে। সে ভাবে, সে যদি একলা থাকতো— তার মা যদি তার সঙ্গে না থাকতো— তবে সারা দিনের অস্থির ছুটোছুটি আর প্রতিকূলতায় ক্লান্ত হয়ে সে কখন এজনিসের কাছে ফিরে যেতো; কিন্তু তার মা তাকে নিরস্ত করে রেখেছে। এ জন্য সে তার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ কিনা, তা সে বুঝতে পারে না।

"তুমি কোন চিন্তা করো না!" তবু সর্বক্ষণ তার মনে এই কামনা আর ভীতি জেগে থাকে যে তার মা তাকে আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলবে, অথবা প্রদীপ জ্বালিয়ে তার চোখের পানে তাকিয়ে তার মনের গোপন কামনা বুঝতে পেরে তাকে যেতে বারণ করবে। কিন্তু মা কোন কথা বলেনা। সে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে; মাদুরটা আবার খসখস শব্দ করে।

আর পল বেরিয়ে যায়।

সে আপন মনে ভাবে, মোটের উপর সে ইতর নয়। সে কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে সেখানে যাচ্ছে না; প্রবৃত্তির তাড়নায়ও সে যাচ্ছেনা। সে যাচ্ছে কারণ, তার আন্তরিক ধারণা এজনিসের কোন বিপদ ঘটে থাকতে পারে যে বিপদ সে প্রতিহত করতে পারতো; আর এই বিপদের জন্য সে নিজেই দায়ী। জ্যোৎস্না প্লাবিত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর দিয়ে পরিচারিকার উদ্ভট ছায়া মূর্তিটা ছুটে আসার স্মৃতিটা তার মনে পড়ে। তার মনে পড়ে তার পানে তাকিয়ে উজ্জ্বল কালো চোখে পরিচারিকার কথাগুলো,

"আপনি গেলেই আমার কাঁদে গৃহকর্ত্রী সাহস পাবে।" পরিচারিকার সান্নিধ্য থেকে জোর করে পালিয়ে আসাটা এখন তার কাছে নীচতা আর নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়। তার উচিত ছিলো সেই মুহূর্তে এজনিসের কাছে গিয়ে তাকে সাহস দেয়া। রজত শুভ্র প্রান্তরটা পেরিয়ে যাবার সময় সে স্বস্তি অনুভব করে; তার মনে আনন্দ জাগে। সে অগ্নি-শিখায় আকৃষ্ট একটা পতঙ্গে পরিণত হয়। এই কৃত্রিম আনন্দানুভূতি তার মনে এই রঙ্গিন ছবি জেগে তোলে যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে এজনিসকে দেখতে পাবে; তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্বীয় কর্তব্য পালন করবে। প্রান্তরের সুরভিত তৃণরাশি আর চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তার আত্মাকে প্রক্ষালন করে পূতপবিত্র করে দেয়। সর্বরোগহর শিশির বিন্দু তার মৃত্যু-কৃষ্ণ পরিহিত বসন ভেদ করে তার আত্মায় প্রবেশ করে।'

এজনিস, ছোট্ট প্রেয়সী আমার! আসলেই সে ক্ষীণ তনু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুর মতন অসহায় দুর্বল; সে পিতৃমাতৃহীনা নিসঙ্গ শৈল-শিরার পাদদেশে দুর্গম পাষাণপুরীতে তার বাস। সে তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কুলায় অবস্থানরত পক্ষীশাবকের মতন তাকে এমনি আকড়ে ধরেছে যে শেষ পর্যন্ত তার দেহ থেকে রক্ত ঝরছে।

পল দ্রুত পায়ে এগোয়। না, সে মন্দ লোক নয়; কিন্তু সিঁড়ি-গোড়ায় পেঁাছেই সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়; প্রাসঙ্গিকভাবেই তার মনে হয় এজনিসের দোর গোড়ার প্রস্তরখন্ডগুলো পর্যন্ত তার প্রবেশ প্রতিহত করছে। সে দ্বিধাজড়িত ধীর পদে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় কড়াটা ধরে শব্দ করে। ভিতর থেকে সাড়া পেতে দীর্ঘক্ষণ কেটে যায়। প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে তার অপমানবোধ জাগে। কিছু-তেই সে আর দ্বিতীয় বার কড়া নাড়বে না। অবশেষে দরজার উপরের গবাক্ষ-পথের আলোটা জ্বলে ওঠে এবং কালো পরিচারিকাটা তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিয়ে তার অতিপরিচিত কক্ষটার দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

সব কিছুই অন্যান্য রাতে, যখন এজনিস তাকে গোপনে ফল বাগানের পথ দিয়ে কক্ষাভ্যন্তরে নিয়ে যেতো, যেমনটি ছিলো তেমনটি আছে। ছোট দরজাটা অর্ধোন্মুক্ত; দরজার সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে রাতের বাতাসে ঝোপ থেকে ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। কক্ষ প্রাচীরে সজ্জিত হরিণ-হরিণীর ভরাট মাথার খুলিতে বসানো কাঁচের চোখগুলো প্রদীপের আলোয় জ্বল-জ্বল করছে। চোখগুলো যেন কক্ষাভ্যন্তরে কি ঘটছে, তা সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে। কক্ষে প্রবেশের দরজাটা উন্মুক্ত। পরিচারিকাটি সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার পায়ের চাপে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। এক মুহূর্তে পরেই দরজাটা যেন ঝড়ের ঝাপটায় সজোরে সশব্দে খুলে যায়। মনের অজ্ঞাতসারে পল চমকে ওঠে; এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ে এজনিস ভিতরের অন্ধকার কক্ষ থেকে জলে নিমজ্জিত ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ আর খড়-কুটো মাখা উসকু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুস্‌ক চুল নিয়ে কোন নারীর প্রেতমূর্তির মতন ঘরে প্রবেশ করছে। তার ক্ষীণ তনু প্রদীপের আলোর নীচে এগিয়ে আসতেই পল স্বস্তিতে প্রায় কেঁদে ফেলে।

এজনিস পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাতে হেলান দিয়ে নত মস্তকে দাঁড়ায়। সে টলতে থাকে, বুঝিবা পড়ে যায়। পল ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সাহস করে তাকে ছুঁতে পারেনা।

আগেকার সাক্ষাৎ কালে সে যেমন এজনিসকে বলতো "কেমন আছ ?" তেমনি করে আজও সে কথাটা অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, কিন্তু এজনিস সাড়া দেয় না; শুধু দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। সে পিছনের দরজাটা আকড়ে ধরে। এক মুহূর্ত উত্তেজনাপূর্ণ নীরবতার পর পল আবার বলে, "এজনিস, আমাদের সাহসী হতে হবে।"

কিন্তু সেদিন সেই ভূতগ্রস্ত মেয়েটাকে বাইবেলের বাণী শুনাবার সময় সে যেমন জানতো যে তার কণ্ঠ মিথ্যে কথা বলছে আজও সে তেমনি জানে যে সে মিথ্যে কথা বলছে। এজনিস চোখ তুলে চাইতেই সে চোখ নামিয়ে নেয়। এজনিসের চাহনী বিভ্রান্ত বটে কিন্তু সে চাহনীতে ঘৃণা ও আনন্দের সংমিশ্রণ।

"তা হলে, তুমি এলে কেন ?"

"শুনলাম, তুমি অসুস্থ।"

এজনিস গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে মুখের উপর থেকে চুলের গুচ্ছ পিছনে ঠেলে দেয়।

"আমি বেশ আছি। তোমাকে ত আমি ডেকে পাঠাইনি।"

"আমি তা জানি; তবু আমি এসেছি— আমার না আসার কোন কারণ নেই। আমি দেখে খুশী হয়েছি যে তুমি ভালো আছো। তোমার পরিচারিকা অতিরঞ্জিত করেছিলো।"

"না," পলের কথা বাধা দিয়ে এজনিস পুনরাবৃত্তি করে, "আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে ডেকে পাঠাইনি, আর তোমারও আসা উচিত হয়নি। কিন্তু যখন এসেছই, তখন আমি জানতে চাই, তুমি এ কাজ কেন করলে... ...কেন ? কেন ?"

কান্নার বেগে তার কথাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়; তার হাত বার বার একটা কিছু অবলম্বনের জন্য হাতড়ে বেড়ায়। পল শঙ্কিত হয়; এখানে এসেছে বলে তার অনুশোচনা হয়। সে এজনিসের হাত দুটো ধরে তাকে কোচে বসিয়ে দেয়। অন্যান্য সন্ধ্যায় তারা দুজনে এই কোচে পাশাপাশি বসেছে। সে নিজেও তার পাশে বসে পড়ে, তবে সে এজনিসের হাত দুটো মুক্ত করে দেয়।

এজনিসকে স্পর্শ করতে তার ভয় লাগে। এজনিস যে একটা শিলা-মূর্তি। এই মূর্তিটাকে সে ভেঙ্গে আবার জোড়া লাগিয়েছে। মূর্তিটা বাহ্যতঃ অটুট অবস্থায় এখানে বসে আছে, কিন্তু সামান্য একটু নাড়া পড়লেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। পল তাই তাকে ছুঁতে ভয় পায়। আপন মনে ভাবে,

"এটাই শ্রেয়; আমি নিরাপদ।" কিন্তু তার মনের গোপনে সে জানে সে যে—কোন মুহূর্তে আবার হারিয়ে যেতে পারে। আর সে কারণেই সে তাকে স্পর্শ করতে ভয় পায়। প্রদীপের নীচে তার পানে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে উপলব্ধি করে যে সে বদলে গেছে। তার মুখ-বিবর আধ-খোলা, ওষ্ঠ বিবর্ণ, গোলাপের জীর্ণ পাপড়ির মতন ধূসর; তার ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব লম্বাটে, চোয়ালের হাড় কোটরে প্রবিষ্ট ঘোলাটে চোখের নিচে বেরিয়ে পড়েছে। এক দিনের শোক যন্ত্রণায় তার বিশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে; তবু তার কম্পমান ওষ্ঠে একটা শিশুসুলভ অভিব্যক্তি বিরাজমান। কান্না রোধের প্রচেষ্টায় সে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় চেপে রেখেছে। তার একটা নিষ্প্রাণ হাত কোচের উপর স্থাপন করে পলের হাতকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তার ছোট্ট হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাদের দুজনের জীবনের ছিন্ন শৃঙ্খলটা আঙটা দিয়ে সংযুক্ত করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহস পাচ্ছেনা বলে পলের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। বাইবেলে বর্ণিত ভূতে-ধরা লোকটার কথাটা "ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?" পলের মনে পড়ে যায়। যাতে এজনিসের হাতটা ধরতে না পারে, সে জন্য সে নিজের হাত দুটো মুষ্ঠিবদ্ধ করে একত্র করে রাখে। তবু তার মনে হয় ভূতে-ধরা লোকটার কথা মিথ্যে শুনাচ্ছে, যেমন মিথ্যে শুনাচ্ছিল সে দিন সকালে খ্রীষ্টের উপদেশাবলী পাঠ এবং বৃদ্ধ শিকারীর মৃত্যু-শয্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার পঠিত বাণী। তখনো সে নিজে জানতো, সে মিথ্যে বলছে।

"এজনিস আমার কথা শোন! গেলো রাত আমরা দুজন সর্বনাশের প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছিলাম। ঈশ্বর আমাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর আমরা পদস্খলিত হয়ে অতল গহ্বরে পড়ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর এখন আমাদের হাত ধরে তুলে পথ নির্দেশ দিচ্ছেন। এজনিস, এজনিস, আমরা আর কোন দিনই পদস্খলিত হব না।" তার নামটা উচ্চারণ করার সময় পলের কন্ঠ আবেগে কাঁপতে থাকে। "তুমি ভাবছ, আমার কষ্ট হয় না? আমার মনে হয়, আমাকে জীবিত মাটির তলায় পুতে ফেলা হচ্ছে আর আমার এই যন্ত্রণা অনন্ত কাল ধরে চলবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমারই আত্মার মুক্তির জন্য। শোন এজনিস, যে প্রেম আমাদের এক সূত্রে বেঁধেছে, সেই প্রেমের জন্য বুকে সাহস সঞ্চয় কর। কারণ ঈশ্বরের শুভেচ্ছা আমাদের এই মহাপরীক্ষায় ফেলেছে। তুমি আমাকে ভুলে যাবে; তোমার পুনরুজ্জীবন হবে; তুমি বয়েসে তরুণী; তোমার সারা জীবন সামনে পড়ে আছে। আমার কথা যখন ভাববে, তখন তা একটা স্বপ্নের মতন মনে হবে। মনে হবে তুমি যেন উপত্যকায় পথ হারিয়ে এক দুর্বৃত্তের সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, যে দুর্বৃত্ত তোমার অনিষ্ট সাধনের অপচেষ্টা করেছিলো। ঈশ্বর তোমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন আর তাই তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপ্য। এখন সব কিছু অন্ধকার মনে হয়, কিন্তু অচিরেই এই অন্ধকার কেটে যাবে। তখন তুমি উপলব্ধি করবে যে তোমার সাময়িক দঃখের কারণ হয়ে আমি তোমার মঙ্গল সাধন করেছি মাত্র, যেমন করে সময় সময় অসুস্থজনের প্রতি নির্মম হতে হয়.....”

সে কথা বলা বন্ধ করে; বাকী কথাগুলো তার কণ্ঠনালীতে জমাট বেঁধে যায়।

এজনিস বিক্ষুব্ধ চিত্তে স্বস্থানে সোজা হয়ে বসে দেয়ালে সংলগ্ন হরিণের মস্তকে স্থাপিত কাঁচের চোখের মত নিষ্প্রভ চোখে পলের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। এই চোখ দেখে ধর্ম প্রচার কালে তার উপর নিবদ্ধ সমবেত স্ত্রীলোকদের চোখের কথা তার মনে পড়ে। এজনিস তার কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করে; তার ভঙ্গুর দেহের প্রতিটি রেখায় ধৈর্য ও ভদ্রতার অভিব্যক্তি; কিন্তু সামান্য স্পর্শেই তা ভেঙ্গে পড়তে প্রস্তুত। নির্বাক পল এবার শুনতে পায় এজনিস মাথা ঝাড়া দিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলছে,

“না, না, তা সত্যি নয়।”

“তা হলে আসল সত্যিটা কি?” পল তার চোখেমুখে যন্ত্রণা কাতরতা নিয়ে প্রশ্ন করে।

“গেলো রাতে তুমি এ ধরনের কথা বলনি কেন? কিংবা অন্যান্য রাতে? কারণ তখন সত্যের রকম ভিন্ন ছিলো। এখন কেউ, হয়ত তোমার মা স্বয়ং তোমার ক্রিয়াকাণ্ডের কথা জেনে ফেলেছে, তাই তুমি সমাজ সংসারকে ভয় করছ। ঈশ্বর-ভীতি তোমাকে আমার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে না।”

পলের চীৎকার করতে আর এজনিসকে আঘাত করতে ইচ্ছে হয়; সে এজনিসের হাত তার ক্ষীণ কব্জিটায় মোচড় দেয়। সে তার কব্জিটা মুচড়ে তার কণ্ঠ চেপে তার কথা বলা বন্ধ করে দিতে চায়। তারপর সে সরে গিয়ে সোজা হয়ে বসে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাতে হলোটা কি? তুমি কি ভাবছ, তাতে কিছু আসে যায় না? হ্যাঁ, আমার মা সব কিছু জেনে ফেলেছেন এবং তিনি আমার বিবেকের হয়ে আমার সংগে কথা বলছেন। তোমার কি বিবেক নেই? তুমি কি ভাবছ, যারা আমাদের উপর নির্ভরশীল তাদের মনে আঘাত দেয়া সমীচীন? তুমি চেয়েছিলে আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধব। আমরা আমাদের প্রেমকে জয় করতে না পারলে তা' যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু যে-হেতু আমাদের জীবনে এমন আপন জন রয়েছে যারা আমাদের পলায়ন এবং পাপের জন্য আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের স্বার্থেই আমাদের আত্মবলি দিতে হবে।"

কিন্তু এজনিস এই কথার তাৎপর্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। মাত্র একটা কথাই সে ধরতে পেরেছে। সে আগের মতন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

"বিবেক? বিবেক আমার নাস্তি আছে। আমি আর এখন ছেলে মানুষ নই। আমার বিবেক বলছে, তোমার কথায় কান দেয়া আর তোমাকে এখানে আসতে দেয়া আমার অন্যায় হয়েছে। এখন আর কি করা যায়? অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। ঈশ্বর কেন তোমাকে প্রথমে এ ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে দেননি? আমি ত তোমার বাড়ী যাইনি, বরং তুমিই আমার বাড়ীতে এসে আমাকে নিয়ে খেলা করেছ। আমি যেন একটা খেলার পুতুল আর কি! আমি এখন কি করব, তাই বলে দাও। আমি যে তোমাকে ভুলতে পারিনা। তুমি যেমন বদলে যেতে পার, আমি তেমনটি পারি না। তুমি আমার সঙ্গে না গেলেও আমি এখান থেকে চলে যাব। আমি তোমাকে ভুলতে চেষ্টা করব। আমি সোজা চলে যাব, নতুবা .."

"নতুবা?"

এজনিস নিরুত্তর। সে তার আসনে দেহ এলিয়ে দিয়ে কাঁপতে থাকে। মস্তিষ্ক বিকৃতির কালো ডানার মতন কোন অশুভ শক্তি তাকে স্পর্শ করেছে। তার দৃষ্টি স্তিমিত নিষ্প্রভ হয়ে আসে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজাত অনুপ্রেরণায় একটা হাত উঠিয়ে মুখের সামনে থেকে যেন একটা ছায়া ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। পল তার দিকে আবার ঝুঁকে কোঁচে দেহ প্রসারিত করে পুরানো কৌচটা ভাঙ্গতে চায়। এই কৌচটা যেন তাদের মাঝখানে প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে তার শ্বাসরোধ করার ভয় দেখাচ্ছে।

পল কথা বলতে পারে না। হ্যাঁ, এজনিস খাঁটি কথাই বলেছে। যে ব্যাখ্যা দিয়ে সে এজনিসকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলো, সে ব্যাখ্যা সত্যি নয়। আসল সত্যটা তাদের দুয়ের মাঝখানে প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে তার গলা টিপে ধরছে। এই প্রাচীরটাকে কেমন করে ভাঙ্গবে তা তার জানা নেই। সে সোজা বসে প্রাচীর ভাঙ্গার সত্যিকার সংগ্রামে আত্ম নিয়োগ করে। এবার এজনিস তার হাতটা আঙ্গুল দিয়ে আঙটার মতন জড়িয়ে ধরে।

"হায় প্রভু," এজনিস তার মুক্ত হাতটা দিয়ে মুখ ঢেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "ঈশ্বর বলে যদি কারো অস্তিত্ব থাকে, তবে আমাদের পরস্পর মিলন ঘটোনো তার অনুচিত হয়নি, এই মিলনে যদি বিচ্ছেদের দুঃখ নেমে আসে। তুমি আজ রাতে আবার এসেছ কারণ তুমি আমাকে ভালোবাস। তুমি ভাবছ আমি তা জানিনা? আমি জানি, ভালো করেই জানি। আর তাই সত্য।"

সে পলের মুখের কাছে তার মুখটা তুলে ধরে। তার ওষ্ঠ কাঁপে; তার আঁখি-পল্লব অশ্রু-সিক্ত। পলের চোখ দুটোও যেন গভীর জলের ঝিকিমিকিতে চকচক করে। এই ঝিকিমিকি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তাকে হাতছানি দেয়। পল সেই চোখের পানে নির্নিমিষ তাকিয়ে থাকে। এই মুখ এজনিসের মুখ নয়, কোন মাটির পৃথিবীর মুখ নয়। এই মুখ মূর্তিমতী প্রেমের মুখ। সে এজনিসের বাহুযুগলে ঝাঁপিয়ে পড়ে; চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরে দেয়।

বারো

পলের জীবনে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করে, একটা ঘূর্ণীপাকের আবর্তে পড়ে সে ধীরে ধীরে বর্ণোজ্জ্বল গভীরতা পেরিয়ে সাগরের রামধনুর চোখ ধাঁধানো বর্ণালী তলদেশে তলিয়ে যাচ্ছে। তারপর সে তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরে পেয়ে এজনিসের ওষ্ঠাধর থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত করে নেয়। সে বিপদমুক্ত হয়েছে বটে, তবে দেহ তার ঝড়-বিধ্বস্ত জাহাজের আরোহীর মতন পঙ্গু অবস্থায় ডাঙ্গার বালুকাভূমিতে পড়ে আছে। তার দেহ যুগপৎ শঙ্কা আর আনন্দোল্লাসে কাঁপছে, তবে উল্লাসের চেয়ে শঙ্কার তীব্রতা প্রবলতর। যে মোহময় আকর্ষণ সে অনুভব করছিলো চিরতরে তার অবসান হয়ে গেছে; আর তার অবসান হয়েছে বলেই, সেই অনুভূতি আরো মোহনীয় আর প্রিয় হয়ে তার উপর নতুন করে মোহ বিস্তার করে তাকে দাসত্বের বন্ধনে বন্দী করে। আবার সে এজনিসের কণ্ঠস্বর কুজন শুনতে পায়।

"আমি জানতাম, তুমি আবার কাছে ফিরে আসবে....." সে আর শুনতে চায়না; এন্টিয়োকাসের বাড়ীতে পরিচারিকার কাহিনী সে যেমন শুনতে চায়নি, এজনিস তার কাঁধে মাথাটা হেলান দিতেই সে এক হাতে এজনিসের মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে এজনিসের চুলে মৃদু হাত বুলোয়। তার চুল তখন প্রদীপের আলোয় সোনালী আভায় দীপ্ত। তার বন্ধনে আবদ্ধ এজনিসকে এমনি ছোট আর অসহায় মনে হয়। আর এতেই এজনিসের মহাশক্তি নিহিত। এই দুর্দান্ত শক্তির বলেই সে পলকে একবার সাগরের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে আবার তাকে স্বর্গের উচ্চতম শিখরে টেনে তোলে; তাকে ইচ্ছাশক্তি বিবর্জিত, নিজস্ব কোন কামনাবিহীন জীবে পরিণত করে। পল যখন উপত্যকাভূমি আর পাহাড়ী পথ বেয়ে এজনিসের সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো, তখনো স্বগৃহে কারাবন্দিনী এজনিস নিশ্চিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিলো যে পল তার কাছে ফিরে আসবে এবং সে এসেছে।

"তুমি জান, তুমি জান....." এজনিস পলকে আরো কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চায়। তার মৃদু নিশ্বাস পলের গ্রীবাদেশে আলিঙ্গনের মতন স্পর্শ করে। সে আবার এজনিসের মুখে হাত চাপা দেয় আর এজনিস নিজের হাতে পলের হাত চেপে ধরে আরো কাছে টেনে দুইজনে এক হয়ে যেতে চায়। এমনিভাবে তারা দুজন কতক্ষণ নীরবে বসে থাকে। তারপর পল নিজকে সংহত করে; নিজের ভাগ্যের উপর স্বীয় প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সে এজনিসের কাছে ফিরে এসেছে বটে; কিন্তু এজনিস যেমনটি আশা করেছিলো, সে মানুষটি হয়ে নয়। তার দৃষ্টি এজনিসের চুলের উপর এখনো নিবদ্ধ, কিন্তু এই দৃষ্টি বহুদূরে অবস্থিত কোন কিছু দেখছে; এ দৃষ্টি সে যে-সাগরের তলদেশের বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্য থেকে পালিয়ে এসেছে সে ঔজ্জ্বল্য দেখছে।

"এবার তুমি সুখী" পল এজনিসের কানে কানে বলে, "আমি এখানে রয়েছি; আমি ফিরে এসেছি; আমি চিরকাল তোমার হয়ে থাকব। কিন্তু তোমাকে শান্ত থাকতে হবে, তুমি আমাকে ভয়ংকর ভয় পাইয়ে দিয়েছ। নিজকে উত্তেজিত করবেনা; কোন অবস্থাতেই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। আমি কোন দিন তোমার অসুবিধার কারণ হবো না, তবে তোমাকে কথা দিতে হবে যে এই মুহূর্তে যেমনটি আছ তোমাকে তেমনি শান্ত এবং ভালো মেয়ে হয়ে থাকতে হবে।"

পল অনুভব করে তার হাতে নিবদ্ধ এজনিসের হাত দুটো কাঁপছে; তার হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে। সে বুঝতে পারে যে এজনিস এরি মধ্যে বিদ্রোহ শুরু করেছে। সে তার হাত দুটো চেপে ধরে রাখে যেমন করে সে এজনিসের আত্মাকে কারাবন্দী করে রাখতে চায়।

"প্রিয়তম এজনিস, শোন! তুমি কোন দিন জানবেনা, আজ আমি কি যন্ত্রণায় ভুগেছি, কিন্তু তার প্রয়োজন ছিলো। আমি আমার বাহ্যিক সব অপবিত্র আবরণ ছিন্ন করেছি; চাবুকিয়ে নিজকে রক্তাক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি। কিন্তু এখন আমি এখানে রয়েছি; আমি তোমার, একান্ত তোমার; কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে আমি আত্মিকভাবে তোমার হয়ে থাকব।

"তুমি বোঝ" সে ধীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে যেন মনের অতল থেকে কথাগুলো টেনে বের করে এজনিসকে বলে, "আমার মনে হয়, আমরা বহু যুগ ধরে পরস্পরকে ভালোবাসছি, পরস্পরের আনন্দে উল্লসিত হয়েছি, পরস্পরের দুঃখে যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সাগরের ঝড় আর ঝড়ের অশান্ত জীবন আমাদের মধ্যে রয়েছে। এজনিস; আমার আত্মার আত্মীয়; আমি তোমাকে আমার আত্মা পর্যন্ত দিতে পারি, তার চেয়ে বড় সম্পদ তুমি কি চাও?"

সে কথা বলা বন্ধ করে। তার ধারণা হয় এজনিস তার কথার মর্ম বুঝেনি, বুঝতে পারেনি। এজনিসকে তার থেকে আগের চেয়েও বিচ্ছিন্ন মনে হয়। এই বিচ্ছিন্নতা যেন জীবন-মৃত্যুর বিচ্ছিন্নতা। আর এই কারণেই সে তাকে এখনো ভালবাসে; হ্যাঁ, আগের চেয়েও বেশী, যেমন মুমূর্ষু জীবনকে মানুষ বেশী ভালোবাসে।

এজনিস ধীরে পলের কাঁধ থেকে মাথাটা উঠিয়ে তার মুখের দিকে সোজা তাকায়। তার দৃষ্টি শত্রুতাব্যঞ্জক।

"এবার তুমি আমার কথা শোন!" সে বলে, "আর মিথ্যে কথা বলোনা। গেলো রাতের সিদ্ধান্ত মত আমরা দুজন এক সঙ্গে চলে যাচ্ছি কি না। এভাবে এখানে আমরা এমন জীবন যাপন করতে পারি না। এটা সুনিশ্চিত!.....এটা সুনিশ্চিত!" সে আরো রুদ্ধ কণ্ঠে কথাটা এক মুহূর্তে যন্ত্রণা কাতর নীরবতার পর পুনরাবৃত্তি করে। "আমরা যদি এক সঙ্গে বসবাস করতে চাই আমাদিগকে এখনি, এবং আজ রাতেই পালিয়ে যেতে হবে। তুমি জান, আমার অর্থ আছে আর সে অর্থ আমার নিজস্ব। আর তোমার মা আর আমার ভাইয়েরা পরে আমাদের এই ভেবে ক্ষমা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে যে আমরা জীবনের সত্যকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এখন যেমনভাবে আমরা জীবন যাপন করছি, তেমনভাবে আর জীবন যাপন করতে পারিনা; না, তেমনভাবে পারিনা।"

"এজনিস!"

"তাড়াতাড়ি উত্তর দাও! হ্যাঁ কি না?"

"আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারি না।"

"তাই! তা হলে ফিরে এলে কেন? আমাকে ত্যাগ কর! এখান থেকে সড়ে পড়! আমাকে ত্যাগ কর।"

পল তাকে ছেড়ে আসে না। সে লক্ষ্য করে, এজনিসের সারা দেহ কাঁপছে। সে এজনিসের ভয়ে ভীত। তাদের দুজনের একত্রিত হাতের উপর এজনিস তার মস্তক অবনত করলে তার আশংকা হয় সে বুঝি তার দেহ-মাংসে দাঁত বসিয়ে দেবে।

"যাও বেরিয়ে যাও বলছি," এজনিস গোঁ ধরে। "আমি তোমাকে ডেকে পাঠাইনি! আমাদের যখন সাহসী হতেই হবে তখন আবার ফিরে এলে কেন? আমাকে আবার চুমু খেলে কেন? আহা; তুমি যদি মনে করে থাক যে তুমি আমার সঙ্গে এমন খেলা খেলতে পারবে, তবে তুমি ভুল করেছ। তুমি যদি মনে করে থাক যে রাতের বেলায় তুমি এখানে আসবে আর দিনের বেলায় অবমাননাকর পত্র লিখবে, তা হলে আবার ভুল করেছ! তুমি আজ রাত ফিরে এসেছ, আগামী রাত আবার ফিরে আসবে, তারপর প্রতিরাত্রে আসতে থাকবে, যত দিন না তুমি আমাকে পাগল করে ছাড়বে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না, দেব না।"

"তুমি বলছ, আমাদের পবিত্র হতে হবে, সাহসী হতে হবে," সে বলতে থাকে। তার জরাজীর্ণ বিয়োগান্তক মুখখানা এবার মৃত্যুপান্ডুর হয়ে যায়, "কিন্তু আজ রাতের আগে কখনো ত তুমি এমন কথা বলনি। তুমি প্রচণ্ড ঘৃণা ভীতিতে আমার বুক ভরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছ। তুমি চলে যাও বহু দূরে চলে যাও, আর একখুনি যাও; যাতে আগামী কাল তোমার আগমনের আতঙ্ক আর অবমাননার দুর্ভাবনা মুক্ত হয়ে আমার ঘুম ভাঙে।"

পল এজিনিসের উপর মস্তক আনত করে "হায় প্রভু! হায় প্রভু!" বলে আর্তনাদ করে, কিন্তু এজিনিস তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

"তুমি কি ভাবছ, একটা কচি খুকির সঙ্গে কথা বলছ?" সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। আমার বয়েস হয়েছে, আর কয়েক ঘণ্টায় তুমিই আমাকে বুড়িয়ে দিয়েছ। জীবনের সরল পথ? ওহো! তাই বটে! আমাদের এই অবৈধ গোপন সম্পর্ক অব্যাহত রাখলে সরল পথে চলা হতো! তাই না? আমি নিজে একজন স্বামী খুঁজে নেব; আর তুমি তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করবে। তারপর আমরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারব— তুমি আর আমি। আর এমনি করে আমরা জীবনের বাকী দিনগুলো অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে কাটিয়ে দেব। আহ্, তাই যদি তোমার ধারণা হয়ে থাকে তবে তুমি আমাকে চেনোনি! গেল রাত তুমি বলেছিলে, 'এসো আমরা পালিয়ে যাই, আমরা বিবাহিত জীবন যাপন করব, আর আমি কাজ করব। তুমি এ কথা বলনি? আর আজ কিনা তুমি এসে তার বদলে ঈশ্বর আর আত্মবলির কথা বলছ। এবার এ সবের অবসান হলো। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে কিন্তু তোমাকে আমি আবার বলছি, তোমাকে আজ রাতেই এই পল্লী ত্যাগ করতে হবে। তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাইনা। কাল সকালে যদি তুমি আমাদের গির্জায় প্রার্থনা সমাবেশে যাও, আমিও সেখানে যাব। বেদীর ধাপে দাঁড়িয়ে আমি সমবেত লোকদের বলব, 'এইত তোমাদের সাধুসন্ত পুরুষ যে দিনের বেলায় অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার দেখায় আর রাতের অন্ধকারে অরক্ষিতা তরুণীদের কুপথে প্রলুব্ধ করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল তার হাত দিয়ে এজনিসের মুখ বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সে যখন চেঁচিয়ে বলতে থাকে, "বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!' পল তার মাথাটা ধরে তার বুকে চেপে ধরে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। অন্ধকারে তার মায়ের রহস্যময় কণ্ঠে বলা কথাগুলো তার মনে পড়ে যায়, "পুরানো পুরোহিত আমার পাশে বসে বলেছিল, আমি শীগগিরই তোমাদের দুজনকে—তোমাকে আর তোমার ছেলেকে—এই যাজক পল্লী থেকে তাড়াব"।

"এজনিস, এজনিস, তুমি পাগল হয়েছ।" পল তার ঠোঁট এজনিসের কানের কাছে রেখে কাতর কণ্ঠে বলে আর এজনিস তার হাত থেকে নিজকে মুক্ত করার জন্য প্রচণ্ড টানাটানি শুরু করে। "শান্ত হয়ে আমার কথা শোন। আমাদের কিছু হারায়নি। আমি তোমাকে কত ভালবাসি তা তুমি বুঝতে পারছ না? আগের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। আমি এখান থেকে যাচ্ছিনা! আমি এখানে থাকছি তোমাকে রক্ষা করার জন্য, আমার আত্মা তোমাকে সমর্পণের জন্য, মৃত্যুকালে আমি যেমন করে ঈশ্বরের কাছে আমার আত্মাকে সমর্পন করব। গেলো রাত থেকে এখন পর্যন্ত আমি যে কি মরণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা তুমি কেমন করে উপলব্ধি করবে? আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। দেহে আগুন-লাগা মানুষের মতন দহন-জ্বালা থেকে নিস্কৃতির জন্য আমি পালিয়েছিলাম, কিন্তু নিস্কৃতি পাইনি। অগ্নি-শিখা' আমাকে আরো বেষ্টন করে ফেলেছে। আমি আজ কোন জায়গায় যাইনি? তোমার সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকার জন্য আমি আজ কি করিনি? তথাপি আমি আবার এখানে এসেছি, আর কেমন করেই এখানে না এসে পারি? ... .. তুমি আমার কথা শুনছ? আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, আমি তোমাকে ভুলব না, ভুলতে চাইনা। কিন্তু এজনিস, আমাদের নিস্কলুষ থাকতে হবে, আমাদের প্রেম অনন্তকাল স্থায়ী রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে; জীবনে যা পরম কাম্য, যা সর্বোত্তম তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যুক্ত রাখতে হবে আত্মত্যাগের মধ্যে আমাদের প্রেমকে যুক্ত রাখতে হবে, মৃত্যুর সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে তা যুক্ত রাখতে হবে। এজনিস, তুমি আমার বক্তব্য উপলব্ধি করছ? হ্যাঁ, তুমি আমাকে বলে দাও যে তুমি তা উপলব্ধি করছ।"

এজনিস পলের কবল থেকে মুক্তির জন্য শক্তি প্রয়োগ করে বুঝি মাথার ঘায়ে পলের বুকটা ভেঙ্গে দিতে চায়। অবশেষে সে পলের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে অনড় দেহে সোজা হয়ে বসে থাকে। তার মাথার অবিন্যস্ত চুল ফিতের মতন জট পাকিয়ে তার পাষাণবৎ মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে। ঠোঁট চেপে চোখ বুঁজে সে যেন সহসা গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের স্বপ্ন দেখে। তার এই নীরবতা আর পাষাণবৎ অনমনীয়তা তার পাগলামো আর উত্তেজিত আচরণ ও কথাবার্তার চেয়েও পলকে অধিকতর শঙ্কিত করে তোলে। সে আবার এজনিসের দুটো হাত তার নিজের হাতে তুলে নেয়। এবার চারটা হাতই আনন্দ ও প্রেম আলিঙ্গনের অনুভূতি বিবর্জিত।

"এজনিস, তুমি বুঝতে পারছনা যে আমি খাঁটি কথা বলছি? এবার ভালো মেয়ে হও; এখন গিয়ে শুয়ে পড়। আগামীকাল আমাদের নব জীবনের সূচনা হবে। আগের মতনই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে, আমরা ভাবব তাই তোমার কাম্য। আমি হব তোমার বন্ধু, তোমার ভাই। আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব, সমর্থন করব। আমার জীবন তোমার হাতে ন্যাস্ত; যেভাবে চাও সেভাবে তা তুমি পরিচালনা কর। আমি আমার মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর পরপারে অনন্ত কাল ধরে তোমার সাথী হয়ে থাকব।"

আত্ম নিবেদনের এই সুর এজনিসকে আবার ক্ষেপিয়ে দেয়। পলের হাতে আবদ্ধ হাতদুটো সে সামান্য মোচড় দিয়ে কথা বলার জন্য মুখ খোলে। পল তার হাত দুটো মুক্ত করে দিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তার হাত দুটো কোলের উপর জড়ো করে মাথাটা নত করে। তার চোখে মুখে তখন তীব্র বেদনার অভিব্যক্তি। এই বেদনা বেপরোয়া আর প্রচণ্ড দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

পল এজনিসের পানে নিষ্পলক চেয়ে থাকে; মুমূর্ষে পানে পানে মানুষ যেমন চায়। তার মনের শঙ্কা তীব্রতর হয়। সে এজনিসের পায়ের তলে হেট হয়ে তার কোলে মাথা রাখে, তার হাতে চুমু খায়। এজনিস তার পানে তাকায় কিনা বা তার কথা শোনে কিনা সেই ভাবনা তার নেই স্বয়ং দুঃখিনী মাতা মেরীর পদতলে সে যেমন করে জানু পাতে, তেমনি করে সে এই ব্যথাক্লীষ্টা নারীর পদতলে মাথা নত করে। সে জীবনে আর কখনো নিজকে এমন কলুষ চিন্তামুক্ত মনে করেনি; সে ঐহিক জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ কিন্তু তবু মন তার শঙ্কা মুক্ত হয় না।

এজনিস নিথর বসে থাকে হাত দুটো তার হিম-শীতল। সে পলের এই মৃত্যু-চুম্বন সম্বন্ধে অচেতন। পল আবার উঠে মিথ্যে কথা বলতে শুরু করে।

"তোমাকে ধন্যবাদ এজনিস—তাই ঠিক; আমি অত্যন্ত প্রীত। পরীক্ষায় জয় হয়েছে; তুমি শান্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ কর। আমি এখন চলে যাচ্ছি আর আগামী কাল" সে দুরু দুরু বুকে মৃদু কণ্ঠে সংযোজন করে, "আগামী কাল সকালে তুমি পার্থনা সমাবেশে যাবে, আমরা দুজন একত্র ঈশ্বরের চরণে আমাদের সমর্পণ করব।"

"এজনিস চোখ খুলে তার পানে তাকায়; তারপর আবার চোখ বোঁজে। সে একজন ক্ষত-বিক্ষত মৃত্যু-পথ যাত্রীর মতন শেষ মুহূর্তে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিরতরে চোখ বন্ধ করে দেয়।

"আজ রাতেই তোমাকে এখান থেকে দূরে, বহুদূরে চলে যেতে হবে, যাতে আমি আর তোমার মুখ দেখতে না পাই," সে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাগুলো বলে, প্রতিটি কথা স্পষ্ট আর সিদ্ধান্তমূলক। পল উপলব্ধি করে এই মুহূর্তে অন্তত এই অন্ধ শক্তির বিরোধিতা করা নিরর্থক।

সে বিড়বিড় করে বলে, "এমনিভাবে আমি চলে যেতে পারি না, আমাকে কাল সকালে প্রার্থনা-সমাবেশ সমাধা করতেই হবে; তুমি তাতে যোগ দিয়ে সে প্রার্থনা শুনবে। তারপর প্রয়োজনবোধে আমি বিদায় নেব।"

"তা হলে, কাল সকালে আমি প্রার্থনা-সমাবেশে যাব। সমাবেশে উপস্থিত লোকদের সামনে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করব।"

"তাই যদি কর, তবে তা হবে ঈশ্বরের ইচ্ছার ইঙ্গিত। কিন্তু এজনিস তুমি তা করবে না। তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে শান্তিতে রেখে গেলাম। বিদায়!"

এই কথা বলেও পল স্থান ত্যাগ করে না। সে স্থির দাঁড়িয়ে এজনিসের দিকে চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে তার কোমল উজ্জ্বল কেশরাশির দিকে, যে-কেশরাশি সে ভালোবাসে, যে কেশরাশিতে সে কতবার হাত বুলিয়েছে। এই কেশরাশি তার মনে করুণা জাগায়, কারণ ক্ষত-বিক্ষত মাথায় এই কেশরাশিকে কালো পট্টির মতন দেখায়।

শেষ বারের মতন সে এজনিসকে নাম ধরে ডাকে।

"এজনিস, এমনিভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে, তাও কি সম্ভব? ... এসো," এক মুহূর্ত পরে সে সংযোজন করে, "তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও; উঠে আমার হয়ে দরজাটা খোল।"

আজ্ঞানুবর্তী হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু সে তার হাত বাড়িয়ে দেয় না। যে-দরজা দিয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল, সে সোজা সে দরজায় গিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

"এখন আমি কি করতে পারি?" পল নিজকে প্রশ্ন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্ত নয়; তাকে আরো একটা কালরাত্রি পার করতে হবে, সমুদ্র-যাত্রী যেমন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অন্তিম ধাপটা পার হয়। সে ভীষণ ক্লান্ত; ক্লান্তিতে তার চোখের পাতা বুঁজে আসে, কিন্তু অসহনীয় উদ্বেগ তাকে শয্যাগ্রহণ করতে দেয় না; এমনকি চেয়ারে বসে বা অন্য কোন ভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতেও দেয় না। সে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়; খুটিনাটি বাজে অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজকে ব্যস্ত রাখে; অকারণে নিঃশব্দে দেরাজের পর দেরাজ খুলে দেরাজে রক্ষিত জিনিস-পত্র দেখে।

আয়নার সামনে দিয়ে চলা কালে আয়নার বুকে প্রতিফলিত তার নিজের প্রতিবিম্ব তার চোখে পড়ে। তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, ওষ্ঠ নীলচে-বেগুনী, চক্ষু কটরগত। "ভালো করে নিজের দিকে তাকাও, পল," সে তার প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করে বলে। সে সামান্য পিছিয়ে যায়, যাতে প্রদীপের আলোটা তার উপর আরো ভালো করে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিম্বটাও পিছিয়ে যায়। প্রতিবিম্ব-টাও যেন তার সামনে থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে। সে প্রতিবিম্বের চোখের তারার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়; চোখের বিস্ফারিত তারা লক্ষ্য করে তার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা জাগে। আয়নার প্রতিবিম্বিত মানুষটাই আসল পল, যে-পল কোন দিন মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না, কিন্তু এখন যার মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা তার আগামী কালের ভয়ঙ্কর ভীতি আত্ম প্রকাশ করছে।

তার মনে নীরব প্রশ্ন জাগে, "যে-নিরাপত্তাবোধ আমি নিজে অনুভব করি না, সে নিরাপত্তাবোধের ছলনা আমি কেন করি? সে আমাকে যেমন আদেশ দিয়েছে, সেই আদেশ অনুসারে আমি আজ রাতই এখান থেকে চলে যাব।"

এই সিদ্ধান্তে অনেকটা শান্ত হয়ে সে শয্যায় দেহ এলিয়ে দেয়। তার বিশ্বাস হয়, এমনি করে চোখ বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে সে তার বিবেককে আরো তন্ন তন্ন করে খুঁজতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, আজ রাত নিশ্চয়ই আমি এ স্থান ত্যাগ করব। প্রভু যীশু স্বয়ং কেলেঙ্কারী এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। মাকে জাগিয়ে এ কথা বললে ভালো হয়। তা হলে হয়ত আমরা দুজন এক সঙ্গেই চলে যেতে পারি। সে আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, আমার শৈশবে যেমনটি করেছিলো। অন্য কোন জায়গায় তখন আমি নতুন জীবন শুরু করতে পারি।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করে, এ সবই মহান চিন্তা মাত্র; এই অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার মতন সাহস তার নেই। কেনই বা সে তা করবে? তার নিশ্চিত ধারণা, এজনিস তার হুমকি কার্যে পরিণত করবে না। সুতরাং কেন সে এখান থেকে চলে যাবে? তার কাছে ফিরে গিয়ে আবার পাপে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তাকে মোকাবেলাও করতে হচ্ছে না। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লোভ-লালসাকে জয় করেছে।

কিন্তু মহান চিন্তা তাকে আবার পেয়ে বসে,

"পল, তবু তোমাকে যেতেই হবে। তোমার মাকে জাগিয়ে দুজন এক সঙ্গে চলে যাও। কে তোমার সঙ্গে কথা বলছে, তা জান না? আমি এজনিস বলছি। তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, আমি আমার হুমকি কার্যে পরিণত করব না? হয়ত করব না, তবু আমি তোমাকে চলে যেতে উপদেশ দিচ্ছি। তুমি ভাবছ, তুমি আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ? কিন্তু আমি তোমার মধ্যে রয়েছি; আমি তোমার জীবনের দুষ্টগ্রহ। যদি তুমি এখানে থাক তবে এক মুহূর্তের জন্যও আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব না। আমি তোমার পায়ের তলায় ছায়া হয়ে, তোমার ও তোমার মায়ের এবং তোমার আর তোমার সত্তার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে বিরাজ করব। চলে যাও বলছি।"

এবার সে তার বিবেককে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এজনিসকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঝেতে পদাঘাত করে। এই অবসন্নতা তার দেহ-রক্ত পর্যন্ত অসার করে দিয়েছিলো। এবার সে তার পোশাক পরে, চামড়ার কোমরবন্দটা কষে কোমরে এঁটে দেয়; আঙরাখাটা গায়ে জড়িয়ে নেয়, বুড়ো শিকারীকে শিকারে যাওয়ার আগে সে যেমন করে তার কার্তুজ-ভরা কোমরবন্দটা কষে এঁটে দিতে দেখতো। সে জানালাটা খুলে বাইরে ঝুঁকতেই, তার মনে হলো, দুঃস্বপ্নময় কয়েক ঘন্টার পর এতক্ষণে যেন সে প্রথম দিনের আলো দেখছে; এতক্ষণে যেন নিজের গড়া কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারছে। কিন্তু তার এই শান্তি জোর করা, বিষে বিদ্বেষ ভরা কৃত্রিম। এই কৃত্রিম স্বস্তি-বোধই তার জন্য যথেষ্ট। সে বাইরের স্নিগ্ধ নির্মল বাতাস থেকে তার মাথাটা তার ঘরের সুবাসিত উষ্ণ পরিবেশে ফিরিয়ে আনে, কক্ষাভ্যন্তরের পরিবেশ তাকে আবার অস্তিত্বে ফিরিয়ে এনে আবার তাকে তীব্র ভীতির শিকারে পরিণত করে।

সে নীচ তলায় পালিয়ে যায় আর ভাবে, মাকে কি বললে ভালো হয়। তার মা কর্কশ কণ্ঠে মুরগীর বাচ্চাগুলোকে খাবার ঘর থেকে তাড়া করছে। বাচ্চাগুলো ডানা ঝাপটিয়ে এদিক ওদিক সরে পড়ছে। গরম কফির সুগন্ধ আর বাগান থেকে ভেসে আসা নির্মল সুরভি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে এসে লাগে। শৈল শিরার পাদদেশের চলা-পথে ছাগলের গলায় বাঁধা ঘন্টার একঘেয়ে টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। এগুলোকে চারণ-ভূমিতে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। এই ঘন্টা ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে এন্টিয়োকাস গির্জার ঘন্টা বাজিয়ে লোক-জনদের ঘুম ভেঙ্গে প্রার্থনা-সমাবেশে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

সকালের গোলাপী আলোয় চারদিক শান্ত মধুর। কিন্তু পলের মনে স্বপ্নের স্মৃতি জেগে ওঠে।

বাইরে বেরিয়ে পড়তে, গির্জায় গিয়ে তার নিত্তনৈমিত্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ম সম্পাদনে পলের কোন বাধা বিপত্তি নেই, তবু তার মন শঙ্কিত হয়। সামনে এগিয়ে যেতে বা পিছনে ফিরে আসতে সে সমভাবে শঙ্কিত। উন্মুক্ত দরজার ধাপের উপর দাঁড়িয়ে তার মনে হলো সে যেন একটা পিচ্ছিল পর্বত-চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আরো ঊর্ধে আরোহণ অসম্ভব আর নীচেও একটা গভীর গহ্বর মুখ ব্যাদান করে আছে। সেখানে সে এক অনির্ধারিত কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে; ভয়ে তার বুক ভীষণ দুর্দু দুর্দু করছে, তার দৈহিক অনুভূতি হচ্ছে, সে যেন নীচে পড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের তলদেশে ঘূর্ণী স্রোতের ফেনায়িত আবর্তে আত্মরক্ষার নিষ্ফল সংগ্রাম করছে।

তার নিজের হৃদয়টাই ঘূর্ণী স্রোতের আবর্তে পড়ে অসহায়ভাবে ঘুরছে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে আবার ভিতরে গিয়ে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে। গেলো রাতে তার মা যেমনটি করেছিলো। যে সমস্যা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তার কেউ এসে সে সমস্যার সমাধানে তাকে সাহায্য করবে, সে এই প্রতীক্ষায় বসে আছে।

তার মা তাকে দেখতে পায়। মাকে দেখে সে চটপট উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে স্বস্তির অনুভূতি জাগে। তবে মনের গভীরে একটা অপমানবোধও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে স্থির নিশ্চয় ছিলো, তার মা তাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পথ চলতে উপদেশ দেবে।

কিন্তু ছেলেকে এই অবস্থায় দেখে তার বিস্তীর্ণ মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়।

"পল," সে ডাক দিয়ে বলে, "ওখানে তুমি কি করছ?"

"মা," সে খাবার ঘরে না গিয়ে সামনের দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, "অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিলো বলে গেলো রাত আমি তোমাকে জাগাতে চাইনি। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম ....."

তার মা ইতিমধ্যেই স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে। সে ছেলের পানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই দেখতে পায়। সমবেত স্ত্রীলোকেরা মাথা ঘুরিয়ে মুহূর্তের জন্য নীনাকে দেখে নেয়। নীনাকে বর্বর যুগের গির্জায় অধিষ্ঠিত মূর্তির মতন দেখায়; যে গির্জা ছিলো কিষানদের বয়ে আনা চষা মাঠের সোঁদা গন্ধে সুরভিত; পল্লীর সকাল বেলার স্নিগ্ধ আলোর আভায় উদ্ভাসিত।

পল সরাসরি গির্জার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে, কিন্তু তার গোপন মানসিক যন্ত্রণা তীব্রতর হতে থাকে। পথ চলা কালে তার পরিহিত আঙরাখাটা এজনিসের নির্দিষ্ট আসনটা ছুঁয়ে যায়। এটা এজনিসের পারিবারিক পুরানো সংরক্ষিত আসন। আসনের সামনে স্থাপিত জানু পাতার চৌকিটা চমৎকার কারুকার্য করা। পল সেখান থেকে বেদী পর্যন্ত দূরত্বটা পদক্ষেপের হিসেবে মেপে নেয়।

"আমি যদি মুহূর্তের জন্যও দেখতে পাই যে সে তার সর্বনাশা হুমকিটা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াচ্ছে, তবে আমি গির্জার গুদাম-ঘরে পালাবার যথেষ্ট সময় পাব, এই তার সিদ্ধান্ত, সে কম্প্রবক্ষে ভিতরে প্রবেশ করে।

এন্টিয়োকাস ঘণ্টা-ঘর থেকে ছুটে এসে পলকে পোশাক পরায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গোদাম ঘরের যে-আলমারীতে পলের আনুষ্ঠানিক পোশাক রয়েছে, সে-আলমারীর পাশে অপেক্ষা করে। তার মুখমন্ডল ভাবগম্ভীর, প্রায় করুণ, যেন-আগের দিন সন্ধ্যায় তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনাই তাকে ছায়াছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু তার এই গাম্ভীর্য ক্ষণস্থায়ী। তার মুখমণ্ডলে হাসির রেখা চিক দিয়ে ওঠে। আনন্দে তার আনত চোখ চক্‌চক করে; হাসি দমন করতে সে ঠোঁট কামড়ে ধরে। এই উৎসব মুখর সকাল বেলার ঔজ্জ্বল্য অনুপ্রেরণা আর উল্লাসে তার তরুণ প্রাণ সাড়া দেয়। তারপর পুরোহিতের হাতের কব্জিতে আলখেল্লার ফিতেটা লাগাতে গিয়ে সহসা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। সে এক পলক তার প্রভুর পানে তাকায়; কারণ সে লক্ষ্য করে, কিতার তলে হাতটা কাঁপছে আর তার প্রভুর প্রিয় মুখখানা মলিন আর উদ্‌ভ্রান্ত।

"প্রভু কি অসুস্থ বোধ করছেন?"

পল সত্যিই অসুস্থ বোধ করছিলো, যদিও নেতিবাচক মাথা নাড়ে। সে অনুভব করে, তার মুখ-গহ্বর যেন রক্তে পূর্ণ হয়ে গেছে, তবু এই নিদারুণ অবস্থায়ও তার মনে আশার ক্ষীণ আলো জাগে।

"আমি মৃতাবস্থায় মেঝেতে পড়ে যাব; আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। তখন অন্তত সব দুঃখের অবসান হবে।

সে আবার স্ত্রীলোকদের পাপ-স্বীকৃতি শোনার জন্য তাদের মাঝে যায়। তার মা গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ পথের পাশে বসে আছে। সে তা দেখতে পায়। কঠোর চিত্তে অনড় হয়ে সে জানু পেতে বসে আছে। কারা গির্জায় প্রবেশ করেছে, সে দিকে তার প্রখর দৃষ্টি; সে সারা গির্জার উপরে চোখ রাখছে। বাহ্যতঃ মনে হয়, গির্জাটা তার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লেও সে দুহাতে তা উঁচু করে ধরে রাখবে।

কিন্তু পলের বুকের সাহস নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার বুকে একটি মাত্র ক্ষীণ আশা অবশিষ্ট আছে। তা মৃত্যুর আশা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে আশা বেঁচে থাকবে।

পাপ-স্বীকৃতির নির্দিষ্ট স্থানে বসে সে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে। এ স্বস্তি সমাধি তলে অবস্থানের স্বস্তি। অন্তত উপস্থিত লোকদের দৃষ্টির আগোচরে থেকে সে তার ভয়কে মুখোমুখি দেখতে পারবে। তারাদের বাইরে উপবিষ্ট স্ত্রীলোকদের দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে চাপা ফিসফিস শব্দে শৈল-শিরার তৃণগুচ্ছের উপর বিচরণশীল গিরগিটির চলার শব্দের মতন শোনায়। এজিনিসও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোন নিরাপদ গোপন কোণে রয়েছে; বার বার সে একথা ভাবছে। তরুণী মহিলাদের মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তাদের চুলের আর জমকালো পোশাকের সুবাস তার মর্ম বেদনার সঙ্গে মিশে তার মনের আবেগ তীব্রতর করে দেয়।

সে তাদের সবাইকে মোচ্ছদান করে, পাপ থেকে তাদের মুক্ত করে, এই কথা ভাবে যে হয়ত অনতিবিলম্বে তাদের কাছেও দয়া ভিক্ষা করতে হবে।

এজনিস এসেছে কিনা, তা দেখার জন্য বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পলের মনে আকুল কামনা জাগে; কিন্তু তার আসনটা শূন্য পড়ে আছে। হয়তো সে আদৌ আসবে না। তবে সময় সময় সে গির্জায় নিম্ন প্রাঙ্গণে একটা চেয়ারে নতজানু হয়ে বসে থাকে। তার পরিচারিকা এই উদ্দেশ্যে চেয়ারটা তার জন্য নিয়ে আসে। সে চারদিকে তাকায়। তার মায়ের অবনত দেহটা মাত্র তার চোখে পড়ে। বেদীর সামনে জানু পেতে প্রার্থনা শুরু করলেই, সে অনুভব করে, তার মায়ের আত্মা ঈশ্বরের সামনে নত হয়ে আছে। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক পোশাকে তার দেহ যেমন আবৃত তার মায়ের আত্মাটাও তেমনি করে দুঃখ-শোকের আবরণে আবৃত হয়ে আছে।

পল স্থির করে, সে আর তার পিছন পানে তাকাবে না। এখন থেকে আশীর্বাদ বিতরণ কালে পিছনের দিকে ফিরতে হলে সে চোখ বুজে থাকবে। সে অনুভব করে যে প্রস্তরাকীর্ণ খাড়া পথ বেয়ে প্রভু যীশু যেখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলো সেই ক্যালভারিতে আরোহণ করছে। তার মাথা ঝিম ঝিম করে; পায়ের তলায় গভীর খাদের মুখ-ব্যাদানের দৃশ্য পরিহারের উদ্দেশ্যে সে চোখ বুজে থাকে। কিন্তু মুদিত চোখের পাতা ভেদ করেও কারুকার্য করা আসনে উপবিষ্ট এজনিসের মূর্তিটা তার দৃষ্টিগোচর হয়, তার পরিহিত কালো বসন ধূসর প্রাচীরের পটভূমিকায় তার চোখে পড়ে।

আর এজনিস সত্যি সেখানে রয়েছে। তার পরিধানে কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক, হস্তীদন্তশুভ্র মুখমন্ডলে কালো আবরণ; দৃষ্টি তার ধর্মগ্রন্থের পাতার উপর নিবদ্ধ; তার কালো দস্তানা-পরা হাতে সোনালী রঙে বাঁধাই করা গ্রন্থখানা চকচক করছে; কিন্তু গ্রন্থের পাতা সে উল্টোচ্ছে না। তার পরিচারিকা তার আসনের পাশে জানু পেতে বসে আছে, আর বার বার প্রভুভক্ত কুকুরের মতন মনিবের মুখের পানে তাকিয়ে যেন মনিবের শোক বিহ্বলতায় সহানুভূতি প্রকাশ করছে।

বেদীর উপর স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পল সবকিছু দেখতে পায়। তার সব আশা নির্মূল হয়ে যায়। তবে মনের সঙ্গোপনে সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে প্রজনিস তার উন্মাদসুলভ হুমকি কার্যকরী করবে, তা সম্ভব নয়। সে তার ধর্ম গ্রন্থের পাতা উল্টোয় কিন্তু তার স্খলিত কণ্ঠ গ্রন্থের বাণীগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। শঙ্কায় ঘর্মাক্ত দেহে সে দৈহিক মূর্চ্ছা অনুভব করে গ্রন্থখানা আঁকড়ে ধরে রাখে।

মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নেয়। এন্টিয়োকাস তার প্রভুর মুখের পানে চেয়ে থাকে। মুখের মুখমন্ডলে যেমন পরিবর্তন ঘটে তার মুখমন্ডলেও সে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সে পুরোহিতের আরো পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়, যাতে পুরোহিতকে পড়ে যেতে দেখলে সে তাকে ধরে রাখতে পারে। বেদীর বেষ্টনীর বাইরে উপবিষ্ট বৃদ্ধেরদল পুরোহিতের এই অবস্থা লক্ষ্য করছে কিনা, সে তাও লক্ষ্য করে। বৃদ্ধের দল তা লক্ষ্য করছে না; এমনকি পুরোহিতের মাও স্বধ্যানে প্রার্থনারত। ছেলের অস্বাভাবিক আচরণ তার চোখেও পড়ছে না। এন্টিয়োকাস পুরোহিতকে সাহায্য করার ভাবনায় তার আরো কাছ ঘেষে দাঁড়াতেই পুরোহিত চারদিকে তাকিয়ে আকস্মিক ভয়ে চমকে ওঠে, কিন্তু এন্টিয়োকাস তার পানে তার কালো উজ্জ্বল চোখে আশ্বাসভরা দৃষ্টি মেলে যেন বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এইত আমি এখানে রয়েছি, সব ঠিক আছে আপনি আপনার কাজ করতে থাকুন!"

পুরোহিত দুরারোহ খাড়া পথে ক্যালভেরিতে আরোহণ (গ্রন্থের বাণী পাঠ) করতে থাকে; তার হৃৎপিন্ডে রক্তধারা বইতে থাকে, তার স্নায়ুতন্ত্রী শিথিল হয়ে আসে। এই শৈথিল্য নৈরাশ্যের শৈথিল্য। বিপদে আত্মসমর্পনের শৈথিল্য, হৃত শক্তি নিমজ্জমান ব্যক্তির বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অক্ষমতার শৈথিল্য। আবার সমবেত প্রার্থীদের পানে তাকাতে গিয়ে সে আর তার চোখ বন্ধ করেনা।

"ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন;"

এজনিস স্বস্থানে বসে আনত দৃষ্টিতে ধর্মগ্রন্থের পাতার দিকে চেয়ে আছে; গ্রন্থের পাতা আর উল্টায় না। প্রদীপের ম্লান আলোতে গ্রন্থের আঙটাটা চকচক করছে। তার পরিচারিকা তার পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। পলের মাসহ অন্যান্য স্ত্রী লোকেরা গোড়ালীতে ভর দিয়ে অনাবৃত মেঝেতে বসে আছে। পুরোহিত গ্রন্থখানা হাতে নেয়া মাত্র তারা আবার জানু পেতে বসার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

পুরোহিত গ্রন্থখানা হাতে নিয়ে পাঠ করতে এবং ধীরে সুস্থে অন্যান্য ধর্মীয় আচারাদি পালন করতে থাকে। তার এই নৈরাশ্যের মাঝখানেও এই ভেবে তার মনে দরদের সঞ্চার হয় যে যীশুর বধ্যভূমি ক্যালভেরিতে যাওয়ার পথে এজনিস তাকে সঙ্গ দিচ্ছে, মাতা মেরী যেমন তার সন্তানের অনুসরণ করেছিলেন; আর মুহূর্তের মধ্যেই সে সিঁড়ি বেয়ে বেদীতে আরোহণ করে আবার তার পাশে এসে দাঁড়াবে তারা দুজন তাদের পাপ-প্রবৃত্তিক ভয় করেও তাদের একসঙ্গে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুজনে এক সঙ্গে করবে। এজনিস যদি তার নিজের শাস্তির সঙ্গে তার শাস্তিও নিয়ে আসে, যদি তার প্রতি এজনিসের ঘৃণা প্রেমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছদ্মাবরণ হয় মাত্র, তবে সে কেমন করে এজনিসকে ঘৃণা করবে ?

এবার আনুষ্ঠানিক প্রসাদ বিতরণের পালা। কয়েক ফোঁটা মদ্য সঞ্জীবনীর মতন পলের বুকে প্রবেশ করা মাত্র সে তার দেহে শক্তির সঞ্চার অনুভব করে। তার হৃদয় ঈশ্বরানুভূতিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

সমবেত স্ত্রীলোকদের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় আপন আসনে উপবিষ্ট আনত মূর্তিটা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত রূপে দেখা দেয়। তার মস্তকও তার দুহাতের উপর ন্যাস্ত ছিলো। সম্ভবত স্নান ত্যাগ করার জন্য সে সাহস সঞ্চয় করছিলো। সহসা তার মনে এজনিসের প্রতি অসীম করুণা জাগে। এজনিসের সান্নিধ্যে গিয়ে তাকে মোক্ষ দান করার তার ইচ্ছে হয়। মুমূর্ষ স্ত্রীলোককে যেমন করে প্রসাদ বিতরণ করে তেমনি করে সে এজনিসকে প্রসাদ বিতরণ করবে। সে নিজেও সাহস সঞ্চয় করেছিলো, কিন্তু স্ত্রীলোকদের ওষ্ঠে দেবার জন্য হাতে প্রসাদ নিতেই তার হাত কেঁপে ওঠে।

ধর্মীয় ভোজন-অনুষ্ঠান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এক বৃদ্ধ কিষান স্তবগান শুরু করে। সমবেত প্রার্থীরা তার সুরে সুর মিলিয়ে চাপা কণ্ঠে তার অনুসরণ করে। তারা স্তবগানের দোহাটা দুই বার উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে। স্তবগানটা আদিম আর একঘেয়ে। প্রাচীন কালে অরণ্যাঞ্চলে গীত মানুষের প্রার্থনা-সঙ্গীত; যে-অঞ্চলে এখনো জনবসতী বিরল. এই সঙ্গীত নির্জন সমুদ্র-সৈকতে আছড়ে পড়া তরঙ্গের মতন প্রাচীন আর একঘেয়ে। চারদিকে গীত এই অনুচ্চ সুর-ধ্বনি এজনিসের চিন্তাস্রোত অতীত যুগে ফিরিয়ে নেয়। সে যেন রাতের অন্ধকারে অস্থির বেগে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে কোন আদিম বনভূমি পেরিয়ে সহসা প্রভাতের আলোয় আলোকিত স্নিগ্ধ সুরভিত সোনালী বেলাভূমির বালুকা পাহাড়ে পৌঁছে গেছে।

কোন কিছু যেন এজনিসের সত্তার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক অদ্ভুত আবেগ তার কণ্ঠ চেপে ধরে। তার মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিখিল বিশ্ব তার সাথে ঘুনাঁপাক খাচ্ছে। সে যেন এতক্ষণ মাথা নীচু করে চলছিলো; এবার স্বাভাবিক মেজাজ ফিরে এসেছে।

তার অতীত এবং তার গোত্রের অতীত তার হৃদয়ের অতল থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে পেয়ে বসে। তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের গান, তার ধাত্রীর আর দাস-দাসীদের কণ্ঠস্বর; যে নারী ও পুরুষেরা তার বাড়ী নির্মাণ করেছে, আসবাব-পত্র সাজিয়েছে তার ক্ষেত-খামার চাষ করেছে, এবং তার শৈশবের পোশাকের জন্য কাপড় বুনেছে, তাদের সবার কথা।

যারা তাকে তাদের কর্ত্রী বলে সম্মান করে, এমন কি বেদীতে দণ্ডায়মান পুরোহিতের চেয়েও তাকে অধিকতর পবিত্র মনে করে, তাদের সামনে সে কেমন করে নিজকে অভিযুক্ত করবে? আর তাছাড়া এবার সে নিজেও তার চারপাশে, তার হৃদয়াভ্যন্তরে, এমন কি তার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে।

সে ভালো করেই উপলব্ধি করে, যে-পুরুষটার সাথে সে পাপে লিপ্ত হয়েছিলো, সেই পুরুষকে শাস্তি প্রদান তার নিজেরও শাস্তি গ্রহণ। কিন্তু এখন করুণাময় ঈশ্বর বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আর নিষ্পাপ বাচ্চাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাকে নিজের সম্বন্ধে সতর্ক হতে এবং মোক্ষের সন্ধান করতে নির্দেশ দিচ্ছে।

তার চারপাশে সমবেত জনতার স্তব গানের সময় তার অতীত নিসঙ্গ জীবনের স্মৃতি তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। তার শৈশব কৈশোর আর তরুণী জীবন এই গির্জায় আর এই একই আসনে কেটেছে; এই আসনটা তার পূর্ব পুরুষদের কনুই আর জানুর চাপে ও স্পর্শে কালো ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এক অর্থে এই গির্জাটা তার পারিবারিক সম্পত্তি; এটা তার কোন এক পূর্ব পুরুষ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো। আর কথিত আছে বারবারি জলদস্যুদের হাত থেকে এই ম্যাডোনা মূর্তিটা বলপূর্বক অধিকার করে কোন দূর অতীতে তার এক পূর্ব পুরুষ তা এই পল্লীতে এনে এই গির্জায় অধিষ্ঠিত করে। এই ঐতিহ্যের মধ্যে তার জন্ম হয়েছে, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালিত পালিত হয়েছে, আয়ার পল্লীর দরিদ্র জনগণের থেকে দূরে থেকে, অথচ তাদেরই মাঝখানে, সে সহজ জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে বড় হয়েছে, অমার্জিত শক্তির অভ্যন্তরে মুক্তো যেমন বড় হয়।

সে নিজের লোকদের সামনে কেমন করে নিজেকে কলঙ্কিত করে? কিন্তু এই পবিত্র ইমারতের সত্বাধিকারীর অনুভূতি ও সাধুতার মুখোশধারী পবিত্র পান-পাত্র হস্তে বেদীতে দন্ডায়মান দীর্ঘ সুষ্টামদেহী পুরুষটার উপস্থিতিতে আরো অসহনীয় হয়ে ওঠে, অথচ এই লোকটাই তার পাপাচারে সঙ্গী আর তাকে ভালোবাসার অপরাধে অপরাধিনী হয়েই সে তার পদতলে জানু পেতে আছে।

তার চারদিকে গীত স্তবগান শুনতে শুনতে দুঃখ ক্রোধে তার বুক নতুন করে দুঃখে-ক্ষোভে ফুলে ফেঁপে ওঠে। হৃদয়ের অতল গহ্বর থেকে মিনতির সুরে সাহায্য ও ন্যায় বিচার কামনা করে। সে ঈশ্বরের কন্ঠ শুনতে পায়, সেই রুক্ষ কঠোর কন্ঠ তাঁর পাপিষ্ঠ সেবককে তাঁর পীঠস্থান থেকে তাড়িয়ে দিতে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে।

এজনিসের মুখমন্ডল মৃত্যু পান্ডুর হয়ে যায়; তার দেহ বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে, তার জানু দেশ কাঁপে। সে আর মস্তক নত করে না। সে মাথা সোজা করে বেদীতে দন্ডায়মান পুরোহিতের অঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য করে। তার অশুভ নিশ্বাস যেন পুরোহিতের দেহে লেগে পুরোহিতের দেহকে অবশ করে দেয়। যে হিম-শীতল মুষ্ঠি তাকে আঁকড়ে ধরেছে, সেই হিমশীতল মুষ্ঠি যেন পুরোহিতকেও আঁড়কে ধরে।

এজনিসের ইচ্ছা-শক্তি থেকে নির্গত প্রাণঘাতী শ্বাসপ্রশ্বাস পল অনুভব করে, শীতের সকালের তীব্র শীত তার আঙ্গুলগুলো অবশ করে দেয়, তার মেরুদন্ডে এক অদম্য শিহরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগে। আশীর্বাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে মুখ ফিরাতেই সে দেখতে পায় এজনিস নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে, তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতন চোখাচোখি হয়। নিমজ্জমান ব্যক্তির মতন সেই মুহূর্তে সারা জীবনের আনন্দ-সম্ভোগের কথা পলের মনে পড়ে, যে আনন্দের একমাত্র উৎস এজনিসের প্রেম, এজনিসের প্রথম চোখের চাওয়া, এজনিসের ওষ্ঠের প্রথম চুম্বন।

তারপর পল দেখতে পায় এজনিস ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

"হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" নত জানু হয়ে সে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে। সে যেন শান্তি কাননে বসে একটা অপ্রতিরোধ্য ভাগ্যের ছায়া লক্ষ্য করছে।

সে উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করে; সমাগত প্রার্থীদের গোলমালের মধ্যেও তার মনে হয়, এজনিসের বেদীর অভিমুখে অগ্রসরের পদধ্বনির বৈশিষ্ট্য সে বুঝতে পারছে।

"সে আসছে—সে তার আসন ত্যাগ করেছে, সে তার আসন আর বেদীর মাঝখানে রয়েছে। সে আসছে—এই ত সে এখানে—সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে।"

তার মানসিক আচ্ছন্নতা এমনি প্রবল যে তার ঠোঁট দিয়ে কথা বেরোয় না। এন্টিয়োকাস ইতিমধ্যে মোমবাতিগুলো নিবাতে আরম্ভ করেছিলো। পল সহসা ঘুরে চারদিকে তাকায়। সে এবার স্থিরনিশ্চয় যে এজনিস সেখানে তারই কাছাকাছি, জনসাধারণের যেখানে প্রবেশ নিষেধ— সেখানে সিঁড়ির ধাপে রয়েছে।

সে উঠে দাঁড়ায়; গির্জার ছাদটা যেন তার উপর পড়ে তার মাথাটা ফাঁটিয়ে দিয়েছে, তার জানুদ্বয় তার দেহের বোঝা যেন সইতে পারছে না, কিন্তু এক আকস্মিক প্রয়াসে আবার সে বেদীতে উঠে পান-পাত্রটা তুলে নেয়। গুদাম ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরতেই সে দেখতে পায় এজনিস তার আসন ছেড়ে রেলিঙ পর্যন্ত এসে বেদীর সিঁড়িতে পা রাখতে উদ্যত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হে প্রভু আমাকে মরতে দাও।" বলে সে পান-পাত্রের উপর মাথা ঠেকায়, যেন আঘাতোদ্যত তরবারীর তলে মাথাটা পেতে দেয়। কিন্তু গুদাম ঘরের দরজায় প্রবেশ করার সময় আবার পিছনের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায়, বেদীর রেলিঙে মাথা নত করে এজনিস বেদীর নিম্নতম ধাপে জানু পেতে আছে।

রেলিঙের বাইরে সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে এজনিস হোঁচট খায়। তার সামনে যেন একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। সে সেখানে জানুর উপর বসে পড়ে। একটা ঘন কুয়াশা তার দৃষ্টি শক্তি ম্লান করে দেয়। সে আর এগোতে পারে না।

অচিরেই তার দৃষ্টি শক্তির অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়। সে সিঁড়ির ধাপটা স্পষ্ট দেখতে পায়। বেদীর সামনে পাতা হলদে কার্পেট টেবিলে সাজানো পুষ্পগুচ্ছ এবং জ্বলন্ত প্রদীপগুলো তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কিন্তু ইতিমধ্যে সেখান থেকে পুরোহিত অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার বদলে সেখানে উড়ন্ত ধুলো-বালি ভেদ করে সূর্যের একটা কিরণ রেখা তীর্যকভাবে পড়ে কার্পেটের উপর একটা রুপালী দাগের সৃষ্টি করেছে।

এজনিস হস্ত সঞ্চালনের সাহায্যে আপন বক্ষদেশে ক্রস চিহ্ন এঁকে দাঁড়িয়ে ফটকের দিকে এগোয়। তার পরিচারিকা তাকে অনুসরণ করে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর বালক বালিকারা তার দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে হাসে, দৃষ্টির মাধ্যমে তাকে আশীর্বাদ জানায়। সে যে তাদের সবার মনিব, তাদের চোখে সৌন্দর্য ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতীক। সে তাদের থেকে দূরে অবস্থান করে বটে; কিন্তু তবু তাদের মধ্যে, তাদের দুঃখ-দৈন্যের মাঝখানে রয়েছে, বন্য গোলাপ যেমন কাঁটা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অবস্থান করে।

গির্জার ফটকে তার পরিচারিকা তার আঙুলের ডগায় পবিত্র জলের ফোঁটা দেয়; মাথা নুইয়ে তার পরিহিত বসনে লাগা বেদীর সিঁড়ির ধুলো ঝেড়ে মুছে দেয়। এবার সে মাথা তুলে দেখতে পায় তার মনিব তার ফ্যাকাসে মুখখানা প্রার্থনা কক্ষের কোণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ফিরিয়ে আছে। সেখানে পুরোহিতের মা প্রার্থনার সারাটা সময় হাঁটু পেতে বসেছিলো। পরিচারিকা এবার দেখে পুরোহিতের মা মাথাটা বুকের উপর নুইয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে স্থির অনড় বসে আছে; যেন শেষ পতনের আগে মাথাটা সোজা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

এজনিস ও তার পরিচারিকাকে মায়ের দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অন্য একজন স্ত্রীলোকও মায়ের দিকে তাকায়। সে দ্রুত মায়ের পাশে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে কি কথা বলে মায়ের মাথাটা আপন হাতে তুলে ধরে।

মায়ের চোখ দুটো আধ-বোঁজা, নিষ্প্রভ চোখের তারা উল্টানো। তার জপ-মালাটা হাত থেকে নীচে পড়ে গেছে; তার মাথাটা এক দিকে ঝুঁকে স্ত্রীলোকটার স্কন্ধদেশে ন্যাস্ত।

স্ত্রীলোকটা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে, "এ যে মরে গেছে!"

সঙ্গে সঙ্গে সমাবেশে আগত সবাই ছুটে এসে তার চারদিকে ভীড় করে।

ইতিমধ্যে পল এন্টিয়োকাসকে নিয়ে গুদামঘরে গিয়েছিলো। সে শীতে আর স্বস্তিতে পলের সারা দেহ কাঁপছিলো। সত্যি অনুভব করছিলো যে সে একটা জাহাজ ডুবি থেকে বেঁচে গেছে; সে সক্রিয় হয়ে চলাফেরা করে নিজকে চাঙ্গা করে তুলতে আর নিজের মনে এই প্রত্যয় উৎপাদন করতে চাইছিলো যে যা কিছু ঘটেছে তা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

তারপর গির্জায় বহু কণ্ঠের মিলিত হৈ-চৈ শোনা যায়। প্রথমে তা অনুচ্চ শোনায়, কিন্তু পরে তা মহা সোরগোলে পরিণত হয়। এন্টিয়োকাস গুদাম ঘরের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখতে পায় যে গির্জাভ্যন্তরে সমাগত লোকেরা জটলা করে গির্জার নিষ্ক্রমণ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে; কিন্তু এক বৃদ্ধ এই জটলা থেকে বেরিয়ে একটা রহস্যময় ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পুরোহিতের মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন," বৃদ্ধ ডেকে বলে। তখন আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিহিত পল এক লাফে সেখানে পৌঁছে মায়ের মুখখানা ভালো করে নিরীক্ষণ করার জন্য জানু পেতে বসে। মায়ের দেহটা তখন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে। তার মাথাটা একজন স্ত্রীলোকের কোলে স্থাপিত। চারদিকে লোকের ভীড়

"মা! মা!"

মায়ের মুখখানা স্থির, অনড়, চোখ আধ-বোজা, চীৎকার রোধ করার উদ্দেশ্যে দাঁতে দাঁত চাপা।

পলের বুঝতে বিলম্ব হয় না, তার মা সেই একই শোক ও আতঙ্কের অভিঘাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, যে শোক ও আতঙ্ককে সে নিজে জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

এবং পল নিজেও উচ্চস্বরে কান্না রোধ করার উদ্দেশ্যে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা তোলে। তার চারদিকে সমবেত বিভ্রান্ত জনতার মাঝখানে তার উপর নিবদ্ধ এজিনিসের নিষ্পলক চোখের উপর তার চোখ পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~